

এস, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স
১২ নারিকেল বাগান লেন
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীসলিল কুমার মিত্র
১২ নারিকেলবাগান লেন
কলিকাতা

—মূল্য সাড়ে তিন টাকা—

প্রিন্টার
শ্রীযতীন্দ্র নাথ সিংহ
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ
কলিকাতা




ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। অন্নদামঙ্গলের অঙ্গীভূত হইলেও ইহা নিজেই একখানি সম্পূর্ণ কাব্য। বাজারে বিদ্যাসুন্দরের নানা সংস্করণ আছে। কিন্তু এ যাবৎ ইহার কোন রাজসংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। স্বর্গত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, কাব্যখানিকে নানা চিত্রে সুশোভিত ও উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দরভাবে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন; এমন কি, তিনি তাহার আয়োজনও করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে কার্য্যটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। নানা বাধা-বিঘ্ন সত্বেও আমরা অধুনা তাহা সম্পূরণের সাধ্যমত যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থখানি বহু ত্রিবর্ণ ও রেখাচিত্রে সুশোভিত এবং উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। ইহাতে ভারতচন্দ্রের প্রবচনগুলি, তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত, সাধারণের সুবিধার জন্য টীকা প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। তথাপি একটী ত্রুটী রহিয়া গেল। আশা আছে, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট হইতে উৎসাহ পাইলে দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধন করিয়া লইব। ইতি—

কলিকাতা

আসাঢ় ১৩৪১

**প্রকাশক**

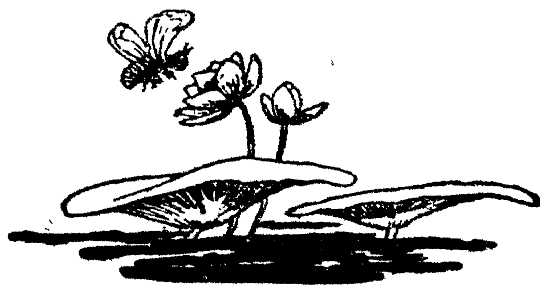









স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মিত্র
স্মরণে





# ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর

[ বর্দ্ধমান জেলায় ভুরস্থট পরগণা। এই ভুরস্থট পরগণায় পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রামের নিকট নরেন্দ্রপুর নামক স্থানে ( ১১১৯ সালে ) ১৬৩৪ শকে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ( মুখোপাধ্যায় ) বড় জমিদার ছিলেন। তিনি বার্ষিক প্রায় তিন লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় পাইতেন। স্বীয় সম্পত্তি রক্ষার জন্য তিনি তাঁহার অধিকৃত স্থান গড়বন্দী করিয়া বাস করিতেন। ভারতচন্দ্রের শৈশবকাল আদর-যত্নে কাটিয়াছিল, কিন্তু বাল্যকালেই হঠাৎ দৈন্যদশার মধ্যে নিপতিত হইয়া আজীবন প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। কোন কারণে তাঁহার পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের সহিত বর্দ্ধমানের মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর মত-বিরোধ হয়। তাহার ফলে নরেন্দ্রনারায়ণ সপরিবারে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন। ভারতচন্দ্র নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে আশ্রয় পাইলেন এবং নিকটবর্ত্তী তাজপুর গ্রামের টোলে সংক্ষিপ্ত সার ব্যাকরণ ও অভিধান পড়িতে লাগিলেন।

তাজপুরে পাঠকালীন নিকটবর্ত্তী শারদা গ্রামের কেশরকুনী গোত্রীয় নরোত্তম আচার্য্যের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত ভারতচন্দ্রের বিবাহ হয়। ইতিমধ্যে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ বর্দ্ধমান মহারাণীর কৃপালাভ করিয়া আবার পেঁড়োগ্রামে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত-শিক্ষা শেষ করিয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ভ্রাতৃবর্গের প্রতিকূলতায় বেশীদিন বাড়ীতে থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার অপকৃষ্ট ঘরে বিবাহ ও ফারসী শিক্ষা না করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা হেতু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা তাঁহাকে ক্রমাগত গঞ্জনা দিতে লাগিলেন। অভিমানী ভারতচন্দ্র শেষে মনোদুঃখে গৃহত্যাগ করিলেন।

হুগলী জেলার দেবানন্দপুরের মুন্সীরা তখন বিশেষ খ্যাত ছিলেন। ইঁহারা কায়স্থ ও বিশেষ সম্পন্ন লোক। ভারতচন্দ্র এখানে আশ্রয় লাভ করিয়া গৃহস্বামী রামচন্দ্র মুন্সীর যত্নে ফারসী ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ এজন্য গৃহস্বামী যে সিধা দিতেন তাহা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাইতেন।

এই সময় হইতে তিনি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। একসময় মুন্সী বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজা হইতেছিল। তাঁহার উপর সত্যনারায়ণের কথা বলিবার ভার দেওয়া হয়। কথা কহিবার সময় তিনি স্বরচিত ব্রতকথা পাঠ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দেন।

দেবানন্দপুরে পাঁচ বৎসর কাটাইয়া ও পারস্য ভাষায় বিশেষ মান লাভ করিয়া তিনি বিংশতি বর্ষ বয়সে আপন বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিছু দিন পরে খাজনা প্রেরণাদি লইয়া বর্দ্ধমান রাজসরকারের সহিত পিতা নরেন্দ্রনারায়ণের কিছু গোলযোগ হওয়ায় তিনি প্রতিকার জন্য বর্দ্ধমান গেলেন। রাজাকে বুঝাইয়া শান্ত করিবার কিছু দিন পরে আবার গোলমাল বাধিল। এবার

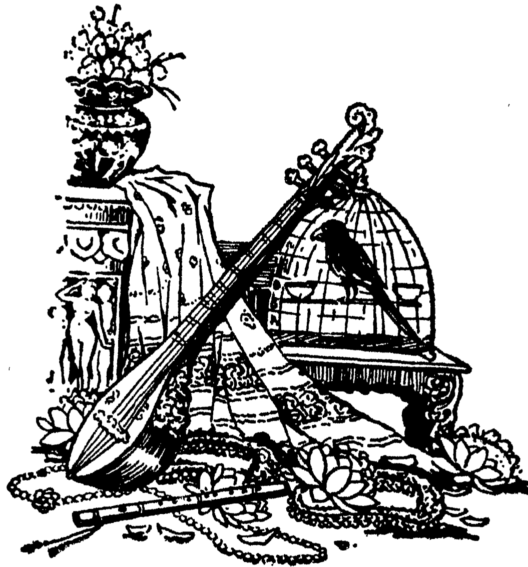
মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের ইজারা লোপ করিলেন। ভারতচন্দ্রও রাজরোষে পতিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। যাহা হউক, কারাধ্যক্ষের কৃপায় শীঘ্র মুক্তি লাভ করিয়া তিনি তাঁহার ভৃত্য রঘুনাথ সমভিব্যাহারে পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। পথে কটক নগরীতে মহারাষ্ট্র সুবেদার শিবভট্টের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহারা পুরুষোত্তম ধামে বাস করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। শিবভট্ট আদেশ দেন যে ভারতচন্দ্র সভৃত্য বিনাকরে তীর্থবাসী হইতে পারিবেন এবং সকল মঠেই সসম্মানে স্থান পাইবেন। তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য একখানি বলরামী আট্‌কে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

সর্ব্বদা বৈষ্ণব সাহচর্য্যে ও শ্রীভাগবত শ্রবনহেতু ভারতচন্দ্রের মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। তিনি গৈরিক বসন ধারণ পূর্ব্বক উদাসীন সন্ন্যাসীর বেশ পরিগ্রহ করেন এবং বৃন্দাবনগামী কয়েকজন বৈষ্ণবের সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পদব্রজে চলিতে চলিতে ইহাঁরা খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসিয়া গোপীনাথজীর মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। এই খানাকুল কৃষ্ণনগরে ভারতচন্দ্রের এক শ্যালিকার বিবাহ হইয়াছিল। একদা ভারতচন্দ্র গোপীনাথজীর মন্দিরে সংকীর্ত্তণ শ্রবনে রত আছেন, ইত্যবসরে ভৃত্য রঘুনাথ গোপনে ভারতচন্দ্রের শ্যালিকালয়ে সমস্ত সংবাদ জানাইল। শ্যালিপতি আসিয়া ভারতচন্দ্রকে নিজবাটী লইয়া গেলেন এবং গৃহী সাজাইয়া কয়েকদিন পরে শ্বশুরবাড়ী লইয়া চলিলেন। সুদীর্ঘকাল পরে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হইল। অনেক দিনের পর স্ত্রীকে দেখিয়া তাঁহার মনে প্রেম ও প্রীতির সঞ্চার হয়। শ্বশুরালয় হইতে যাইবার সময় তিনি শ্বশুরকে বলিলেন, "যতদিন আমি অর্থোপার্জ্জন দ্বারা পৃথক বাটী নির্ম্মাণ করিতে না পারি ততদিন আপনার কন্যাকে আমার পিতৃভবনে পাঠাইবেন না।"

এইবার ভারতচন্দ্রের অর্থোপার্জ্জনের স্পৃহা হইল এবং উদ্দেশ্য সাধন সংকল্পে তিনি ফরাসডাঙ্গায় আগমন করিয়া শ্রোত্রীয় পালধিবংশীয় বিখ্যাত ধনী ফরাসী গভর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী চৌধুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ঋণগ্রহণ আবশ্যক হইলে চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে আগমন করিতেন। এইরূপ একসময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ফরাসডাঙ্গা অবস্থান কালে, চৌধুরী মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের সবিশেষ পরিচয় মহারাজকে জ্ঞাত করেন। বিদ্যোৎসাহী মহারাজ সমাদর করিয়া ভারতচন্দ্রকে কৃষ্ণনগরে লইয়া যান এবং মাসিক ৪০৲ বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহাকে সভাকবির পদে নিযুক্ত করেন। ক্রমে মহারাজ তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে "গুণাকর" উপাধি দেন এবং অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর রচনায় উৎসাহিত করেন। অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং কবির সাংসারিক অবস্থা সমস্ত জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বার্ষিক ৬০০৲ শত টাকা রাজস্বে মূলাজোড় গ্রামখানি ইজারা দেন এবং বাটী নির্ম্মাণের জন্য ১০০৲ প্রদান করেন। যথাসময়ে কবি মূলাজোড়ে সস্ত্রীক গৃহপ্রবেশ করিলেন। এই সময় তাঁহার রসমঞ্জরী গ্রন্থ প্রণীত হয়। মূলাজোড় অবস্থান কালে পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ গঙ্গাতীরে বাস করিবার ইচ্ছায় পুত্রের ভবনে আসিলেন। এই খানেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

মূলাজোড়ে কিছুদিন সুখ-শান্তিতে কাটিবার পর আবার তাঁহার ভাগ্যাকাশে মেঘের উদয় হইল। বৰ্দ্ধমানের মহারাণী বর্গীর ভয়ে মূলাজোড়ের সন্নিহিত কাউগাছী গ্রামে এইসময় বাস করিতে আসিলেন। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে কর্ম্মচারী রামদেব নাগের নামে মূলাজোড় পত্তনি লয়েন। ভারতচন্দ্রের বিশেষ আপত্তি ছিল, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে গুস্তে গ্রামে নিষ্কর জমি প্রদান করিয়া ও অনেক বুঝাইয়া ক্ষান্ত করেন। নিষ্কর জমি পাইয়া ভারতচন্দ্র গুস্তে গ্রামে উঠিয়া যাইতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু মূলাজোড়বাসিগণের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তিনি স্থান ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

পত্তনিদার রামচন্দ্র নাগের অত্যাচার কাহিনী "নাগাষ্টক" নামক আটটী সংস্কৃত শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়া ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দেন। মহারাজ নাগাষ্টক পাঠে যুগপৎ প্রীত ও ব্যথিত হন। নাগাষ্টকের কবিত্ব তাঁহাকে যেমন আনন্দ দান করিয়াছিল, বৰ্দ্ধমান রাজকর্ম্মচারী রামচন্দ্র নাগের অত্যাচার কাহিনী তাঁহাকে তেমনি ব্যথিত করিয়াছিল। তিনি বৰ্দ্ধমান মহারাণীর নিকট এই কবিতা পাঠাইয়া দেন, ফলে অত্যাচার বন্ধ হয়। এই মূলাজোড়ে ১৬৮২ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়।" ]



# বিদ্যাসুন্দরের আখ্যায়িকা

যে আখ্যায়িকাটিকে অবলম্বন করিয়া এই কাব্যখানির সৃষ্টি তাহা অতি সাধারণ। ঘটনার স্থান বাঙ্গালার একটি বিখ্যাত নগর। প্রধান নায়ক বিদেশী কিন্তু কাল প্রাচীন। তৎসত্ত্বেও ইহার কোথাও সহজ রসের সামান্য অভাবও ঘটে নাই। সমগ্র কাব্যখানি রসে, ভাবে পরিপূর্ণ। শব্দলালিত্যে, অলঙ্কার প্রাচুর্য্যে ও ছন্দঝঙ্কারে ইহা অপূর্ব্ব। যেখানে ইহা উচ্ছৃঙ্খল, নৈতিক শাসনের সীমা লঙ্ঘন করে, সেখানেও ইহার শব্দ ও ধ্বনি চিত্তকে অবশ হইতে দেয় না, সজাগ রাখে। অবশ্য রসাস্বাদন চিত্তবৃত্তির উপরই নির্ভর করে এবং ইহারও তারতম্য দেখা যায়।

এ যাবৎ দশজন কবির দশখানি বিদ্যাসুন্দর আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরস্পরের সহিত মূল আখ্যায়িকায় কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখা গেলেও সবগুলিই প্রায় একরূপ।

সেগুলি আলোচনার স্থান আমাদের নাই। কেবল ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের আখ্যায়িকাটি বর্ণনা করিতেছি—

পূর্ব্বকালে বর্দ্ধমানে বীরসিংহ রায় নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ও বিদ্যা নামে এক রূপবতী ও বিদুষী কন্যা ছিল।

"প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার।"

ইহা শুনিয়া বিদ্যাকে পত্নীরূপে লাভের আশায় নানাদিগ্দেশ হইতে রাজপুত্রগণ আসিতে লাগিলেন। কিন্তু বিচারে বিদ্যার নিকট সকলকেই পরাজয় মানিতে হইল। এই ভাবে দিন যায়; বিদ্যার পতি লাভ হয় না। রাজা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে শুনিলেন, বর্দ্ধমান হইতে ছয় মাসের পথে, দক্ষিণে, কাঞ্চীপুর নামে একটি দেশ আছে; সেখানে রাজা গুণসিন্ধু রায় রাজত্ব করেন।

"সুন্দর তাঁহার সুত বড় রূপ গুণযুত
বিদ্যায় সে জিনিবে বিদ্যায়।"

বীরসিংহ কাঞ্চীপুররাজের নিকট পত্রে সবিশেষ সমাচার জানাইয়া একজন ভাট পাঠাইলেন। ভাট রাজসমীপে পত্র দিয়া সকল কথা নিবেদন করিলে সুন্দর ভাটকে নিভৃতে—

"জিজ্ঞাসে বিদ্যার রূপগুণ"

ভাট উত্তর দিল—

"বাণী যদি শেষ হয়
তবু নহি কহিতে নিপুণ॥
বিধি চক্ষু দিল যারে সে যদি না দেখে তারে
তাহার লোচনে কিবা ফল।"

ভাটমুখে বিদ্যার রূপগুণের বর্ণনায় সুন্দরের মনে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইল। সুন্দর আকুল অন্তরে ভাবিতে লাগিলেন "হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব।" ভাবিতে ভাবিতে বিদ্যাকে লাভের আকাঙ্খা প্রবল হইল; তিনি শপথ করিলেন—

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"
"একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন॥"

তারপর একদিন পিতামাতাকে না জানাইয়া, রাজ্যের কাহাকেও কিছু না বলিয়া দ্রুতগামী অশ্বে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। সঙ্গে দোসর রহিল কেবল পিঞ্জরাবদ্ধ আপনার "পড়া শুক।"

সুন্দর চলিয়াছেন। "কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছয় মাসের পথ।" কিন্তু তাঁহার অশ্ব "তীর তারা উল্কা বায়ু" অপেক্ষাও দ্রুতগামী। দেখিতে দেখিতে স্বদেশ-বিদেশ, কত পর্ব্বত ও নদী পার হইয়া গেল, কত নব নব দৃশ্য সুন্দরের চোখে পড়িল এবং মাত্র "ছয়দিনে অশ্ব মনোরথ গন্তব্যস্থলে উত্তরিল।" সেখানে পৌছিয়া "জানিলা লোকের মুখে এই বর্দ্ধমান।"

সুশোভিত সমৃদ্ধ নগরী; দেখিয়া সুন্দর মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার মনে হইল—"ধন্য গৌড় যে দেশে এদেশ।" কিন্তু নগরের প্রবেশপথেই বাধা।

"যাইতে প্রথমথানা জিজ্ঞাসে করিয়া মান।
কোথা হইতে আইলা কোথা যাও।"

সুন্দর দ্বারীকে আত্মপরিচয় দিলেন—

"সুন্দর বলেন ভাই আমি বিদ্যা ব্যবসাই
দাক্ষিণাত্য কাঞ্চীপুর ধাম।
এসেছি বিদ্যার আশে যাইব রাজার পাশে
সুকবি সুন্দর মোর নাম॥"

কিন্তু বেশভূষা দেখিয়া দ্বারীর সে কথায় প্রত্যয় হইল না। সে বলিল—"তুমি বিদ্যা-ব্যবসাই অর্থাৎ পড়ো নয়—চোর কিম্বা হবা হরকরা।"

সুন্দর অবশ্য তাহার কথায় ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি বলিলেন—

"নীচ যদি উচ্চভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে"; আমি চোর বটে কিন্তু "বিদ্যা-চোর।"

যাহা হউক, পরিশেষে দ্বারীকে সন্তুষ্ট করিয়া বকশীশ দিয়া সুন্দর পদব্রজে নগরে প্রবেশ করিলেন; এবার তাঁহার সঙ্গে রহিল "খুঙ্গী পুঁথি ধুতি পাখী।" পড়ুয়ার বেশ বটে।

তিনি নগরে প্রবেশ করিয়া পথে পথে পরিভ্রমণ করিলেন। তারপর "সম্মুখে দেখেন সরোবর মনোহর" কিন্তু—

"জলেতে নিবায় জ্বালা সর্ব্বলোকে কয়।
এ জল দেখিয়া জ্বালা দশগুণ হয়।"

সুন্দর সেই সরোবরে স্নান-পূজাদি শেষ করিয়া—

"সঙ্গেতে দাড়িম ছিল ভাঙ্গিয়া কৌতুকে,
আপনি খাইলা কিছু কিছু দিলা শুকে॥"

তারপর "আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে।
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে বকুলের ফুলে॥

সেই সরোবরে "হেনকালে নগরিয়া যতেক নাগরী
স্নান করিবারে আসে সঙ্গে সহচরী॥"

তাহারা সুন্দরের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং স্ব স্ব দুর্ভাগ্য চিন্তা করিয়া নানারূপ খেদ করিতে লাগিল। তারপর—

"স্নান করি যায় সবে নিজ নিজ ঘর॥"

যাইতে যাইতে সুন্দরের প্রতি—

"আন ছলে পুনঃ চাহে ফিরিয়া ফিরিয়া।
পিঞ্জরের পাখীমত বেড়ায় ঘুরিয়া॥"

সুন্দর তখন আপন মনে নিজের শুকপাখীটির সহিত নানা শাস্ত্রালাপ করিতেছেন।

ওদিকে "সূর্য্য যায় অস্ত গিরি আইসে যামিনী।
হেনকালে তথা এক আইল মালিনী॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥

হীরা "তুলিতে বৈকালি ফুল আইল সেই পাড়া।"

সুন্দরকে দেখিয়া তাহার মনে কৌতূহল হইল। সে সুন্দরের বসন-ভূষণ দেখিয়া অনুমান করিল—

"এদেশী না হবে দেখি বিদেশীর প্রায়।" এবং
"কাছে আসি হাসি হাসি করয়ে জিজ্ঞাসা
কে তুমি কোথায় যাবে কোনখানে বাসা॥"

সুন্দর তাহাকে আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন—

"এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই।"
"ভাল ঠাঁই পাই যদি তবে করি বাসা।"

মালিনীও নিজের পরিচয় দিয়া বলিল—

"আমি দিব বাসা এস আমার আলয়॥"

সুন্দর তাহার গৃহে থাকিতে সম্মত হইলেন এবং মালিনীর সহিত সম্পর্ক পাতাইয়া তাহাকে বলিলেন "মাসী।" অমনি

"মালিনী বলিছে বটে সুজন চতুর।
তুমি মোর বাপ বাছা বাপের ঠাকুর॥"

তারপর উভয়ে মিলিয়া মালিনীর গৃহোদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। মালিনীর বাড়ীখানি ক্ষুদ্র কিন্তু সুদৃশ্য। তাহার

"চৌদিকে প্রাচীর উচা কাছে নাহি গলি ঘুচা
পুষ্পবনে ঢাকে শশী রবি॥
নানা জাতি ফুটে ফুল উড়ে বৈসে অলিকুল
কুহু কুহু কুহরে কোকিল।
মন্দ মন্দ সমীরণ রসায় ঋষির মন
বসন্ত না ছাড়ে এক তিল॥"

সুন্দর হৃষ্টমনে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। মালিনী তাঁহার হাট-বাজার করিয়া দেয়, রন্ধনাদির নানা আয়োজন করে, সুন্দর স্বহস্তে নিজের আহার্য্য প্রস্তুত করেন।

দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর তিনি মালিনীকে আপনার শয্যাপার্শ্বে বসাইয়া "রাজবাটির সমাচার" জিজ্ঞাসা করিলেন। সুচতুরা

"হীরা বলে সে সকল কব রে বাছনি।
পরিচয় দেহ আগে কে বট আপনি॥"
বিষয় আশয়ে বুঝি রাজপুত্র হবে।
আমার মাথার কিরা চাতুরী না কবে॥"

সুন্দর হীরার নিকট কিছুই গোপন করিলেন না, আপনার সত্য পরিচয় দান করিলেন। হীরাও তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিল—

"অর্দ্ধেক বয়স রাজা এক পাটরাণী।
পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুব জানি॥
এক কন্যা আইবড় বিদ্যা নাম তার।
তার রূপগুণ কহা অসাধ্য আমার॥"
"কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদ নখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥"

বিদ্যার রূপ-গুণের প্রশংসা শুনিয়া সুন্দর তাঁহার সহিত পরিচয়ের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়া মালিনীকে বলিলেন—

"নিত্য নিত্য মালা তুমি বিদ্যারে যোগাও।
একদিন মোর গাঁথা মালা লয়ে যাও॥

মালা মাঝে পত্র দিব তাহে বুঝা-শুঝা।

বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা ॥"

পর প্রভাতে মালিনী নানা জাতি পুষ্প চয়ন করিয়া আনিল। সুন্দর তাহার দ্বারা এক গাছি সুন্দর মালা গাঁথিলেন এবং পুষ্পময় কাম ও একটি শ্লোক রচনা করিয়া তাহার মধ্যে অতি কৌশলে রাখিয়া দিলেন। এদিকে মালা গাঁথিতে গাঁথিতে—

"বেলা হইল উচুর প্রচুর ভয় মনে।

ফুল লয়ে গেল হীরা রাজার ভবনে ॥"

বিদ্যা মালিনীর আশায় "পূজার আসনে" বসিয়া আছেন, ফুলের অভাবে পূজা করিতে পারিতেছেন না। মালিনী তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া ভয়ে ভয়ে—

"সুন্দরের গাঁথা মালা দিলেক বিদ্যারে।"

কিন্তু পূজায় ব্যাঘাত হওয়ায় বিদ্যা অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া উঠিয়াছিলেন। মালিনীর নিকট হইতে মালা ও পুষ্প গ্রহণ করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

তাঁহার তিরস্কারে হীরা—

"কাঁদি কহে শুন রাজকুমারী।

ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি ॥

তোমার কাজ অবহেলা করি এমন সাধ্য আমার নাই। এই সুন্দর মালাখানি গাঁথিতেই বিলম্ব হইয়াছে। মনে করিয়াছিলাম ইহা পাইয়া তুমি সন্তুষ্ট হইবে। কিন্তু এখন দেখিতেছি, শ্রম হইল বৃথা ঘটিল ভ্রম।" হীরার

"বিনয়তে বিদ্যা হইল বশ।

অস্ত গেল রোষ উদয় রস ॥"

বিদ্যা মালাখানি হাতে লইয়া বলিলেন—"

"এ গাঁথনি আই নহে তোমার ॥"

তাহার মত বৃদ্ধার এমন মোহন মালা রচনা সম্ভব নয়। হয় হীরার যৌবন ফিরিয়া আসিয়াছে, না হয়, কেহ তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছে। বিদ্যার কথা শুনিয়া—

"হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে ॥

যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে ॥"

বিদ্যা মালাখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে তাহার মধ্যকার—

"খোলে কৌটা কল ছুটিল।

শরহেন ফুলশর ফুটিল ॥

শিহরিল ধনী দেখিয়া কল।

শ্লোক পড়ি আরও হৈল বিকল ॥"

তিনি হীরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"গড়িল যেজন সেজন কেমন।"

কিন্তু এবার হীরার অভিমান হইল; সে বিদ্যার নিকট সুন্দরের পরিচয় দিতে দিতে তাহার রূপগুণের ব্যাখ্যা করিল এবং সেই সঙ্গে বলিল—

"তোমার লাগিয়া নাগর রাখিয়া
গালি লাভ হৈল মোর।
যাহার লাগিয়া চুরি করি গিয়া
সেইজন কহে চোর॥"

হীরা অভিমান ভরে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু

"আঁচলে ধরিল ধনী।
মাথার কিরায় হীরায় ফিরায়
মণি ধরে যেন ফণী॥"

তিনি মিষ্টবাক্যে হীরার অভিমান দূর করিলেন। হীরাও বিদ্যাকে প্রেমাকুল দেখিয়া তাঁহার নিকট সুন্দরের রূপ বর্ণনা করিল। তাহার উত্তরে—

"বিদ্যা বলে ওলো হীরা মোর দিব্য তোরে।
কোনমতে দেখাইতে পার-না কি মোরে॥"
"অনুমানে বুঝিলাম জিনিবেন তিনি।
হারাইলে হারিব হারিলে কি জিনি॥"

সুন্দরকে দেখাইবার উপায় বিদ্যা নিজেই উদ্ভাবন করিলেন। হীরাকে বলিলেন—

"মোর বালাখানার সম্মুখে রথ আছে।
দাঁড়াইতে তাঁহারে কহিবে তার কাছে॥
তুমি আসি আমারে কহিবে সমাচার।
সেই ছলে দরশন হইবে দোঁহার॥"

তারপর সুন্দরের পুষ্পময় কাম ও শ্লোকের উত্তর স্বরূপ বিদ্যাও একটি মালা রচনা করিয়া—

"বিদ্যা বিদ্যা নামে চিত্রকাব্য দিলা লেখি॥"

মালিনী তাহা লইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া—

"কহিল সকল কথা কুমার সুন্দরে॥"

এবং সুন্দরকে সঙ্গে করিয়া রথতলায় লইয়া গেল। সুন্দর সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হীরা বিদ্যার নিকট সংবাদ দিলে—

"আতিবিতি সুন্দরে দেখিতে ধনী ধায়।
অঙ্গুলী দেখায়ে হীরা দুঁহারে দেখায়॥"

তাহার ফলে—

হুঁহার নয়ন কাঁদে ঠেকিয়া দুজনে।
দুজনে পড়িল বান্ধা দুজনার মনে॥
মনে মনে মনমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা দুঁহে দুঁহা হৃদয় লইয়া॥"

নাগর ও নাগরী উভয়েই আকুল। পরদিন হীরা নিয়মিত পুষ্প লইয়া রাজবাড়ীতে গেলে বিদ্যা তাহার সহিত সুন্দর সমাগমের পরামর্শ করিতে লাগিল—কি উপায়ে সুন্দরকে গোপনে রাজান্তঃপুরে লইয়া আসা যায়।

হীরা ত বিদ্যার প্রস্তাব শুনিয়া ভয়ে আকুল। সে বলিল, "রাজা-রাণীকে বল। তাহা হৈলে তোমাদের মিলন সহজ ও শীঘ্র হইবে।" কিন্তু

"বিদ্যা বলে চুপ্ চুপ্ ইহা যদি শুনে ভূপ
তবে বিয়া হয় কি না হয়।
গুণসিন্ধু মহারাজ তাঁর পুত্র হেন সাজ
বাপার না হইবে প্রত্যয়॥"

অতএব কথাটা প্রকাশ করিয়া কাজ নাই। এখন গোপনে "বিয়া হয় কোন রূপে" তাহারই ব্যবস্থা কর।"

হীরা বিদ্যার কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। সে দূতী হইলেও এমন কর্ম্মে তাহার যথেষ্ট বিপদ আছে দেখিয়া বিদ্যাকে প্রকারান্তরে জানাইল সে আনিতে পারিবে না। তথাপি—

"বিদ্যা বলে চল চল বুঝাইয়া গিয়া বল
তিনি ভাবিবেন পথ তার।"
"কৈও কৈও কবিবরে কোনরূপে মোর ঘরে
আসিতে পারেন যদি তিনি।"

হীরা ঘরে গিয়া সে কথা সুন্দরকে জানাইল। তাহা শুনিয়া

"রায় বলে একি কথা কেমনে যাইব তথা।"

পরিশেষে কালিকার আরাধনা করিয়া তাঁহার বরে একটি সিঁদকাটি পাইলেন। সেই সিঁদকাটি দ্বারা মাটির নীচে সন্ধিখনন করিয়া একদিন বিদ্যা যখন সুন্দরের বিরহে কাতর হইয়া সখিগণের নিকট খেদ করিতেছিলেন তখন সহসা সেই সন্ধিপথে বিদ্যার মন্দিরে গিয়া উপনীত হইলেন। সুন্দরকে সেখানে অতর্কিতে দেখিয়া নারীগণ বিস্মিত ও শশঙ্কিতা হইয়া পড়িল। কিন্তু সে ভাব অধিকক্ষণ থাকিল না, বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়া গেলে বিদ্যা ও সুন্দরের পরিচয় লইল। তারপর বিচার। বিচারে বিদ্যা সুন্দরের নিকট পরাস্ত হইলেন এবং বিদ্যার শপথ মত তিনি সুন্দরকে পতিত্বে বরণ করিলেন। সেইখানে সখিগণের সম্মুখে উভয়ের গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইল। তদবধি নবদম্পতি সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

সুন্দর প্রতিদিন সন্ধিপথে গিয়া বিদ্যার মন্দিরে তাঁহার সহিত মিলিত হন।

কিন্তু এসব কথা কেহ জানে না। সুন্দর মালিনীকেও প্রতারণা করিতে লাগিলেন। এমন কি, সন্ন্যাসী বেশে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বর্দ্ধমানাধিপতিকেও প্রতারিত করিলেন। রাজাকে বলিলেন—"তিনি বদরিকাশ্রমবাসী সন্ন্যাসী। তীর্থপর্য্যটনের পথে বিদ্যার রূপগুণ ও পণের কথা শুনিয়া তাহার সহিত শাস্ত্র বিচার করিতে আসিয়াছেন।

"বিচারে তাহার ঠাঁই আমি যদি হারি
ছাড়িয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম দাস হব তারি॥"
"সে যদি বিচারে হারে তবে রবে নাম।
সন্ন্যাসী আপনি তাহে নাহি কিছু কাম॥"

রাজা মহা সমস্যায় পড়িলেন। ভাবিলেন

"হারাইলে ইহার মুড়াবে জটা কেটা।"
"হারিলেও ইহারে নাকি বিদ্যা দেওয়া যায়।
গুণ হয়ে দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়॥"

তিনি কৌশলে সন্ন্যাসীকে সেদিনকার মত বিদায় করিলেন কিন্তু অন্তরে দারুণ শঙ্কা রহিয়া গেল। অন্তঃপুরে গিয়া বিদ্যাকে যে শিক্ষিতা করিয়াছেন, ইহার জন্য যথেষ্ট অনুশোচনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজসভায় সন্ন্যাসীর আগমন বার্ত্তা সকলেই শুনিল। সুন্দর ইহা লইয়া বিদ্যার সহিত রহস্য সুরু করিলেন। মালিনীও আসিয়া বিদ্যাকে সন্ন্যাসীর কথা জানাইল। ইহাতে বিদ্যাও কিঞ্চিৎ শঙ্কিতা হইলেন। এদিকে সন্ন্যাসী প্রতিদিন রাজসভায় বিচারার্থ উপস্থিত হইতেছেন, রাজাও তাঁহাকে কৌশল ক্রমে বিদায় করিতেছেন।

ইতিমধ্যে একদিন বিদ্যাও মালিনীর বাড়ী সুন্দরের ঘরে সন্ধিপথে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সারির সহিত সুন্দরের শুকের বিবাহ হইল।

এই ভাবে দিন যায়। এমন সময় একদিন বিদ্যার গর্ভের সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তাহা দেখিয়া সখিগণ চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল। পরিণামে কঠোর তিরস্কারের ভয়ে তাহারা কথাটা আর গোপন রাখিতে পারিল না, একসঙ্গে গিয়া রাণীকে নিবেদন করিল। অমনি

"শুনি চমকিয়া চলে শিহরিয়া
মহিষী যেন তড়িত॥"

রাণী বিদ্যার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং বিদ্যার শরীরে গর্ভলক্ষণ দেখিয়া

"রাণীর না সরে বাণী॥"

বিদ্যাকে কঠোর তিরস্কার করিলেন। মাতার তিরস্কারে "বিদ্যা মৌনে রহে,
লাজে ভয়ে জড়সড়।"

তিনি আপনাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে নানা ছল-চাতুরী প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার

"বাক্যের কৌশলে রাণী ক্রোধে জ্বলে
রাজারে কহিতে যায়।"

রাণী ঝঙ্কার দিয়া সকল কথা রাজার নিকট ব্যক্ত করিলে "বীরসিংহ ক্রোধে জ্বলে
বার দিলা বাহির দেওয়ানে॥"

কোটাল ধূমকেতুকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে আনিবার আদেশ দিলেন। কোটাল সভয়ে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া যোড়হাতে দাঁড়াইল। কোটালকে দেখিয়া

"রাজা কহে শুনরে কোটাল।
নিমকহারাম বেটা আজি বাঁচাইবে কেটা
দেখিবি করিব যেই হাল।"

রাজা বহু তিরস্কার করিয়া বলিলেন

"জান বাচ্চা একখাদে গাড়িব হারামজাদে
তবে সে জানিবি মোর দম্ভ॥"
"তোর জিম্মা মোর পুরী বিদ্যার মন্দিরে চুরি
কি কহিব কহিতে সরম।
"মাতালে কোটালি দিয়া পাইনু আপন কিয়া
দূরে গেল সরম ভরম॥"
"প্রাণ রাখিবার হেতু নিবেদয়ে ধূমকেতু
অবধান কর মহারাজ।
সাতদিন ক্ষমমোরে ধরি আনি দিব চোরে
প্রাণ রাখ গরীব নেবাজ॥"

রাজা কোটালের প্রার্থনা পূরণ করিলেন। রাজান্তঃপুরে বিদ্যার মন্দির সম্পূর্ণ তাহার খবরদারীতে রহিল;

"বিদ্যা সখিগণ লয়ে বারি হৈল দ্রুত হয়ে
রহিলেন রাণীর নিকটে॥"

কোটাল "বিদ্যার ঘরে সুরাখ সন্ধান করে
কোনপথে আসে যায় চোর।"

কিন্তু চোর ধরা সহজ হইল না। ধূমকেতুরা আটভাই হয়রাণ হইয়া পড়িল। খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে ধূমকেতু—

"ঘরের ভিতর গিয়া শয্যা ফেলে টান দিয়া
দশদিক দেখে নিরখিয়া॥
কপালে আঘাত হানি পালঙ্ক ফেলিতে টানি
দেখিলেক সুড়ঙ্গের পথ।"

সুড়ঙ্গ দেখিয়া নানাজনে নানা কথা বলিল। কেহ বলিল, ঐপথে সাপ আসে-যায়; কেহ বলিল, ভুঁয়েসের গর্ত্ত; কেহ বলিল, শিয়ালের গহ্বর; আবার কেহ বলিল, চোরের সিঁধ! ধূমকেতুর এসব কোন কথা বিশ্বাস হইল না; সে হতাশ হইয়া পড়িল। অবশেষে তাহার যমকেতু নামে ভাই বলিল "যেই হউক,

পেয়েছে বিদ্যার লোভ আসিবে অবশ্য।
নারীবেশে থাক সবে করিয়া রহস্য॥
লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশুপক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়॥"

চোরধরার আয়োজন সুরু হইল।

"নাট্যশালা হইতে আনিল আয়োজন।
ধরিল নারীর বেশ ভাই দশজন॥
চন্দ্রকেতু ছোট ভাই পরম সুন্দর।
সে ধরে বিদ্যার বেশ অভেদ বিস্তর॥"

সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিল। তাহারা "বীণা বাঁশী আদিলয়ে গীত বাদ্য রঙ্গ" করিতে লাগিল। কিন্তু সকলেরই মনে ভয়, গর্ত্ত দিয়া সাপও বাহির হইতে পারে। সেজন্য

"শরীর ছাঁদিয়া সবে ঔষধি বসায়।
যারগন্ধে মাথা গুঁজি বাসুকি পলায়॥"

বাহিরেও কড়া পাহারা—

"থানায় থানায় নিয়োজিল হরকরা।
হুসিয়ার খবরদার পহরী পহরা॥"

তাহাদের খবরদারী ও ধরপাকড়ে সারা সহর উদ্বাস্ত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

"ক্ষণমাত্রে শহরে হইল হাহাকার।
কাটক হৈল জরাসন্ধ কারাগার॥"

কিছুক্ষণ যায়।

"এথায় মদনে মত্ত কুমার সুন্দর।
সুড়ঙ্গের পথে গেলা কুমারীর ঘর॥
পালঙ্কে বসিয়া চন্দ্রকেতু যেন চাঁদ।
ধরিতে সুন্দর চাঁদে বিদ্যারূপ ফাঁদ॥"

সুন্দর চন্দ্রকেতুকে বিদ্যাবোধে তাহার সহিত

"রসকথা কহে কবি কামিনী জানিয়া।
চন্দ্রকেতু মান করে ঘোমটা টানিয়া॥"

পরিশেষে কোটালের চাতুরী প্রকাশ পাইল; সুন্দরও তাহাদের নিকট চোরের ন্যায় বন্দী হইলেন। কোটাল—"চোর ধরি, হরি হরি শব্দ করি কয়।

কে আমারে আর পারে আর কারে ভয়॥

সকলের মহাস্ফূর্তি। নগরে বার্তা রটিল—চোর ধরা পড়িয়াছে। সুন্দরকে কোটালেরা নানামতে লাঞ্ছিত করিতে লাগিল। ওদিকে মালিনীরও দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। সাত ভাই সেই সুড়ঙ্গপথে তাহার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। মালিনী অবশ্য সুন্দরের এই কীর্ত্তিকথা জানিত না, ব্যাপারটি তিনি তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছিলেন। তথাপি চোরের মাসী বলিয়া তাহাকে বিস্তর তিরস্কার ও প্রহার ভোগ করিতে হইল। আর চোর ধরা বার্ত্তা শুনিয়া

"কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে,

ধরা তিতে নয়নের জলে।"

পরদিন প্রভাতে কোটালেরা মহা উল্লাসে সুন্দরকে নগরের পথ দিয়া রাজসভায় লইয়া চলিল। কৌতূহলী পরবধূগণ নানা স্থান হইতে, এমন কি, স্বয়ং মহিষীও প্রাসাদশীর্ষে উঠিয়া সুন্দরে দেখিতে লাগিলেন। সকলেরই মুখেই সুন্দরের রূপের প্রশংসা। রাণী "কাঁদে দেখি চোরের মুখানি।" আর, পুরনারীগণ সুন্দরের সহিত নিজপতির তুলনা করিয়া তাহাদের নিন্দা করিতে লাগিলেন।

রাজা তখন সভায় বসিয়াছেন। চারিধারে পাত্র-মিত্র-সভাসদ্। নৃত্য-গীত ও সঙ্গীতে রাজসভা জম্ জম্ করিতেছে।

"হেনকালে চোর লয়ে দিলেক কোটাল।"

"শারী শুক খুঙ্গী পুথি মালিনী সহিত।

হাজির করিল চোরে নাজীর বিদিত॥"

"নারীবেশে দশভাই করে দণ্ডবৎ।

নকীব ফুকারে মহারাজ সেলামত॥"

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের হাতী, ঘোড়া ও তলোয়ার দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। কিন্তু চোরের রূপ তাঁহাকেও মুগ্ধ করিল। লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে লোকটা রাজপুত্র। "কিন্তু চুরি করিয়াছে শুনিতে দুষ্কর।" তাই

"হীরারে জিজ্ঞাসে চক্ষু করিয়া পাকল।

এটাকেটা কার বেটা সত্য করি বল॥"

হীরা চোরের সত্য পরিচয় জানিত। সে সভয়ে তৎক্ষণাৎ রাজার নিকট তাহা ব্যক্ত করিল। রাজা দেখিলেন, সে নির্দোষ। তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। বলিলেন "দূর কর কুটনীরে মাথা মুড়াইয়া।

গঙ্গাপার কর গালে চুণ-কালি দিয়া॥"

হীরার কথায় তাঁহার সংশয় হইল

"তিনি আরজবেগীরে কহে লহ পরিচয়॥"

কিন্তু সুন্দর রাজপুত্র; সেজন্য তিনি সভাসদ্ বা পাত্র-মিত্র কাহারও নিকট আত্ম পরিচয় দিলেন না। শেষে স্বয়ং রাজা তাঁহার পরিচয় চাহিলে এক একটি দ্ব্যর্থ বোধক শ্লোক রচনা করিয়া তিনি তাঁহার সহিতও কৌতুকারম্ভ করিলেন। নিরুপায় হইয়া বীরসিংহ

"কোটালে কহিল ঠারে লহরে মশানে।
ভয়ে পরিচয় দিতে পারে তোর স্থানে॥"

কোটাল সুন্দরকে মশানে লইয়া চলিল। ইহা দেখিয়া

"রাজার সভায় সুন্দরের শারী শুক।
ভূপতিরে ভৎর্সিবারে করিছে কৌতুক॥

শুক রাজসভায় সুন্দরের আদ্যন্ত পরিচয় ও বিদ্যার সহিত বিবাহের কথা ব্যক্ত করিল।

"শুকের শুনিয়া বাণী সবে করে কাণাকাণি
রাজা হৈল সন্দেহ সংযুত।"

মালিনী যাহা বলিয়াছিল, শুকও ত তাহাই বলিতেছে! তবে কি সুন্দর সত্যই গুণসিন্ধু রাজার পুত্র? তিনি শুকের কথায় ব্যাপারটা অনুসন্ধান করিতে যে ভাটকে দক্ষিণ দেশে গুণসিন্ধু রাজার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তাহাকে সভায় আহ্বান করিলেন।

ওদিকে সুন্দর মশানে গিয়া তখন কলিকার স্তব করিতেছেন। কালিকা তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইলেন ও তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন

তোরে রাজা বধে যদি রুধিরে বহাব নদী
বীরসিংহে সবংশে বধিয়া।
তোরে পুনঃ বাচাইয়া বিদ্যা দিব রাজ্য দিয়া
ভয় কি রে বিদ্যাবিনোদিয়া॥

ডাকিনী যোগিনী-ভূতগণ কোটাল প্রভৃতি সকলকে পাশবদ্ধ করিল। রাজা এ সংবাদ পাইলেন না, তিনি ভাটের মুখে সত্য সমাচার গ্রহণ করিতেছিলেন।

ভাট বলিল—"ঐ চোরই গুণসিন্ধু রাজার পুত্র।"

এই কথা শুনিয়া রাজা তাহাকে পুরস্কৃত করিলেন এবং

"কুঠার বান্ধিয়া গলে আপনি মশানে চলে
পাত্রমিত্রগণ সব সাথী॥"

মশানে গিয়া দেখেন "কোটাল সৈন্যের সনে বান্ধা আছে জনে জনে।" আর, সুন্দর "উর্দ্ধমুখে দেবতা ধেয়ায়।" এই অলোকীক কাণ্ডে রাজা সুন্দরকে দেবতা ভাবিয়া তাহার "বিস্তর কৈলা স্তব।" সুন্দর তুষ্ট হইলেন। তাঁহার পরামর্শে রাজা তৎক্ষণাৎ গুরু-পুরোহিতাদি লইয়া নানা উপচারে কলিকার পূজা করিলেন। কোটাল আদি সকলে বন্ধন মুক্ত হইল।

ইহার পর

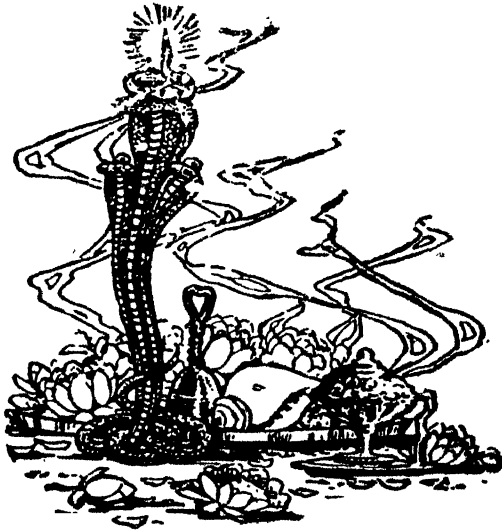
"রাজা দিব্যজ্ঞান পায়　　　সুন্দরে লইয়া যায়
নিজপুরে উত্তরিলা গিয়া ॥"
"সিংহাসনে বসাইয়া　　　বসন ভূষণ দিয়া
বিদ্যা আনি কৈল সমর্পণ ।"

সুন্দর কিছুকাল "অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘরে" মহাসুখে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে

"পূর্ণ হৈল দশমাশ　　　শুভদিন পরকাশ,
বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিলা ॥"

তারপর একদিন দাস-দাসী, বহুসৈন্য সামন্তের সহিত

সুন্দর বিদ্যারে লয়ে　　　ঘরে গেল হৃষ্ট হয়ে
বাপমায় প্রণাম করিলা।
রাজা রাণী তুষ্ট হয়ে　　　পুত্রবধূ পৌত্র লয়ে
মহোৎসবে মগন হৈলা ॥






## রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন

যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যাঁর ঢালী ।
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী ॥
তার খুড়া মহাকায় আছিল বসন্ত রায়
রাজা তারে সবংশে কাটিল ।
তার বেটা কচু রায় রাণী বাঁচাইল তায়
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল ॥

ক্রোধ হইল পাতশায় বাঁধিয়া আনিতে তায়
রাজা মানসিংহে পাঠাইলা ।
বাইশী লস্কর সঙ্গে কচু রায় চলে রঙ্গে
মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা ॥
কেবল যমের দূত সঙ্গে যত রাজপুত
নানাজাতি মোগল পাঠান ।
নদী বন এড়াইয়া নানা দেশ বেড়াইয়া
উপনীত হৈল বৰ্দ্ধমান ॥
দেবী-দয়া অনুসারে ভবানন্দ মজুন্দারে
হয়েছে কাননগোঁই তার ।
দেখা হেতু দ্রুত হয়ে নানা দ্রব্য ডালী লয়ে
বৰ্দ্ধমানে গেলা মজুন্দার ॥



মানসিংহ বাঙ্গালার যত কিছু সমাচার
জ্ঞাত হ'ল মজুন্দার-স্থানে।
দিন কত থাকি তথা বিদ্যাসুন্দরের কথা
প্রসঙ্গত শুনিলা সেখানে ॥
গজ-পৃষ্ঠে আরোহিয়া সুড়ঙ্গ দেখিলা গিয়া
মজুন্দারে জিজ্ঞাসা করিল।
বিবরিয়া মজুন্দারে বিশেষ কহেন তারে
যেইরূপে সুড়ঙ্গ হইল ॥

## বিদ্যাসুন্দরের কথা আরম্ভ

শুন রাজা সাবধানে পূর্ব্বে ছিল এই স্থানে
বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তাঁর কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার ॥
রাজপুত্রগণ তায় আসিয়া হারিয়া যায়
রাজা ভাবে কি হবে ইহার ॥
শেষে শুনি সবিশেষ কাঞ্চী নামে আছে দেশ
তাহে রাজা গুণসিন্ধু রায়।
সুন্দর তাহার সুত বড় রূপগুণযুত
বিদ্যায় সে জিনিবে বিদ্যায় ॥
বীরসিংহ তার পাট পাঠাইয়া দিল ভাট
লিখিয়া এ সব সমাচার।
সেই দেশে ভাট গিয়া নিবেদিল পত্র দিয়া
আসিতে বাসনা হৈল তার ॥
সুন্দর মগন হয়ে ভাটেরে বিরলে লয়ে
জিজ্ঞাসে বিদ্যার রূপগুণ।
ভাটে বলে মহাশয় বাণী যদি শেষ হয়
তবু নহি কহিতে নিপুণ ॥
বিধি চক্ষু দিল যারে সে যদি না দেখে তারে
তাহার লোচনে কিবা ফল।
সে বিদ্যার পতি হও বিদ্যাপতি নাম লও
শুনিয়া সুন্দর কুতূহল ॥
চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
দ্বিজরাজ কেশরী রাঢ়ীয়।
তাঁর সভাসদ্‌বর কহে রায় গুণাকর
অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয় ॥




## সুন্দরের বর্দ্ধমান-যাত্রা

মল্লার—আড়া-তেতালা

প্রাণ কেমন রে করে। না দেখি তাহারে ॥
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে ॥
ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখ-পারাবার ॥
বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যানাম জপ ॥
বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ ॥
হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব।
কি বিদ্যা-প্রভাবে বিদ্যা-বিদ্যমানে যাব ॥
কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট।
খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট ॥
প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের তরে।
খোয়াব তনুর তরী প্রবাস-সাগরে ॥
যদি কালী কূল দেন কূলে আগমন।
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পতন ॥
একা যাব বর্দ্ধমানে করিয়া যতন।
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন ॥
যে প্রভাবে রামের সাগরে হৈল সেতু।
মহাবিদ্যা আরাধিলা বিদ্যালাভ হেতু ॥
হইল আকাশবাণী বুঝে অনুভবে।
চল বাছা বর্দ্ধমানে বিদ্যালাভ হবে ॥
আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ।
সোয়ারীর অশ্ব আনে গমনে বাতাস ॥
আপনি সাজায় ঘোড়া মনোহর সাজ।
আপনার সুসাজ করয়ে যুবরাজ ॥
বিলাতী খেলাত পরে জরকাশী চীরা।
মাণিক কলগী তোরা চকমকে হীরা ॥
গলে দোলে ধুকধুকি করে ধক্ ধক্।
মণিময় আভরণ করে চকমক ॥
খড়্গ চর্ম্ম লেজা তীর কামান খঞ্জর।
পড়া শুক লৈল হাতে সহিত পিঞ্জর ॥
রত্নভরা খুঙ্গী পুথি ঘোড়ার হানায়।
জনকজননী-ভয়ে ভাটে না জানায় ॥
অতসী-কুসুম-শ্যামা স্মরি সকৌতুক।
দড়বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক ॥
অশ্বের শিক্ষায় নল বিপক্ষে অনল।
চলিল কুমার যেন কুমার অটল ॥
তীর তারা উল্কা বায়ু শীঘ্রগামী যেবা।
বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা
এড়াইল স্বদেশ বিদেশ কত আর।
কত ঠাঁই কত দেখে কত কব তার ॥
বিদ্যানাম সোসর দোসর নাই সাথে।
কথার দোসর মাত্র শুক পক্ষী হাতে ॥
কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছয় মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ ॥
জানিল লোকের মুখে এই বর্দ্ধমান।
রচিল ভারত কৃষ্ণচন্দ্র যে কহান ॥



## সুন্দরের বর্দ্ধমানে প্রবেশ

দেখি পুরী বর্দ্ধমান সুন্দর চৌদিকে চান
ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ।
রাজা বড় ভাগ্যধর কাছে নদ দামোদর
ভাল বটে জানিনু বিশেষ॥
চৌদিকে সহরপনা, দ্বারে চৌকি কত জনা
মুরুচা বরুজ শিলাময়।
কামানের হুড়াহুড়ি বন্দুকের হুড়হুড়ী
সলখে বাণের গড় হয়॥
বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল নৌবত ঝাঁঝর রোল
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘড়ি ঘড়ি।
তীরগুলি শন্‌শনি গজঘণ্টা ঠন্‌ঠনি
ঝড় বহে অশ্ব দড়বড়ি॥
ঢালী খেলে উড়াপাকে ঘন হান হান হাঁকে
রায়বেঁশে লোফে রায়বাঁশ।
মল্লগণ মালসাটে ফুটি হেন মাটি ফাটে
দূর হৈতে শুনিতে তরাস॥
নদী জিনি গড়খানা দ্বারে হাবসীর থানা
বিকট দেখিয়া লাগে শঙ্কা।
দয়া সর্ব্বমঙ্গলার লজ্ঘিতে শকতি কার
সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা॥
যাইতে প্রথম থানা জিজ্ঞাসে করিয়া মানা
কোথা হৈতে আইলা কোথা যাও।
কি জাতি কি নাম ধর কোন্ ব্যবসায় কর
না কহিলে যাইতে না পাও॥
সুন্দর বলেন ভাই আমি বিদ্যাব্যবসাই
দাক্ষিণাত্য কাঞ্চীপুর ধাম।
এসেছি বিদ্যার আশে যাইব রাজার পাশে
সুকবি সুন্দর মোর নাম॥
দ্বারী কহে এ কি হয় পড়ুয়ার বেশ নয়
খুঙ্গী পুথি ধুতি ধরে তারা।
ঘোড়াচড়া যোড়া অঙ্গে পাঁচ হাতিয়ার সঙ্গে
চোর কিংবা হবা হরকরা॥
নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে
রায় বলে বটী বিদ্যাচোর।
খুঙ্গী পুথি ছিল সঙ্গে দেখায়ে কহেন রঙ্গে
তুষ্ট হৈনু রুষ্ট-বাক্যে তোর॥
সবিনয়ে দ্বারী কয় শুন শুন মহাশয়
বুঝিনু পড়ুয়া তুমি বট।
ঘোড়াচড়া যোড় পরা বিদেশী হেতের ধরা
ছাড়ি দিলে আমি হব নট॥
ঠক-ভরা দরবার ছলে লয় ঘর-দ্বার
ক্ষুরধার ছুঁতে কাটে মাছি।
চাকুরীর মুখে ছাই ছাড়িতে না পারি ভাই
বিষকৃমি সম হয়ে আছি॥



সুন্দর কহেন ভাই ঘোড়া যোড়া ছেড়ে যাই
খুঙ্গী পুথি ধুতি পাখী লয়ে।
তবে নাকি ছাড় দ্বারী দ্বারী কহে তবে পারি
জমাদ্দার বকশীরে কয়ে॥
শিরোপা-স্বরূপে রায় পেসকস দিল তায়
ঘোড়া যোড়া পাঁচ হাতিয়ার।
দ্বারী ছেড়ে দিল দ্বার থানায় হইয়া পার
প্রবেশিলা নগরে কুমার॥
ভূরশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়
মুখটী বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর অন্নদামঙ্গল সার
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

## বর্দ্ধমানের গড়বর্ণন

সোহিনী—মধ্যমান-ঠেকা

গুণসাগর নাগর রায়।
নগর দেখিতে যায়॥
রূপের নাগর গুণের সাগর
অগুরু-চন্দন গায়।
বেণী বিননিয়া চূড়া চিকণিয়া
হেলয়ে মলয়-বায়॥
মৃদু মধু হাসি বাজাইছে বাঁশী
কোকিল বিকল তায়।
ভুরূর ভঙ্গীতে নয়ন-ইঙ্গিতে
ভারত ফিরিয়া চায়॥ধ্রু॥
দ্বারীকে শিরোপা দিয়া ঘোড়া যোড়া অস্ত্র।
পদব্রজে চলিলা পরিয়া যুগ্ম বস্ত্র॥
বাম কক্ষে খুঙ্গী পুথি ডানি করে শুক।
ধীরে ধীরে চলে ধীর দেখিয়া কৌতুক॥
প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।
ইংরেজ ওলন্দাজ ও ফিরিঙ্গী ফরাস॥
দিনেমার এলেমান করে গোলন্দাজী।
সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী॥
দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুসলমান।
সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান॥
তুরকী আরবী পড়ে ফারসী মিশালে।
ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে॥
তৃতীয় গড়েতে দেখে ক্ষত্রিয় সকল।
অস্ত্রশস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল॥



চতুর্থ গড়েতে দেখে যত রাজপুত।
রাজার পালক রাখে যুদ্ধে মজবুত ॥
পঞ্চম গড়েতে দেখে যতেক মাহুত।
ভাট বৈসে তার কাছে যাতায়াতে দূত ॥
ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বোঁদেলার থানা।
আঁটি আঁটি সেই গড়ে থাকে মালখানা ॥
সেই গড়ে নানা জাতি বৈসে মহাজন।
লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খে সংখ্যা করে ধন ॥
পড়ুয়া জানিয়া কিছু না কহে সুন্দরে।
অবধান হোক বলি নমস্কার করে ॥
এইরূপে ছয় গড় সকল দেখিয়া।
প্রবেশে ভিতর গড় অভয়া ভাবিয়া।
সম্মুখে দেখেন চক চাঁদনী সুন্দর।
নৌবত বাজিছে বালাখানার উপর ॥
চকের মাঝেতে কোতোয়ালী চবুতরা।
ফাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা ॥
ডাকাত ছিনাল চোর হাজারে হাজার।
বেড়ী পায় মেগে খায় বাজার বাজার ॥
বসিয়াছে কোতোয়াল ধূমকেতু নাম।
যমালয় সমান লেগেছে ধূমধাম ॥
ঠকঠকি হাড়ির কোড়ার পটপটি।
চর্ম্ম উড়ে চর্ম্ম-পাদুকার চটচটি ॥
কেহ বা দোহাই দেয় কেহ বলে হায়।
কেহ বলে বাপ বাপ মরি প্রাণ যায় ॥
কোটালের ভয়ে কেহ নাহি করে দয়া।
দেখিয়া সুন্দর ভয়ে ভাবেন অভয়া ॥
ভারত কহিছে কেন ভাবহ এখনি।
ঠেকিবে যখন সুখ জানিবে তখনি ॥

## পুরবর্ণন

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে ॥
নবজলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু,
পীতধড়া বিজলীতে ময়ুরে নাচাও হে ॥
নয়ন চকোর মোর, দেখিয়া হয়েছে ভোর,
মুখ-সুধাকর হাসি সুধায় বাঁচাও হে ॥
নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও,
ভারত যেমত চাহে সেইমত চাও হে ॥ ধ্রু ॥
চলে রায় পাছু করি কোটালের থানা।
দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা ॥



চৌদিকে শহর মাঝে মহল রাজার।
আট হাট ষোল গলী বত্রিশ বাজার॥
থাকে বান্ধা মত্ত হাতী হলকে হলকে।
শুঁড় নাড়ে মদ ঝাড়ে ঝলকে ঝলকে॥
ইরাকী তুরকী তাজী আরবী জাহাজী।
হাজার হাজার দেখে থামে বান্ধা বাজী॥
উট গাধা খচর গণিতে কেবা পারে।
পালিয়াছে পশু পক্ষী যে আছে সংসারে॥
ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ-অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অভিধান-স্মৃতি দরশন॥
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খঘণ্টারব।
শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব॥
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধি-ভেদ।
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ॥
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারী।
বেণে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারী শাঁখারী॥
গোয়ালা তামুলি তিলি তাঁতি মালাকার।
নাপিত বারুই কূরী কামার কুমার॥
আগুরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগী চাষা-ধোবা চাষা-কৈবর্ত্ত অনেক॥
সেকরা সুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগ্দী হাড়ী ডোম মুচি শুঁড়ী॥
কুরমী কোরজা পোদ কপালী তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মালী বাজীকর॥
বাইতি পটুয়া কাদ কসবী যতেক।
ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক॥
দেখিয়া নগর-শোভা বাখানে সুন্দর।
সম্মুখে দেখেন সরোবর মনোহর॥
শাণে বান্ধা চারি ঘাট শিবালয় চারি।
অবধূত জটাভস্মধারী সারি সারি॥
চারি পাড়ে সুচারু পুষ্পের উপবন।
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয়-পবন॥
টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়।
নানা জলচর পক্ষী খেলিয়া বেড়ায়॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত শত শতচ্ছদ।
ফুটে পদ্ম কুমুদ কহ্লার কোকনদ॥
ডাহুক ডাহুকী নাচে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী রাজহংস আদিগণ॥
পুষ্পবনে পক্ষিগণে নিশি দিশি জাগে।
ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগে॥
ভুবন জিনিয়া বুঝি করি রাজধানী।
কামদেব দিল বর্দ্ধমান নামখানি॥
দেখি সুন্দরের পদে লাগে কামফাঁস।
স্মরিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
জলেতে নিবায় জ্বালা সর্ব্বলোকে কয়
এ জল দেখিয়া জ্বালা দশ গুণ হয়॥
স্থলজ জলজ ফুল প্রফুল্ল তুলিলা।
স্নান করি শিব-শিবা-চরণ পূজিলা॥



সঙ্গেতে দাড়িম ছিল ভাঙ্গিলা কৌতুকে।
আপনি খাইলা কিছু কিছু দিলা শুকে ॥
করে লয়ে এক পদ্ম লইলেন ঘ্রাণ।
এই ছলে ফুলধনু হানে ফুলবাণ ॥
আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে।
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে বকুলের ফুলে ॥
হেনকালে নগরিয়া যতেক নাগরী।
স্নান করিবারে আইল সঙ্গে সহচরী ॥
সুন্দরে দেখিয়া পড়ে কলসী খসিয়া।
ভারত কহিছে শাড়ী পড় লো কসিয়া ॥

## সুন্দর-দর্শনে নারীগণের খেদ

এ কি মনোহর পরম সুন্দর
নাগর বকুল-মূলে।
মোহনিয়া ছাঁদে চাঁদ পড়ে ফাঁদে
রতি রতি-পতি ভুলে ॥
দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর
স্মরে জরজর যত রমণী
কবরী-ভূষণ কাঁচলি কষণ
কটির বসন খসে অমনি ॥
চলিতে না পারে দেখাইয়া ঠারে
এ বলে উহারে দেখ্ লো সই।
কিবা অপরূপ নিরূপম রূপ
বকুলতলায় বসিয়া ওই ॥
আহা ম'রে যাই লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে।
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া সাগর-পারে ॥
কহে এক জন লয় মোর মন
এ নব রতন ভুবন-মাঝে।
বিরহে জ্বলিয়া সোহাগে গলিয়া
হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে ॥
আর জন কয় এই মহাশয়
চাঁপাফুলময় খোঁপায় রাখি।
হলদি জিনিয়া তনু চিকণিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি ॥





ধিক্ বিধাতায়, হেন যুবরায়
না দিল আমায় দিলেক কারে।
এই চিতগামী হবে যার স্বামী,
দাসী হয়ে আমি, সেবিব তারে ॥
ঘরে গিয়া আর দেখিব কি ছার
মিছার সংসার ভাতার জরা।
সতিনী বাঘিনী শাশুড়ী রাগিণী,
ননদী নাগিনী বিষের ভরা ॥
সেই ভাগ্যবতী এই যার পতি
সুখে ভুঞ্জে রতি মন আবেশে।

ও মুখ চুম্বন করয়ে যখন,
না জানি তখন কি করে শেষে ॥
রতি-মহোৎসবে ও কর-পল্লবে,
কুচঘট যবে শোভিত হবে।
কেমন করিয়া ধৈরয ধরিয়া
গুমানে মরিয়া গুমান রবে ॥
হেন লয় চিতে রতি বিপরীতে
সাধিতে পাড়িতে ভর না সহে
সুজনে মিলিত কুজনে রচিত
এই সে উচিত ভারত কহে ॥

## সুন্দরের মালিনী-সাক্ষাৎ

এ কি অপরূপ রূপ তরুতলে।
হেন মনে সাধ করে তুলি পরি গলে ॥
মোহন চিকণকালা নানা ফুলে বনমালা
কিবা মনোহরতর বরগুঞ্জা ফলে।
বরণ কালিমা ছাঁদে বৃষ্টিজলে মেঘ কাঁদে
তড়িত লুটায় পায় ধরার আঁচলে ॥
কস্তুরী মিশায়ে মাখি কবরী-মাঝারে রাখি
অঞ্জন করিয়া মাজি আঁখির কাজলে।
ভারত দেখিয়া যারে ধৈরয ধরিতে নারে
রমণী কি তায় যায় মুনিমন টলে ॥

এইরূপে বামাগণ কহে পরস্পর।
স্নান করি যায় সবে নিজ নিজ ঘর ॥
আন ছলে পুন চাহে ফিরিয়া ফিরিয়া।
পিঞ্জরের পাখী মত বেড়ায় ঘুরিয়া ॥
বসিয়া সুন্দর রায় বকুলের তলে
শুক সঙ্গে শাস্ত্রকথা কহে কুতূহলে ॥
সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেনকালে তথা একা আইল মালিনী ॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অভিরাম ॥




গাল-ভরা গুয়া-পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি ক'ড়ে রাঁড়ী কথা কয় ছলে॥
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
ছিটা ফোঁটা তন্ত্র-মন্ত্র আসে কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়।
পড়সী না থাকে কাছে কোন্দলের দায়॥
মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া।
তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সে পাড়া॥
হেরিয়া হরিল চিত্ত বলে হরি হরি।
কাহার বাছনি রে নিছনি লয়ে মরি॥
কামের শরীর নাহি রতি ছাড়া নহে।
তবে সত্য ইহারে দেখিয়া যদি কহে॥
এদেশী না হবে দেখি বিদেশীর প্রায়।
কেমনে বান্ধিয়া মন ছাড়ি দিলা মায়॥
খুঙ্গী পুথি দেখি সঙ্গে বুঝি পড়ো হবে।
বাসা করি থাকে যদি লয়ে যাই তবে॥
কাছে আসি হাসি হাসি করয়ে জিজ্ঞাসা
কে তুমি কোথায় যাবে কোন্‌খানে বাসা
সুন্দর কহিছে আমি বিদ্যাব্যবসাই।
এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই॥
ভরসা কালীর নাম বিদ্যা-লাভ আশা।
ভাল ঠাঁই পাই যদি তবে করি বাসা॥
মালিনী কহিছে আমি দুঃখিনী মালিনী।
বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী।
নিয়মিত ফুল রাজবাড়ীতে যোগাই।
ভালবাসে রাজা রাণী সদা আসি যাই॥
কাঙ্গালী দেখিয়া যদি ঘৃণা নাহি হয়।
আমি দিব বাসা এস আমার আলয়॥
রায় বলে ভাল কালী দিলেন উদ্দেশ।
ইহা হইতে শুনিব বিদ্যার সবিশেষ॥
শুনাইতে শুনিতে পাইব সমাচার।
বাসার সুসারে হবে আশার সুসার॥
কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্ট রীত।
দুর্ব্বুদ্ধি ঘটায় পাছে হিতে বিপরীত॥
মাসী বলি সম্বোধন করি আমি আগে।
নাতি বলে পাছে মাগী দেখে ভয় লাগে
রায় বলে বাসা দিলা হইলা হিতাশী।
আমি পুত্র সম তুমি মার সম মাসী॥
মালিনী বলিছে বটে সুজন চতুর।
তুমি মোর বাপ বাছা বাপের ঠাকুর॥
ভারত বলিছে ভাল মিলে গেল বাসা
চল মালিনীর বাড়ী পূর্ণ হবে আশা॥



## মালিনীর বাটীতে সুন্দরের প্রবেশ

দুর্গা বলি সকৌতুকে লয়ে খুঙ্গী পুথি শুকে
মালিনীর বাড়ী গেলা কবি।
চৌদিকে প্রচীর উচা কাছে নাহি গলী ঘুচা
পুষ্পবনে ঢাকে শশী রবি॥
নানাজাতিফুটে ফুল উড়ে বসে অলিকুল
কুহু কুহু কুহরে কোকিল।
মন্দ মন্দ সমীরণ রসায় ঋষির মন
বসন্ত না ছাড়ে এক তিল॥
দেখি তুষ্ট কবি রায় বাড়ীর ভিতর যায়
রহিলা দক্ষিণদ্বারী ঘরে।
মালিনী হরিষ মন আনি নানা আয়োজন
অতিথি-উচিত সেবা করে॥
নানা উপহারে রায় রন্ধন করিয়া খায়
নিদ্রায় পোহায় বিভাবরী।
শীতল মলয়-বায় কোকিল ললিত গায়
উঠে রায় দুর্গা দুর্গা স্মরি॥
নিকটেতে দামোদর স্নান করি কবীশ্বর
বাসে আসি বসিল পূজায়।
তুলি ফুল গাঁথি মালা সাজাইয়া সাজি ডালা
মালিনী রাজার বাড়ী যায়॥
রাজা রাণী সম্ভাষিয়া বিদ্যারে কুসুম দিয়া
মালিনী ত্বরায় আইল ঘরে।

সুন্দর বলেন মাসী নাহি মোর দাস-দাসী
বল হাট-বাজার কে করে॥
মালিনী বলিছে বাপু এত কেন ভাব হাপু
আমি হাট-বাজার করিব।
কড়ি কর বিতরণ যাহে যবে যাবে মন
কৈও মোরে তখনি আনিব॥
কড়ি ফটকা চিঁড়া-দই বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়ি-লোভে মরে গিয়া
কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে॥
এ তোর মাসীরে বাপা কোন কর্ম্ম নাহি ছাপা
আকাশ পাতাল ভূমণ্ডলে।
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরি দিতে পারি চাঁদ
কুলের কামিনী আনি ছলে॥
রায় বলে তুমি মাসী হীরা বলে আমি দাসী
মাসী বল আপনার গুণে।
হরি কাল হরিবারে মা বলিলা যশোদারে
পুরাণে পুরাণলোকে শুনে॥
শুনি তুষ্ট কবি-রায় দশ টাকা দিল তায়
দুটি টাকা দিলা নিজ রোজ।
টাকা পেয়ে মুঠা ভরা হীরা পরধনহরা
বুঝিল এ মেনে আজবোজ॥



সে টাকা ঝাঁপিতে ভরি রাঙ্গ তামা বার করি
হাটে যায় বেসাতির তরে।
চলে দিয়া হাত নাড়া পাইয়া হীরার সাড়া
দোকানী দোকান ঢাকে ডরে॥
ভাঙ্গাইয়া আড়কাট এমনি লাগায় ঠাট
বলে শালা আলা টাকা মোর।
যদি দেখে আঁটা আঁটি কাঁদিয়া ভিজায় মাটি
সাধু হয়ে বেণে হয় চোর॥
রাঙ্গা তামা মেকী মেলে রাশিতে মিশায়ে ফেলে
বলে বেটা নিলি বদলিয়া।
কাঁদি কহে কোটালেরে বাণিয়ারে ফেলে ফেরে
কড়ি লয় দুহাতে গণিয়া॥

দর করে এক মূলে জুখে লয় দুনা তুলে
ঝগড়ায় ঝড়ের আকার।
পণে বুড়ি নিরূপণ কাহনেতে চারিপণ
টাকাটায় সিকায় স্বীকার॥
এরূপে করিয়া হাট ঘরে গিয়া আর নাট
বাঁকা মুখে কথা কহে চোখা।
সুন্দর ওলান বোঝা তবু নহে মুখ সোজা
যাতনা চোকে লেখা-জোখা॥
দিয়াছে যে কড়ি যার দ্বিগুণ শুনায় তার
সুন্দর রাখিতে নারে হাসি।
ভারত হাসিয়া কয় এই সে উচিত হয়
বুনিপোর উপযুক্ত মাসী॥

## মালিনীর বেসাতির হিসাব

নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে।
তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে॥
লাভ কে করিতে চায় মূল রাখা হৈল দায়,
এমন ব্যাপারে কেবা আঁটে।
পসারী গোপের নারী বসিয়াছে সারি সারি
রসের পসরা গীত নাটে॥
তোমার কথায় টাকা লয়ে গেনু জানি পাকা
তামা বলি ফিরে দিলে সাঁটে।

মুনসীর রাধা তায় তুমি মোহ পাও যায়
ভারত কি কবে সেই ঠাটে॥
বেসাতি কড়ির লেখা বুঝ রে বাছনি।
মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি॥
পাছে বল বুনিপোর মাসী দেয় খোঁটা।
যটি টাকা দিয়াছিলা সবগুলি খোঁটা॥
যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে না জুয়ায়।
এ টাকা উচিত দেয়া কেবল জুয়ায়॥



তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি।
ভাঙ্গাইনু দুই কাহনে ভাগ্যে বেণে ভাঙ্গি॥
সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।
আনিয়াছি আধসের খাইতে সন্দেশ॥
আট পণে আধসের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুয়া দেয় ভাগ্যে আমি চিনি
দুর্ল্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল।
সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥
কত কষ্টে ঘৃত পানু সারা হাট ফিরা।
যেটি কয় সেটি লয় নাহি লয় ফিরা॥
দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান।
আমি গেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান॥
অবাক্ হৈনু হাটে দেখিয়া গুবাক।
নাহি বিনা দোকানীর না সরে গুবাক॥
দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদীপারে।
আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে॥
আট পণে কিনিয়াছি কাঠ আট আঁটি।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আঁটি॥
খুন হয়েছিনু বাছা চূণ চেয়ে চেয়ে।
শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে॥
লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে খড়ি পাতি।
পাছে বল মাসী খাইয়াছে কড়ি-পাতি॥
মহার্ঘ্য দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥
শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥

## মালিনীর সহ সুন্দরের কথোপকথন

বাজারে বেসাতি করি মালিনী আইল।
রন্ধন করিয়া রায় ভোজন করিল॥
মাসী মাসী বলি ডাক দিলা মালিনীরে।
ভোজনের পরে হীরা আইল ধীরে ধীরে॥
শুয়েছে সুন্দর রায় হীরা বৈশে পাশে।
রাজার বাড়ীর কথা সুন্দর জিজ্ঞাসে॥
নিত্য নিত্য যাও মাসী রাজ-দরবার।
কহ শুনি রাজার বাড়ীর সমাচার॥
রাজার বয়স কত রাণী কয় জন।
কয় কন্যা ভূপতির কয় বা নন্দন।
হীরা বলে সে সকল কব রে বাছনি।
পরিচয় দেহ আগে কে বট আপনি॥
বিষয় আশয়ে বুঝি রাজপুত্র হবে।
আমার মাথার কিরা চাতুরী না কবে॥
রায় বলে চাতুরী করিলে কিবা হবে।
ব্যক্ত হবে আগে পাছে ছাপা ত না রবে




শুনেছ দক্ষিণদেশে কাঞ্চী নামে পুর।
গুণসিন্ধু নামে রাজা তাহার ঠাকুর॥
সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয়।
এসেছি বিদ্যার আশে এই পরিচয়॥
শিহরিয়া প্রণাম করিয়া হীরা কয়।
অপরাধ মার্জ্জনা করিবে মহাশয়॥
বাপধন বাছা রে বালাই যাক্ দূর।
দাসীরে বলিলে মাসী ও মোর ঠাকুর॥
কৃপা করি মোর ঘরে যত দিন রবে।
এই ভিক্ষা দেহ কোন দোষ নাহি লবে
এখন বিশেষ কহি শুন হয়ে স্থির।
রাজার সকল জানি অন্দর বাহির॥
অর্দ্ধেক বয়স রাজা এক পাটরাণী।
পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুব জানি॥
এক কন্যা আই বড় বিদ্যা নাম তার।
তার রূপ গুণ কহা বড় চমৎকার॥
লক্ষ্মী সরস্বতী যদি এক ঠাঁই হয়।
দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজে কয়॥
দেখিতে কহিতে তবু পারে কি না পারে।
যে পারি কিঞ্চিৎ কহি বুঝ অনুসারে॥
অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিল কবিবর।
শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

## বিদ্যার রূপবর্ণন

নবনাগরী নাগর-মোহিনী।
রূপ নিরুপম সোহিনী॥
শারদপার্ব্বন, সীধুবরানন, পঙ্কজকাননমোদিনী।
কুঞ্জরগামিনী, কুঞ্জবিলাসিনী লোচনখঞ্জনগঞ্জিনী॥
কোকিলনাদিনী গীঃপরিবাদিনী
হ্রীপরিবাদবিধায়িনী।
ভারতমানস মানসসরস,
রাসবিনোদবিনোদিনী॥
বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥
কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে।
কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম।
কটুতায় কোটি কোটি কালকূট সম॥




কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার।
ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্তপাঁতি তার॥
দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া।
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল।
কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরুচূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব-ফুল দাড়িম্ব বিদরে॥
নাভিকূপে যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে।
ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলী ছলে॥
কত সরু ডমরু কেশরি-মধ্যখান।
হরগৌরী কর-পদে আছে পরিমাণ॥
কে বলে অনঙ্গ-অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়॥
মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া
করিবর রামরম্ভা দেখি তার ঊরু।
সুবলনি শিখিবারে মানিলেক গুরু॥
যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥
জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোনার বরণ।
অনলে পুড়িছে করি তায় দরশন॥
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িৎ।
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিৎ॥

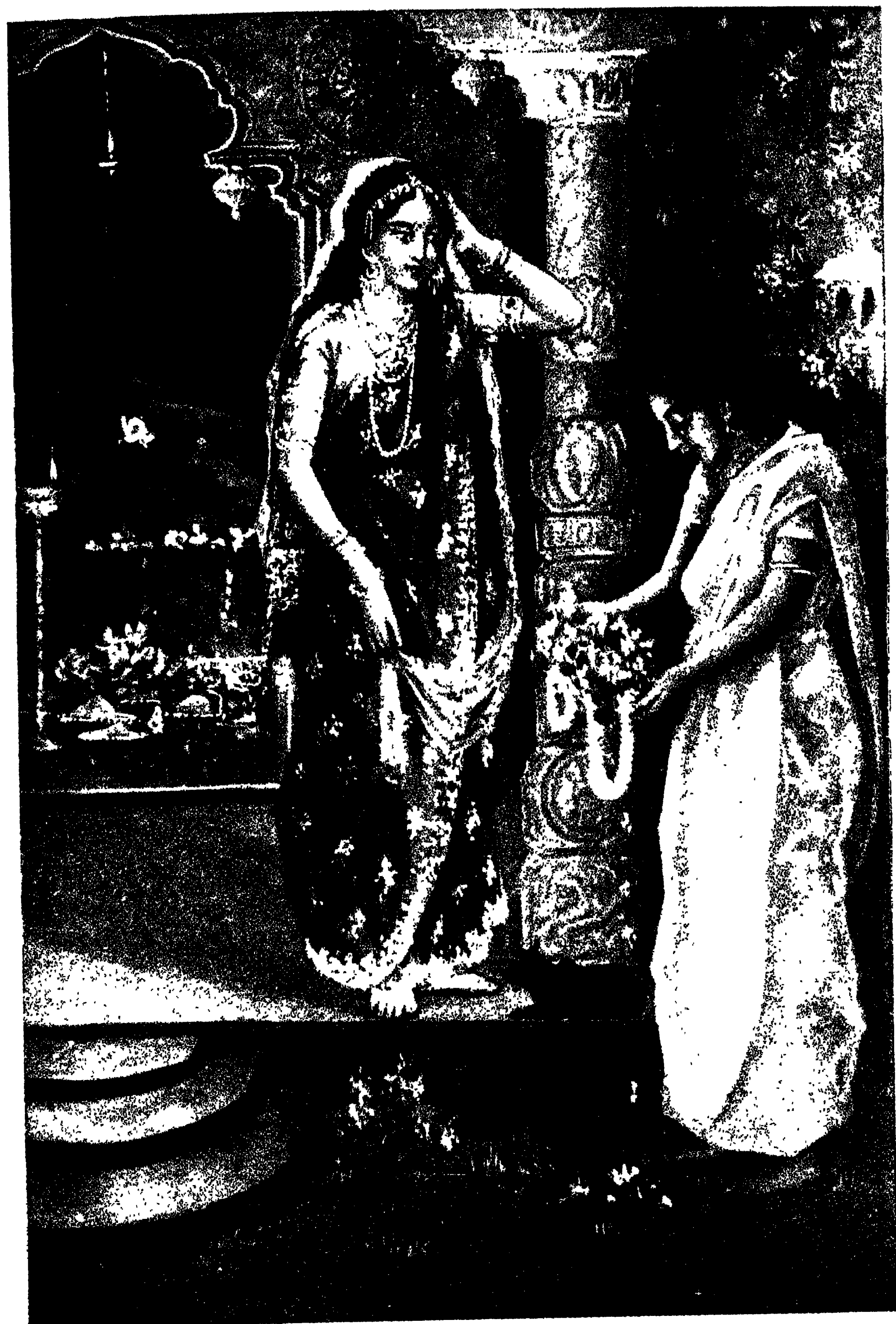
বসন-ভূষণ পরি যদি বেশ করে।
রতিসহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে॥
ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণ-ঝঙ্কারে।
পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কোকিলারে॥
কিঞ্চিৎ কহিনু রূপ দেখেছি যেমন।
গুণের কি কব কথা না বুঝি তেমন॥
সবে এক কথা জানি তার প্রতিজ্ঞায়।
যে জন বিচারে জিনে বরিবেক তায়॥
দেশে দেশে এই কথা লয়ে গেল দূত।
আসিয়া হারিয়া গেল কত রাজ-সুত॥
ইথে বুঝ রূপসম নিরুপমা গুণে।
আসে যায় রাজপুত্র যে যেখানে শুনে॥
সীতা-বিয়া মত হৈল ধনুর্ভঙ্গ পণ।
ভেবে মরে রাজা-রাণী হইবে কেমন॥
বৎসর পনর ষোল হৈল বয়ঃক্রম।
লক্ষ্মী-সরস্বতী-পতি আইলে রহে ভ্রম॥
রাজপুত্র বট বাছা রূপ বড় বটে।
বিচারে জিনিতে পার তবে বড় ঘটে॥
যদি কহ কহি রাজা-রাণীর সাক্ষাৎ।
রায় বলে কেন মাসী বাড়াও উৎপাত॥
দেখি আগে বিদ্যার বিদ্যার কত দৌড়।
কি জানি হারায় বিদ্যা হাসিবেক গৌড়॥
নিত্য নিত্য মালা তুমি বিদ্যারে যোগাও।
এক দিন মোর গাঁথা মালা লয়ে যাও॥




বেলা হইল উচুর প্রচুর ভয় মনে।
ফুল লয়ে গেল হীরা রাজার ভবনে॥
নিজ গাঁথা মালা দিল আর সবাকারে।
সুন্দরের গাঁথা মালা দিলেক বিদ্যারে।
বসিয়ে রয়েছে বিদ্যা পূজার আসনে।
ভারত হীরারে কয় ঘূর্ণিত লোচনে॥

## মালিনীকে তিরস্কার

শুন লো মালিনী কি তোর রী ।
কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি॥
এত বেলা হৈল পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥
বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে।
কালি শিখাইব মায়ের আগে॥
বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট।
রাঁড় হয়ে যেন ষাঁড়ের নাট॥
রাত্রে ছিল বুঝি বঁধুর ধূম।
এতক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম॥
দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা।
মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস্ হেলা॥
কি করিবে তোরে আমার গালি।
বাপেরে কহিয়া শিখাব কালি॥
হীরা থর থর কাঁপয়ে ডরে।
ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে॥
কাঁদি কহে শুন রাজকুমারি।
ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি॥
চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা।
তোমার কাজে কি আমার হেলা॥
বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ।
করিনু ভাল রে হইল মন্দ॥
ভ্রম বারিবারে করিনু ভ্রম।
ভ্রম বৃথা হৈল ঘটিল ভ্রম॥
বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ।
অস্ত গেল রোষ উদয় রস॥
বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার।
এ গাঁথনি আই নহে তোমার॥
পুন কি যৌবন ফিরি আইল।
কিবা কোন বঁধু শিখায়ে দিল॥
হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে।
যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে?
নহে ক্ষীণ মাজা কুচ কঠোর।
কি দেখি বঁধু আসিবে মোর?
ছাড় আই বলা জানি সকল।
গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল॥
বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ী ক্ষণেকে চাঁদ॥






কৌটায় কি আছে দেখ খুলিয়া
থাকিয়া কি ফল যাই চলিয়া ॥
বিদ্যা খোলে কৌটা কল ছুটিল
শর হেন ফুলশর ছুটিল ॥

শিহরিল ধনী দেখিয়া কল।
শ্লোক পড়ি আরো হইল বিকল
ডগমগ তনু রসের ভরে
ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে ॥

## মালিনীকে বিনয়

কহে ওলো হীরা তোরে মোর কিরা
কি কল করিলি ফুলে।
গড়িল যে জন সে জন কেমন
বিশেষ কহ না খুলে ॥
হীরা কহে শুন কেন পুনঃ পুন
হান সোহাগের শূল।
কহিয়া কি ফল বুঝিনু সকল
আপন বুদ্ধির ভুল ॥
এ রূপ তোমার যৌবনের ভার
অদ্যাপি না হৈল বিয়া।
কোথা পাব বর ভাবি নিরন্তর
বিদরে আমার হিয়া ॥
যে জিনে বিচারে বরিবা তাহারে
কোন্ মেয়ে হেন কহে।
যে তোমা হারাবে তারে কবে পাবে
যৌবন তাহে কি রহে ॥

যৌবনে রমণ নহিল ঘটন
বুড়াইলে পাবে ভালে।
নিদাঘ-জ্বালায় তরু জ্ব'লে যায়
কি করে বরিষার কালে ॥
দেখিয়া তোমায় এই ভাবনায়
নাহি রুচে অন্ন-জল।
পাইয়া সুজন রাজার নন্দন
রাখিনু করিয়া ছল ॥
কাঞ্চিপুর ধাম গুণসিন্ধু নাম
মহারাজ রাজেশ্বর।
তাঁহার তনয় ভুবন-বিজয়
সুকবি নাম সুন্দর ॥
বঞ্চি বাপ-মায় একেলা বেড়ায়
করিয়া দিগ্বিজয়।
পথে দেখা পেয়ে রেখেছি ভুলায়ে
স্নেহে মাসী মাসী কয়



অশেষ প্রকারে কহিনু তাহারে
তোমার পণের মর্ম্ম।
শুনিয়া হাসিল ইঙ্গিতে ভাষিল
নারী জিনা কোন্ কর্ম্ম॥
বুঝিতে তোমার আচার-বিচার
সে কৈল এ ফুল-খেলা।
নিজ পরিচয় শ্লোক চিত্রময়
লিখিতে বাড়িল বেলা॥
তোমার লাগিয়া নাগর রাখিয়া
গালি-লাভ হৈল মোর।
যাহার লাগিয়া চুরি করে গিয়া
সেই জন কহে চোর॥
হীরা এত বলি ছলে যায় চলি
আঁচলে ধরিল ধনী।
মাথার কিরায় হীরায় ফিরায়
মণি ধরে যেন ফণী॥
থাক বঁধু লয়ে এই কথা কয়ে
অপরাধ হৈল মোর।
কৈতে পারি যেই কহিয়াছি তেঁই
আমি লো নাতিনী তোর॥
কামানল জ্বেলে যেতে চাহ ফেলে
নাতিনী-ঘাতিনী বুড়ী।
কেমনে পা চলে মা ভাল মা বলে
বাপার ভাল শাশুড়ী॥

এস বৈস এয়ো হৌক মেনে যেয়ো
বল সে কেমন জন।
কি কথা কহিলে কি ফেরে ফেলিলে
উড়ু উড়ু করে মন॥
দেখিয়া কাতরা হীরা মনোহরা
কহিছে কানের কাছে।
রূপের নাগর গুণের সাগর
আর কি তেমন আছে॥
বদনমণ্ডল চাঁদ নিরমল
ঈষৎ গোঁপের রেখা।
বিকচ কমলে যেন কুতূহলে
ভ্রমর-পাঁতির রেখা॥
গৃধিনী-গঞ্জিত মুকুতারঞ্জিত
রতিপতি শ্রুতিমূলে।
ফাঁস জড়াইয়া গুণ গুড়াইয়া
থুইলা ভুরূধনু হুলে॥
অধর বিম্বুর খাইতে মধুর
চঞ্চল খঞ্জন-আঁখি।
মধ্যে দিয়া থাক বাড়াইয়া নাক
মদনের শুক-পাখী॥
আজানুলম্বিত বাহু সুললিত
কামের কনক আশা।
রসের আলয় কপাটে হৃদয়
ফণিমণি-পরকাশা॥




যুবতীর মন সফরী-জীবন
নাভি-সরোবর তার।
ত্রিবলী-বন্ধন দেখয়ে যে জন
তার কি মোচন আর ॥
দেখিয়ে সে ঠাম জিয়ে মোর কাম
এত যে হয়েছি বুড়া।
মাসী বলে যেই রক্ষা হেতু এই
ভারত রসের চূড়া ॥

## বিদ্যাসুন্দরের দর্শন

কি বলিলি মালিনি ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল!
শিহরিল কলেবর তনু কাঁপে থর থর
হিয়া হৈল জরজর আঁখি ছল ছল।
তেয়াগিয়া লোক-লাজ কুলের মাথায় বাজ
ভজিব যে ব্রজরাজ লয়ে চল চল ॥
রহিতে না পারি ঘরে আকুল পরাণ করে
চিত্ত না ধৈরজ ধরে পিক কল কল।
দেখিব সে শ্যামরায় বিকাইব রাঙ্গা পায়
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল-ঢল।
বিদ্যা বলে ওরে হীরা মোর দিব্য তোরে।
কোনমতে দেখাইতে পার না কি মোরে ॥
অনুমানে বুঝিলাম জিনিবেন তিনি।
হারাইলে হারিব হারিলে যে জিনি ॥
যতগুলা এসেছিল করি মোর আশা।
রাজার তনয় বটে রাজবংশে চাষা ॥
সে সব লোকেতে মন মজে কি বিদ্যার।
বিদ্যাপতি এই তারা দাস অবিদ্যার ॥
জিনিবেন যে জন সে জন বুঝি এই।
বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই ॥
ভাবিয়া মরিয়াছিনু প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া ॥
এত দিনে শিব বুঝি হৈল অনুকূল।
ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল ॥
হীরারে শিরোপা দিল হীরাময় হার।
বুঝাইয়া বুঝিয়া কহিবে সমাচার ॥
কেমন প্রকারে তারে দেখাবে আমায়।
ভাবহ মালিনী আই তাহার উপায় ॥
মোর বালাখানার সম্মুখে রথ আছে।
দাঁড়াইতে তাঁহারে কহিবে তার কাছে ॥
তুমি আসি আমারে কহিবে সমাচার।
সেই ছলে দরশন করিব তাহার ॥
পুষ্পময় রতি-কাম দিয়াছিলা রায়।
কি দিব উত্তর বিদ্যা ভাবয়ে উপায় ॥
কাম গ্রহণের ছলে কাম রাখে সতী।
রতি-দান ছলে তারে পাঠাইলা রতি ॥




চিত্রকাব্যে সুন্দর সুন্দর নামে দেখি।
বিদ্যা বিদ্যা নামে চিত্রকাব্য দিলা লেখি॥

সবিতা পদ্মাম্বুজানাং ভুবি তেনাদ্যাপি সমঃ।
দিবি দেবাদ্যা বদন্তি দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহম্।

কবিতা-কমলে তুমি রবি মহাশয়।
নরলোকে সম নাহি দেবলোকে কয়॥
লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার।
দ্বিতীয় পঞ্চমাক্ষর গণ তিনবার॥
তিন অর্থে তিনবার মোর নাম পাবে।
অপর শুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে॥
এইরূপে মালিনীরে করিয়া বিদায়।
বড় ভক্তিভাবে বিদ্যা বসিলা পূজায়॥
পূজা না হইতে মাগে আগেভাগে বর।
দেবীরে বরিতে ধ্যান দেখয়ে সুন্দর॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন আসন ভূষণ।
দেবীরে অর্পিতে করে বরে সমর্পণ॥
সুগন্ধ সুগন্ধি মালা দেবী-গলে দিতে।
বরের গলায় দিনু এই লয় চিতে॥
দেবী-প্রদক্ষিণে বুঝে বর-প্রদক্ষিণ।
আকুল হইল পূজা হয় অঙ্গহীন॥
ব্যস্ত দেখি তারে দেবী কহেন আকাশে।
আসিয়াছে তোর বর মালিনীর বাসে॥
পূজা না হইল বলি না করিহ ভয়।
সকলি পাইনু আমি আমি বিশ্বময়॥
আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ।
বুঝিলা কালিকা মোর পূরাইল আশ॥
ওথায় মালিনী গিয়া আপনার ঘরে।
কহিল সকল কথা কুমার সুন্দরে॥
শুন বাপা তোমারে দেখিবে অকপটে।
কহিল সঙ্কেতস্থান রথের নিকটে॥
এত বলি সুন্দরে লইয়া হীরা যায়।
রাখিয়া রথের কাছে কহিল বিদ্যায়॥
আতিবিতি সুন্দরে দেখিতে ধনী ধায়।
অঙ্গুলি হেলায়ে হীরা তুঁহারে দেখায়॥
অনিমেষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ।
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ॥
শুভক্ষণে দরশন হইল দুজনে।
কে জানে যে জানাজানি সুজনে সুজনে॥
বিপরীত বিপরীত উপমা কি কব।
উর্দ্ধে কুমুদিনী হেটে কুমুদ বান্ধব॥
তুঁহার নয়ন-ফাঁদে ঠেকিয়া দুজনে।
দুজনে পড়িল বান্ধা দুজনের মনে॥
মনে মনে মনমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা তুঁহে তুঁহা হৃদয় লইয়া॥
আঁখি পালটিয়া ঘরে যাওয়া হৈল কাল।
ভারত জানায় প্রেম এমনি জঞ্জাল॥






## সুন্দর-সমাগমের পরামর্শ

প্রভাতে কুসুম লয়ে হীরা গেল দ্রুত হয়ে
সুন্দর রহিল পথ চেয়ে।
বিদ্যার পোহায় রাতি ঐ কথা নানাজাতি
পুরুষের আটগুণ মেয়ে ॥
হীরা বলে ঠাকুরাণি কিবা কর কানাকানি
শুভকর্ম্ম শীঘ্র হইলে ভালো।
আপনি সচেষ্ট হও রাজারে রাণীরে কও
আন্ধার ঘরেতে কর আলো ॥
বিদ্যা বলে চুপ চুপ ইহা যদি শুনে ভূপ
তবে বিয়া হয় কি না হয়।
গুণসিন্ধু মহারাজ তাঁর পুত্র হেন সাজ
বাপার না হইবে প্রত্যয় ॥
তাঁদের আনিতে ভাট গিয়াছে তাঁহার পাট
তিনি এলে আসিত সে ভাট।
লস্কর আসিত সঙ্গে শব্দ হৈত রাঢ়ে বঙ্গে
হাটের দুয়ারে কি কপাট ॥
এমনি বুঝিলে বাপা অমনি রহিবে চাপা
অন্য দেশে যাইবে কুমার।
সর্ব্বকর্ম্ম হবে নট তুমি ত সুবুদ্ধি বট
তবে বল কি হবে আমার ॥
তেঁই বলি চুপে চুপে বিয়া হয় কোনরূপে
শেষে কালী যা করে তা হবে।
হীরা কহে শিহরিয়া লুকায়ে করিবে বিয়া
এ কি কথা ছাপা ত না রবে ॥
ঠক ফিরে পায় পায় রাণী বাঘিনীর প্রায়
নরপতি প্রলয়ের কাল।
কোতোয়াল ধূমকেতু কেবল অনর্থ হেতু
পলকেতে বাড়িবে জঞ্জাল ॥
তোমার টুটিবে মান মোর যাবে জাতি প্রাণ
দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে।
সখীরা ঠেকিবে দায় তুমি কি কহিবে মায়
ভাব দেখি কেমন ঘটিবে ॥
দ্বারী আছে দ্বারে দ্বারে কেমনে আনিবে তারে
ভাবি কিছু না পাই উপায়।
লোকে হবে জানাজানি আমা লয়ে টানাটানি
মজাইবে পরের বাছায় ॥
এই সহচরীগণ এক ধিঙ্গী এক জন
উদ্দেশেতে করি নমস্কার।
মুখে এক মনে আর কেবল ক্ষুরের ধার
ঠারে ঠোরে করিবে প্রচার ॥
বিদ্যা বলে কেন হীরা ইহা কহ ফিরা ফিরা
সখিগণে তোমার কি ভয়।
মোর খায় মোর পরে যাহা বলি তাহা করে
মোর মত ছাড়া কভু নয় ॥



যত সখিগণ কয় কেন হীরা কর ভয়
দাসী কোথা ঠাকুরাণী ছাড়া।
বিরহিণী ঠাকুরাণী ঠাকুর মিলাবে আনি
কিবা সুখ ইহা হইতে বাড়া ॥
কেবা ছুই মাথা ধরে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে
ঠাকুর পাবেন ঠাকুরাণী।
সলিল চন্দন চুয়া কুসুম তাম্বুল গুয়া
যোগাইব এই মাত্র জানি ॥
বিদ্যাবলে চল চল বুঝাইয়া গিয়া বল
তিনি ভাবিবেন পথ তার।
কালী কুলাইবে যবে ঘটনা হইবে তবে
নারিকেলে জলের সঞ্চার ॥
কৈও কৈও কবিবরে কোনরূপে মোর ঘরে
আসিতে পারেন যদি তিনি।

তবে পণে আমি হারি হইব তাঁহার নারী
কৃষ্ণ যেন হরিলা রুক্মিণী ॥
বেষ্টিত ভূপতি-জাল বর আইল শিশুপাল
পিতা ভ্রাতা তাহে রুষ্ট ছিল।
রুক্মিণীর কৃষ্ণে মন শূন্য হইতে নারায়ণ
হরিলেন তেঁই সে হইল ॥
তেমনি আমার মন তাঁহে চাহে অনুক্ষণ
ভয় করি বাপ ভাই মায়।
রুক্মিণীর মত করি হরি হয়ে লউন হরি
এই নিবেদন তাঁর পায় ॥
এত বলি চারুশীলা হীরারে বিদায় দিলা
হীরা গিয়া সুন্দরে কহিল।
রায় বলে এ কি কথা কেমনে যাইব তথা
ভারতের ভাবনা হইল।

## সন্ধি-খনন

জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে
করকলিতা সিবরাভয়মুণ্ডে
লকলক রসনে কড়মড় দশনে
রণভূমি খণ্ডিত সুররিপু-মুণ্ডে।
অট্ট অট্ট হাসে কটমট ভাষে
নখরবিদারিতরিপুকরিশুণ্ডে ॥
লটপট কেশে সুবিকট বেশে
হতদনুজাহুতিমুশিখিকুণ্ডে।

কলিমলমথনং হরিগুণকথনং
বিচরয় ভারতকবিবর-তুণ্ডে ॥
সুন্দর উপায় কিছু না পান ভাবিয়া।
যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া ॥
কোটাল ছুরন্ত থানা ছুয়ারে ছুয়ারে।
পাখী এড়াইতে নারে মানুষে কি পারে ॥
আকাশ পাতাল ভাবি না পেয়ে উপায়।
কালীর চরণ ভাবি বসিল পূজায় ॥




মনোনীত মালিনী যোগায় উপহার।
পূজা সমাপিয়া স্তুতি করয়ে কুমার॥
কালের কামিনী কালী কপালমালিকা।
কাতর কিঙ্করে কৃপা কর গো কালিকা॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর ক্ষীণেরে ক্ষমিয়া।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া॥
স্তবে তুষ্টা ভগবতী প্রসন্না হইয়া।
সন্ধি কাটিবারে দিলা উপায় করিয়া॥
তাম্রপত্রে সন্ধিমন্ত্র বিশেষ লিখিয়া।
শূন্য হৈতে সিঁদকাঠি দিলা ফেলাইয়া॥
পূজা করি সিঁদ্‌কাঠি লইলেন রায়।
মন্ত্র পড়ি ফুঁক দিয়া মাটিতে ভেজায়॥
অরে অরে কাঠি তোরে বিশাই গড়িল।
সিঁদ কাটি বিঁধ কর কালিকা কহিল॥
আথর পাথর কাট কেটে ফেল হাড়।
ইট কাট কাঠ কাট মেদিনী পাহাড়॥
বিদ্যার মন্দিরে আর মালিনীর ঘরে।
মাটি কাটি পথ কর অনাদ্যার বরে॥
সুড়ঙ্গের মাটি কাটি উড়ে যাবে রায়।
হাড়ি-ঝি চণ্ডীর বরে কামাখ্যা-আজ্ঞায়।
কালিকার প্রভাবে মন্ত্রের দেহ রঙ্গ।
মালিনী-বিদ্যার ঘরে হইল সুড়ঙ্গ॥
উর্দ্ধে পাঁচ হাত আড়ে অর্দ্ধেক তাহার।
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে হরে অন্ধকার॥
সুন্দরের চোর নাম তেঁই সে হইল।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিল॥

## বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি

বিদ্যার নিবাস যাইতে উল্লাস
সুন্দর সুন্দর সাজে।
কি কহিব শোভা রতি-মনোলোভা
মদন মোহিত লাজে॥
চলিল সুন্দর রূপ মনোহর
ধরিয়া বরের বেশ।
নবীন নাগর প্রেমের সাগর
রসিক রসের শেষ॥
উরু গুরু গুরু হিয়া দুরু দুরু
কাঁপয়ে আবেশ-রসে।
ক্ষণে আগে যায় ক্ষণে পাছ চায়
অবশ অঙ্গ অলসে॥
ক্ষণেক চমকে ক্ষণেক থমকে
না জানি কি হবে গেলে।
চোরের আচার দেখিয়া আমার
না জানি কি খেলা খেলে॥




ওথায় সুন্দরী লয়ে সহচরী
ভাবয়ে মন আকুল।
করিয়া কেমন আসিবে সে জন
ঘুচিবে দুঃখের শূল॥
দুয়ার যতেক দুয়ারী ততেক
পাখী এড়াইতে নারে।
আকাশ বিমানে যদি কেহ আনে
কি জানি নারে কি পারে॥
কি করি বল না আলো সুলোচনা
কেমনে আনিবে তাঁরে।
তাঁরে না দেখিয়া বিদরিছে হিয়া
যে দুখ তা কব কারে॥
চাঁদের মণ্ডল বরিষে গরল
চন্দন আগুনকণা।
কর্পূর তাম্বুল লাগে যেন শূল
গীত নাট ঝনঝনা॥
ফুলের মালায় সূচের জ্বালায়
তনু হৈল জর জর।
মন্দ মন্দ বায় যেন বজ্রঘায়
অঙ্গ কাঁপে থর থর॥
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে
কানে হানে যেন তীর।
যত অলঙ্কার জ্বলন্ত অঙ্গার
পোড়ায় মোর শরীর॥

এ নীল কাপড় হানিছে কামড়
যেমন কালসাপিনী।
শয্যা হ'ল শাল লজ্জা হ'ল কাল
কেমনে জীবে তাপিনী॥
রজনী বাড়িছে যে পোড়া পুড়িছে
কি ছার বিছার জ্বালা।
বৎসর তিলেকে প্রলয় পলকে
কেমনে বাঁচিবে বালা॥
ক্ষণেক শয্যায় ক্ষণেক ধরায়
ক্ষণেক সখীর কোলে।
ক্ষণে মোহ যায় সখীরা জাগায়
বঁধু এল এই ব'লে॥
এরূপে কামিনী কাটিছে যামিনী
সুন্দর হেন সময়!
সুড়ঙ্গ হইতে উঠিলা ত্বরিতে
ভূমিতে চাঁদ-উদয়॥
দেখি সখিগণ চমকিত মন
বিছার হইল ভয়।
হংসীর মণ্ডল যেমন চঞ্চল
রাজহংস দেখি হয়॥
এ কি লো এ কি লো এ কি কি দেখি লো
এ চাহে উহার পানে।
দেব কি দানব নাগ কি মানব
কেমনে আইল এখানে॥



# বিদ্যাসুন্দর

কপাট না নড়ে গুঁড়াটি না পড়ে
কেমনে আইল নর।
ভারত বুঝায় না চিন ইহায়
সুন্দর বিদ্যার বর ॥

## সুন্দরের পরিচয়

এ কি দেখি অপরূপ দেখ লো সই
ভুবন-মোহন রূপ।
কোন্ পথ দিয়া কেমন করিয়া
আইল নাগরভূপ।
এ জন যেমন না দেখি এমন
মদনমোহন রূপ ॥
থাকে সব ঠাঁই কেহ দেখে নাই
বেদেতে কহে অনুপ।
ভারতের নিধি মিলাইল বিধি
না কহিও চুপ চুপ ॥
বিদ্যার আজ্ঞায় সখী সুলোচনা কয়।
কে তুমি আইলা হেথা দেহ পরিচয় ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিংবা নাগ নর।
সত্য কহ নারী মোরা পাইয়াছি ডর ॥
সুন্দর বলেন রামা কেন কর ডর।
দেব উপদেব নহি দেখ আমি নর ॥
কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজা মহাশয়।
সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয় ॥
আসিয়াছি তোমার ঠাকুরঝির পাশে।
বাসা করিয়াছি হীরা মালিনীর বাসে ॥
প্রতিজ্ঞার কথা লয়ে গিয়াছিল ভাট।
পত্রপাঠ শুনিয়া দেখিতে আইনু নাট ॥
বিচার হইবে কি প্রথমে অবিচার।
আহূত অতিথি এলে নাহি পুরস্কার ॥
আসিয়াছি আশ্বাসে বিশ্বাস হৈলে বসি।
শুনি সিংহাসন দিতে কহিলা রূপসী ॥
বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার।
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার ॥
তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণচাঁদে ॥
অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ।
মাণিকের ছটা কি কাপড়ে যায় বন্ধ ॥
দেখামাত্র জিনিয়াছি কহিতে ডরাই।
দেশের বিচারে পাছে হারায়ে হারাই ॥
কথায় যে জিনে সুধা মুখে সুধাকর।
হাসিতে তড়িতে জিনে পয়োধরে হর ॥




জিনিলেক এত জনে যে জন বিচারে।
দেখ লো লজ্জার হাতে সেই জন হারে॥
হারিয়া লজ্জার হাতে কথা নাহি যার।
সে কেন প্রতিজ্ঞা করে করিতে বিচার॥
রতির সহিত দেখা হইবে যখন।
কেবা হারে কেবা জিনে বুঝিব তখন॥
অধোমুখী সুমুখী অধিক পায় লাজ।
সাক্ষী হৈও সখিগণ কহে যুবরাজ॥
সখী বলে মহাশয় তুমি কবিবর।
আমার সাধ্য কি দিতে তোমার উত্তর॥
উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে।
কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে॥
আমি যদি কথা কহি একে হবে আর।
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।
কি কব ঠাকুরঝিরে ধরিয়াছে লাজ।
নইলে উত্তর ভাল পেতে যুবরাজ॥
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহিছে সুন্দর।
বলহ ঠাকুরঝিরে কি দেন উত্তর॥
সখী সম্বোধনে বিদ্যা কহে মৃদুস্বরে।
মন চুরি কৈল চোর সিঁদ দিয়া ঘরে॥
চোর বিদ্যা বিচারে আমার নহে পণ।
চোর সহ বিচার কি করে সাধুজন॥
সুন্দর বলেন ভাল বিচার এ দেশে।
উলটিয়া চোর গৃহী বান্ধে বুঝি শেষে॥
কটাক্ষেতে মন চুরি করিলেক যেই।
মাটি মাটি তপাসিতে চোর বলে সেই॥
চোর ধরি নিজ ধন নাহি লয় কেবা।
আমি নিজে চোরে দিব বাকী আছে যেবা
এইরূপে দুই জনে কথার পাঁচাপাঁচি।
কি করি দুজনে মনে করে আঁচা-আঁচি॥
হেন কালে ময়ূর ডাকিল গৃহ-পাশে।
কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে॥
শুনিয়া সুন্দর রায় ইঙ্গিতে বুঝিল।
সখী উপলক্ষ মাত্র মোরে জিজ্ঞাসিল॥
ইহার উত্তর দিতে হৈল ত্বরা করি।
কহিছে ভারত শ্লোক শুন লো সুন্দরি॥






## বিদ্যাসুন্দরের বিচার

গোমধ্য-মধ্যে মৃগগোধরে হে
সহস্র-গোভূষণ-কিঙ্করাণাম্ ।
বাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা
নদন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ ॥
গো শব্দ নানার্থ অভিধানে দেখ ধনি ।
এ শ্লোকে গো শব্দে সিংহলোচন ধরণি ॥
সিংহের মাজার সম মাজার বলন ।
মৃগের লোচন সম তোমার লোচন ॥
বিদ্যার আজ্ঞায় সখী সুলোচনা কয় ।
কে তুমি আইলা হেথা দেহ পরিচয় ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিংবা নাগ নর ।
সত্য কহ নারী মোরা পাইয়াছি ডর ॥
সুন্দর বলেন রামা কেন কর ডর ।
দেব উপদেব নহি দেখ আমি নর ॥
সহস্রলোচন ইন্দ্র দেবরাজ ধরি ।
তাঁহার কিঙ্কর মেঘ গরজে গভীর ॥
মেঘের শুনিয়া নাদ মাতি কামশরে ।
পর্ব্বত ধরণীধর তাহার শিখরে ॥
লোচন-শ্রবণ পদে বুঝহ ভুজঙ্গ ।
তাহার ভক্ষক ডাকে ময়ূর বিহঙ্গ ॥
শুনিয়া আনন্দে ধনী নানার্থ ঘটায় ।
বুঝিলাম মহাকবি শ্লোকের ছটায় ॥

কিন্তু এক সন্দেহ ভাঙ্গিতে হয় আশ ।
এখন করিল কিবা আছিল অভ্যাস ॥
পুনঃ জিজ্ঞাসিলে যদি পুনঃ ইহা পড়ে ।
তবে ত অভ্যাস ছিল এ কথা না নড়ে ॥
এত ভাবি কহে বিদ্যা সখী সম্বোধনে ।
না বুঝিনু না শুনিনু ছিনু অন্যমনে ॥
সুন্দর বলেন যদি তুমি দেহ মন ।
যত বল তত পারি নূতন রচন ॥

স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু ।
তমোহরিবিম্বপ্রতিবিম্বধারী
রুরাব কান্তে পবনাশনাশঃ ॥

আপনার জন্মস্থান ভক্ষয়ে অনল ।
তার ধ্বজ ধূম উঠে গগনমণ্ডল ॥
তাহাতে জনমে মেঘ শুনি তার নাদ ।
পর্ব্বত-গহ্বরে বিরহীর পরমাদ ॥
পবন-অশন পদে বুঝহ ভুজঙ্গ ।
তাহারে আহার করে ময়ূর বিহঙ্গ ॥
তমঃ অন্ধকার তার অরি চাঁদ এই ।
যার পিছে চাঁদ-ছাঁদ ডাকিলেক সেই ॥



শ্লোক শুনি সুন্দরীর রসে মন টলে।
ইহার অধিক আর হারি কারে বলে॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা রসের তরঙ্গ।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ॥
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার আদি সাধ্য সায়ন সাধক॥
মধ্যবর্ত্তী হইলা মদন পঞ্চানন।
যার সঙ্গে ছয় ঋতু ছয় দরশন॥
কোকিল ভ্রমর চন্দ্র মলয়-পবন।
ময়ূর চকোর আদি সঙ্গে পড়োগণ॥
আত্মতত্ত্বে পূর্ব্বপক্ষ করিলা সুন্দর।
সিদ্ধান্ত করিতে বিদ্যা হইলা ফাঁফর॥
বিচারের কোট মনে ছিল লক্ষ লক্ষ।
কিছু স্ফূর্ত্তি নাহি হয় সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ
বেদান্ত একাত্মবাদী দ্ব্যাত্মবাদী তর্ক।
মীমাংসায় মীমাংসার না হয় সম্পর্ক॥
বৈশেষিকে বিশেষ কহিতে কিছু নারে।
পাতঞ্জলে মাথায় অঞ্জলি বান্ধি হারে॥
সাঙ্খ্যেতে কি হবে সখ্যা আত্মনিরূপণ।
পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মনু বিজ্ঞ নন॥
শ্রুতি বিনা উপায় না পায় সমাধার।
স্ত্রীলোকে করিতে নারে শ্রুতির বিচার॥
শ্রুতির বিচারে বিদ্যা অবাক্ হইল।
মধ্যবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য হারি কয়ে দিল॥
দুই এক কথা যদি আনয়ে ভাবিয়া।
মধ্যস্থ মূদ্দাই হয়ে দেয় ভুলাইয়া॥
সুন্দর কহেন রামা কি হইল সিদ্ধান্ত।
বিদ্যা বলে সেই সত্য যে কহে বেদান্ত॥
অন্য শাস্ত্রে যে সব সে সব কাঁটা-বন।
তত্ত্বন্ত বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন॥
রায় বলে এক-আত্মা তবে তুমি আমি।
বিদ্যা বলে হারিলাম তুমি মোর স্বামী॥
শুভক্ষণে নিজ হার খুলি নৃপবালা।
হর-গৌরী সাক্ষী করি দিলা বরমালা॥
ত্রস্ত হয়ে কহিছে ভারতচন্দ্র রায়!
বিয়া কর ধর কন্যা রাত্রি বয়ে যায়॥





## বিদ্যা সুন্দরের কৌতুকারম্ভ

নব নাগরী নাগর বিহরে।
লাজ-ভয়ে আর কি করে ॥
সময় পাইল মদনে মাতিল
কোকিল কোকিলা কুহরে।
রসে গর গর অধরে অধর
ভ্রমর-ভ্রমরী গুঞ্জরে ॥
সখিগণ সঙ্গে গায় নানা রঙ্গে
অনঙ্গের অঙ্গ সঞ্চারে।
রাধাকৃষ্ণের রাস হাস-পরিহাস
ভারত উল্লাস অন্তরে ॥
বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার ॥
কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর ॥
কন্যাযাত্র বরযাত্রি ঋতু ছয় জন ॥
বাদ্য করে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ ॥
নৃত্য করে বেশরে নূপুরে গীত গায়।
আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈল তায় ॥
ধিক্ ধিক্ অধিক আছিল সখী তায়।
নিশ্বাস আতসবাজী উত্তাপে পলায় ॥
নয়ন অধর কর জঘন চরণ।
দুঁহার কুটুম্ব সুখে করিছে ভোজন ॥
বুঝহ চতুর এই প্রচ্ছন্ন বিহার।
ইতঃপর কহি শুন প্রকাশ বিহার ॥
পালঙ্কে বসিয়া সুখে যুবক-যুবতী।
শোভা দেখি পায় পড়ে রতি রতিপতি ॥
গোলাপ আতর চুয়া কেশরী কস্তূরী।
চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটি পূরি ॥
মল্লিকা মালতী চাঁপা আদি পুষ্পমালা।
রাখে সহচরী পূরি কনকের থালা ॥
ক্ষীর চিনি মিছিরি সন্দেশ নানাজাতি।
নানা দ্রব্য রাখে নারিকেল রাজবাতি ॥
শীতল গঙ্গার জল কর্পূর-বাসিত।
পাখা মৌরছল শ্বেত চামর ললিত ॥
মিঠা পান মিঠা গুয়া চূণ পাথরিয়া।
রাখে ছুটা বিড়া বাঁধি খিলি সাজাইয়া ॥
রাখে লঙ্গ এলাচী জয়িত্রী জায়ফল।
উদ্দীপন আলম্বন সম্ভোগের বল ॥
প্রথম বৈশাখ শুক্লপক্ষত্রয়োদশী।
সুগন্ধ মারুত মন্দ নিরমল শশী ॥
কোকিল কোকিলা মুখে মুখ আরোপিয়া।
কুহু কুহু রব করে মদনে মাতিয়া ॥
মুখে মুখে মধুকর মধুকর-বধূ।
গুন গুন গুঞ্জরে মাতিয়া পিয়া মধু ॥
চন্দ্রের অমৃত পিয়া মাতিয়া চকোর।
চকোরী সহিত খেলে কামরসে ভোর ॥




বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচরীগণ।
আরম্ভ করিলা গীত যন্ত্রের বাদন॥
আলাপ বসন্ত-রাগ রাগিণীর সঙ্গ।
মন্দিরা বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ॥
বীণা বাঁশী তম্বুরা রবাব কপিনাশ।
বাজাইয়া সপ্তস্বরা স্বরের প্রকাশ॥
আঙ্গুলে ঘুঙ্গুর বাজে বাজায় মোচঙ্গ।
সম্ভোগশৃঙ্গার-রসে লেগে গেল রঙ্গ॥
প্রস্তাব মূর্চ্ছনা গ্রামে শ্রুতি মিশাইয়া
সঙ্গীতে পণ্ডিত কবি মোহিত শুনিয়া॥
মোহিত সখীর গীতে হারাইয়া জ্ঞান।
বীণা বাজাইয়া রায় আরম্ভিলা গান॥
সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিলা।
মিশায়ে বীণার স্বরে গাহিতে লাগিলা
দুজনের গানেতে মোহিত দুই জন।
আলিঙ্গন প্রেমরসে মাতিল মদন॥
কামমদে মাতাল দেখিয়া দুই জনে।
যন্ত্র-তন্ত্র ফেলায়ে পালায় সখিগণে॥
লাজে পলাইল লাজ ভয়ে ভাঙ্গে ভয়।
লোভেতে আইল লোভ গুণাকর কয়।

## বিহারারম্ভ

নৃপনন্দন কামরসে রসিয়া।
পরিধান ধুতি পড়িছে খসিয়া॥
তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল।
নলিনী যেন মত্ত করী ধরিল॥
মুখ চুম্বই চাঁদ চকোর হয়ে।
ধনী বারই অঞ্চল ঝাঁপি লয়ে॥
কুচপদ্মকলি কবিরাজ-করে।
ধরিতে তরুণী পুলকে শিহরে॥
নৃপনন্দন পিন্ধন-বাস হরে।
রমণী অমনি প্রিয়-হাত ধরে॥
বিনয়ে করপদ্ম করে ধরিয়া।
কহিছে তরুণী করুণা করিয়া॥
ক্ষম হে পতি হে বঁধু হে প্রিয় হে
নব-যৌবন জোরের যোগ্য নহে॥
রতি এমন কেমনে জানি কবে।
প্রভু আজি কর ক্ষমা কালি হবে।
তুমি কামরণে রণ-পণ্ডিত হে।
করুণা কর না কর পীড়িত হে॥
চরণে ধর কি চরণে ধরিব।
যদি জোর কর মরমে মরিব॥




রস লাভ হবে রহিয়া ফুটিলে।
বল কি হইবে কলিকা দলিলে।
যদি না রহিতে তুমি পার বঁধু।
পর-ফুল্লফুলে কর পান মধু॥
রস না হইবে করিলে রগড়া।
অলি নাহি করে মুকুলে ঝগড়া।
নখ-আঁচড় লাগিল দেখ কুচে।
জ্বলিছে রুধির দুখ নাহি ঘুচে॥
গুণসাগর নাগর আগর হে॥
নট না কর না কর না কর হে॥
শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে।
তনু মোর মনোজ-শরে দহিছে।

তুমি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো।
ভয় না কর না কর না কর লো॥
কুচশম্ভু-শিরে নখ-চন্দ্রকলা।
বড় শোভিল ছাড়হ ঠাট-ছলা॥
কুচ-হেমঘটে নখরক্তচ্ছটা।
বলি হারি সুরঙ্গ প্রবালঘটা॥
ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে।
রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে॥
বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে।
রসিয়া ভ্রমর পশিল কমলে॥
রতিরঙ্গ-রণে মাতিল দুজনে।
দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দে ভণে॥

## বিহার

খেলে রে সুন্দর সুন্দরী রঙ্গে।
বিষম কুসুমশর খর শর জরজর
তর তর থর থর অঙ্গে॥
রতিম-সাগর নাগরী নাগর
সুন্দর সুন্দরী কোলে।
চুম্বন বদন-মদন-রস-মোহিত
লোহিত কুচ নেত বোলে॥
রতিমদগাগর নাগরী-নাগর
নিরখি নিরখি দুই ঠাটে।

রাখিতে নিজ ঘর রতি রতিনায়ক
কুলপিল কুলুপ কপাটে॥
ঝম্পই সঘন নিতম্ব ধরাধর
অধর ধরাধরি দন্তে।
জঘন জঘনপর হৃদয় হৃদয় মিলি
মাতিল সমর দুরন্তে॥
ঝন ঝন কঙ্কণ রুণু রুণু নূপুর
ঘূনু ঘূনু ঘূঙ্ঘুর বোলে।
লটপট কুন্তল কুণ্ডল ঝলমল




পুলকিত ললিত কপোলে ॥
শ্বাস-পবন ঘন ঘন ঘন খেলই
হেলই সঘন নিতম্বে।
দংশই দশন দশন মধুরাধর
হুঁহু তনু হুঁহু অবলম্বে।
হুঁহু ভুজপাশ হি হুঁহু জন বন্ধন
সম রস অবশ হুঁহু অঙ্গে।
হুঁহ তনু ঝম্পন কম্পন ঘন ঘন
উথলিল মদন-তরঙ্গে ॥
নববয় নাগর নাগরী নববয়
চিরদিন ভুক পিয়াসা।
সমর কড়াকড় অঝাড় ঝড়াঝড়
তাবত যাবত আশা ॥
পূরণ আহুতি অনল নিভায়ল
রতিপতি হোম নিবারে।
বরষিল মেঘ ধরণী ভেল শীতল
ঝড় দল বাদল ছাড়ে ॥
চুম্বন চুচুকৃতি শীৎকৃতি শিহরণ
কোকিল কুহরে গলায়ে ॥
সম অবলম্বন বালিশ আলিস
মুদিত নয়ন ছলায়ে ॥
অলস অবশ হুঁহু অঙ্গ অচেতন
ক্ষণ রহি চেতন পায়ে।
উপজিল হাস বাস পরি সম্ভ্রম
রসবতী বাহিরায়ে যায়ে ॥
সহচরীগণ যদি সন্নিধি আইল
নম্রমুখী অতি লাজে ॥
ভারতচন্দ্র কহে শুন লো সুন্দরি।
লাজ কর কোন কাজে ॥

## সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা

শুন শুন সুনাগর রায়।
আপন মণি মন বেচিনু তোমায় ॥
তুমি বাড়াইলে প্রীতি মোর তাহে নাহি ভীতি
রহে যেন রীতি নীতি নহে বড় দায়।
চুপে চুপে এসো যেও আর দিকে নাহি ধেয়ো
সদা একভাবে চেয়ো এই রাধিকায় ॥
তুমি হে প্রেমের বশ তেঁই কৈনু প্রেমরস
না লইও অপযশ বঞ্চিয়া আমায়।
মোর সঙ্গে প্রীতি আছে না কহিও কার কাছে
ভারত দেখিবে পাছে না ভুলায়ো তায় ॥
রসিক রসিকা সঙ্গে যুবক যুবতী।
বসিলা পালঙ্কে জিনি রতি রতিপতি ॥
সুগন্ধে লেপিত অঙ্গ সুগন্ধমালায়।
মিষ্ট জলপান করি জলপান খায় ॥




সহচরী চামর ব্যজন করে অঙ্গে।
রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গ-প্রসঙ্গে॥
আসি বলি বাসায় বিদায় হৈল রায়।
কুমুদ মুদিল আঁখি চন্দ্র অস্ত যায়॥
বিদ্যা বলে কেমনে বলিব যাহ প্রাণ।
পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান॥
এ নয়ন-চকোর ও মুখ-সুধাকর।
না দেখে কেমনে রবে এ চারি প্রহর॥
বিরহ-দহন-দাহে যদি রহে প্রাণ।
রজনীতে করিব ও-মুখ-সুধাপান॥
রায় বলে আমি দেহ তুমি যে জীবন।
বিচ্ছেদ তখনি হবে যখন মরণ॥
যে কথা কহিলে তুমি ও কথা আমার।
তোমার কি আমার কি ভাব পর আর
এত বলি বিদায় হইয়া থুথি ধরি।
মালিনীরে না কহিও কহিলা সুন্দরী॥
পদ্মবন প্রমুদিত সমুদিত রবি।
মালিনীর নিকেতনে দেখা দিলা কবি॥
করিয়া প্রভাত-ক্রিয়া দামোদর-তীরে।
স্নান-পূজা করি গেল হীরার মন্দিরে॥
মালিনী তুলিয়া ফুল গাঁথিলেক মালা।
রাজবাড়ী গেলা সাজাইয়া সাজি-ডালা।
যোগায়ে যোগান ফুল মালা সবাকার।
বিদ্যার মন্দিরে গেল বিদ্যুৎ-আকার॥

স্নান করি বসিয়াছে বিদ্যা-বিনোদিনী।
নিকটে রাখিয়া মালা বসিলা মালিনী॥
সখিগণে সুন্দরী কহিলা আঁখিঠারে।
রাত্রির সংবাদ কেহ না কহ ইহারে॥
বুঝিয়াছি কালি মাগী পাইয়াছে ভয়।
ভাবিয়া উত্তরকাল মায়ে পাছে কয়॥
ভবিষ্যতে ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে।
প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে॥
বিদ্যা বলে আগো আই জিজ্ঞাসি তোমায়।
আনিতে হেথায় তারে কি কৈলা উপায়॥
হীরা বলে আমি ঠেকিলাম ভাল দায়।
কেমনে আনিতে বল শুনে ভয় পায়॥
তারে গিয়া কহিলাম তোমার বচনে।
সে বলে বিদেশী আমি যাইব কেমনে॥
কোন্ মতে কোন্ পথে কেমনে আনিবে।
কে দেখিবে কে শুনিবে বিপাকে মজিবে॥
কি জানি কি বুঝিয়াছ কি আছে কপালে
মজাইবে মিছা কাজে পরের ছাবালে॥
মিছা ভয় করিয়া না কহ বাপ-মায়।
আমি কহিবারে চাহি মানা কর তায়॥
বুঝিয়া আপনি কর যেবা মনে যায়।
ধর্ম্ম জানে আমি নহি এ সব কথায়॥
বিদায় হইয়া হীরা নিবাসে আইল।
পূর্ব্বমত বাজার করিয়া আনি দিল॥




রন্ধন ভোজন করি বসিলা সুন্দর।
মালিনীরে কন কথা সহাস-অন্তর॥
বাঁচাও হিতাশী মাসী উপায় বলিয়া।
যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া॥
হীরা বলে রাজপুত্র বট বিদ্যাবান্।
কেমনে যাইবা দেখি কর অনুমান॥
হাজার হাজার লোকে রাখে যার পুরী।
কেমনে তাহার ঘরে হইবেক চুরী॥
আগু পাছু সাত পাঁচ ভেবে করি মানা।
মৃগ হয়ে দিবে কি সিংহের ঘরে হানা॥
রাজাকে রাণীকে কয়ে ঘটাইতে পারি।
চুপে চুপে কোনরূপে আমি ইহা নারি॥
কোন্ পথে কোন মতে কেবা লয়ে যাবে।
কি পাকে বিপাকে ঠেকি পরাণ হারাবে॥
লুকায়ে করিতে কাজ দু'জনারি সাধ।
হায় বিধি ছেলে-খেলা এ কি পরমাদ॥
আপনি মজিবে আরো মোরে মজাইবে।
কার ঘাড়ে দুটা মাথা এ কর্ম্ম করিবে॥
এত বলি মালিনী আপন কাজে যায়।
সুড়ঙ্গ কিরূপে ছাপে ভাবিছেন রায়॥
বোলে চালে গেল দিবা আইল যামিনী।
বৈকালে সামগ্রী আনি দিলেক মালিনী॥
সুন্দর বলেন মাসী বুঝিনু সকল।
যত কথা কয়েছিলে কথা সে কেবল॥
বিদ্যার সহিত নাহি মিলাইয়া দিলে।
ভুলাইয়া ভাল মালা গাঁথাইয়া নিলে॥
যত আশা ভরসা সকল হইল মিছা।
এখন দেখাও ভয় জুজু হাপা বিছা॥
সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।
মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর॥
শেষে ফাঁকি আগে দিয়া কথার কোলানী।
বুঝা গেল ভাল মাসী বুনিপো-ভুলানী॥
মূঢ় নর যে করে নরের উপাসনা।
দৈব বিনা কোন কর্ম্ম না হয় ঘটনা॥
কুণ্ড কাটিয়াছি মাসী তোমার মন্দিরে।
একটি সাধন আছে সাধিব কালীরে॥
রজনীতে তুমি মোর না কর সন্ধান।
যাবত সাধন মোর নহে সমাধান॥
এত বলি দুই দ্বারে খিল লাগাইয়া।
বিদ্যার মন্দিরে গেলা শুকেরে কহিয়া॥
বুঝহ চতুর সব একি চতুরালী।
কুটিনীরে ফাঁকি দিয়া করে নাগরালী॥
যেমন নাগর ধূর্ত্ত তেমনি নাগরী।
সেবার কারণ মাত্র জানে সহচরী॥
গীত-বাদ্য কৌতুকে মজিয়া গেল মন।
মত্ত দেখি দু'জনে পলায় সখিগণ॥
ভারত কহিছে ভাল চুরী কৈলি চোর।
সাধু লোক চোর হয় চুরী শুনে তোর॥




## বিপরীত বিহারারম্ভ

সুন্দরীর করে ধরি     সুন্দর বিনয় করি
কহে শুন শুন প্রাণেশ্বরি।
আজি দিন দুপ্রহরে     দেখিলাম সরোবরে
কমলিনী বান্ধিয়াছে করী ॥
গিরি অধোমুখে কাঁদে     এ কথা কহিতে চাঁদে
কুমুদিনী উঠিল আকাশে।
সে রঙ্গ দেখিতে শশী     ভূতলে পড়িল খসি
খঞ্জন চকোর মিলি হাসে ॥
কি দেখিনু আহা আহা     আর কি দেখিব তাহা
কি জানি ঘটাবে বিধি কবে।
তুমি কন্যা এ রাজার     তোমারি এ অধিকার
দেখাও যদ্যপি দেখি তবে ॥
বিদ্যা বলে মহাশয়     এ না কি সম্ভব হয়
রায় বলে দেখিনু প্রত্যক্ষ।
এ দুঃখে যদ্যপি তার     এখনি দেখাতে পার
কি কর সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ ॥
সুন্দরী বুঝিয়া ছলে     মুচকি হাসিয়া বলে
বড় অসম্ভব মহাশয়।
শিলা জলে ভাসি যায়     বানরে সঙ্গীত গায়
দেখিলেও না হয় প্রত্যয় ॥
রায় বলে আমি করী     তুমি কমলিনীশ্বরী
বান্ধহ মৃণাল-ভুজপাশে।
আমি চাঁদ পড়ি ভূমি     ফুল্লকুমুদিনী তুমি
উঠ মোর হৃদয়-আকাশে ॥
নয়ন খঞ্জন মোর     নয়ন চকোর তোর
দোঁহে মিলি হাসিবে এখনি।
ঘামছলে কুচগিরি     কাঁদিবেক ধীরি ধীরি
করি দেখ বুঝিবে তখনি ॥
শুনি মনে মনে ধনী     বাখানে নাগরমণি
বিনা মূল্যে কিনিলে আমারে।
অন্তরে না সহে ব্যাজ     বাহিরে বাড়ায় লাজ
এড় মেনে হারিনু তোমারে ॥
পুরুষের ভার যাহা     নারী না কি পারে তাহা
তুলিতে আপন ভার ভারি।
এবে জানিলাম দড়     পুরুষ নির্লজ্জ বড়
লাজে বাধে নৈলে কৈতে পারি ॥
শিখিয়াছ যার কাছে     তাহারই গুণ আছে
সে মেনে কেমন মেয়ে বটে।
ভাল পড়া পেয়েছিল     ভাল পড়া পড়াইল
লাভে হইতে মোরে ফের ঘটে ॥
লাজ নাহি চল চল     কেমনে এমন বল
পুরুষের এত কেন ঠাট।
যার কর্ম্ম তার সাজে     অন্য লোকে লাঠি বাজে
কে কোথা দেখেছে হেন নাট ॥



চেতাইলে বুঝি চেত যৌবনে অলস এত
বুড়া হৈলে না জানি কি হবে।
ক্ষমা কর ধরি পায় বিফলে রজনী যায়
নিদ্রা যাও নিদ্রা যাই তবে॥
আমারে বুঝাও ভাবে এ কর্ম্মে কি সুখ পাবে
আমি কিছু না পাই ভাবিয়া।
হৃদয়ের রাজা হয়ে চোর হেন হেঁটে রয়ে
কি বা লাভ নিগ্রহ সহিয়া॥
করিয়া সুখের নিধি পুরুষে গড়িল বিধি
দুঃখ হেতু গড়িল তরুণী।
তাহা করি বিপরীত কেন চাহ বিপরীত
এ কি বিপরীত কথা শুনি॥
রায় বলে পুনঃপুন সাধিলে যদি না শুন
অরণ্যে রোদনে কিবা ফল।

কথায় বুঝিনু কাজ আমা হৈতে প্রিয় লাজ
লাজ লয়ে করহ কৌশল॥
দিয়াছি যে আলিঙ্গন করিয়াছি যে চুম্বন
সে সব ফিরিয়া মোরে দেহ।
কল্যাণ করুন কালী নাহি দিও গালাগালি
দেশে যাই মনে রেখো স্নেহ॥
হাসি ঢ'লে পড়ে ধনী কি বলিলা গুণমণি
ফিরে দিব চুম্ব-আলিঙ্গন।
এ কি কথা বিপরীত দুই দিকে বিপরীত
দায়ে কাটে কুমড়া যেমন॥
না দেখি না শুনি কভু যদি ইহা হবে প্রভু
না পারিব থাকিতে প্রদীপ।
ভারত দিলেন সায় যে কর্ম্ম করিবে তায়
অপ্রদীপ করিবে প্রদীপ॥

## বিপরীত-বিহার

মাতিল বিদ্যা বিপরীত রঙ্গে।
সুন্দর পড়িলা প্রেমতরঙ্গে॥
আলু থালু লাজে কবরী খসি।
জলদের আড়ে লুকায় শশী॥
লাজের মাথায় হানিয়া বাজ।
সাধয়ে রামা বিপরীত কাজ॥
ঘন অবিলম্ব নিতম্ব দোলে।
ঘুনু ঘুনু ঘন ঘুঙ্ঘূর বোলে॥

আবেশে ছাঁদি ধরে ভুজযুগে।
মুখ পূরে মুখ কর্পূর পূগে॥
ঝন ঝন ঝন কঙ্কণ বাজে।
রন রন রন নূপুর গাজে॥
দংশয়ে পতির অধরদলে।
কপোত কোকিলা কুহরে গলে
উথলিল কামরস-জলধি।
কতমত সুখ নাহি অবধি॥




ঘন ঘন ভুরু কামান টানে ॥
জরজর করে কটাক্ষ-বাণে ॥
থর থর ধনী আবেশে কাঁপে।
অধীরা হইয়া অধর চাপে ॥
ঝর ঝর ঝরে অঙ্গের ঘাম।
কোথায় বসন ভূষণ দাম ॥
তনু লোমাঞ্চিত শীৎকার মুখে
কাঁপিয়া কাঁপিয়া চাপয়ে সুখে
অটল আছিল টলিল রসে।
অবশ হইয়া পড়ে অলসে ॥
পড়িল দেখিয়া উঠে নাগর।
আহা মরি বলি চুম্বে অধর ॥
অবশ দোঁহে মুখমধু খেয়ে।
উঠিল ক্ষণেকে চেতন পেয়ে ॥
জরজর দুই বীরের ঘায়।
রতি লয়ে রতিপতি পলায় ॥
এইরূপে নিত্য করে বিহার।
ভারত-ভারতী রসের সার ॥
কৃষ্ণচন্দ্রাজ্ঞায় ভারত গায়।
হরি বল পালা হইল সায় ॥

ইতি মঙ্গলবারের নিশাপালা

## সুন্দরের সন্ন্যাসি-বেশে রাজদর্শন

বড় রসিয়া নাগর হে।
গভীর গুণসাগর হে ॥
কখন ব্রাহ্মণ ভাট ব্রহ্মচারী,
কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী,
কখন গৃহস্থ কখন ভিখারী,
অবধুত জটাধর হে ॥
কখন ঘেটেল কখন কাঁড়ারী,
কখন খেঁটেল কখন ভাঁড়ারী,
কখন লুঠেরা কখন পসারী,
কভু চোর কভু চর হে ॥
কখন নাপিত কখন কাঁসারী,
কখন সেকরা কখন শাঁখারী,
কখন তামুলী তাঁতি মণিহারী,
তেলি মালী বাজিকর হে ॥
কখন নাটক কখন চেটক,
কখন ঘটক কখন পাঠক,
কখন গায়ক কখন গণক,
ভারতের মনোহর হে ॥
এইরূপে কবি কোলে করিয়া কামিনী।
কামরসে করে ক্রীড়া প্রত্যহ-যামিনী ॥



কৌতুকে কামিনী লয়ে যামিনী পোহায়।
দিবসে কি রসে রব ভাবয়ে উপায়॥
টাকা লয়ে বাজার বেসাতি করে হীরা।
লেখা-জোখা তাহার জিজ্ঞাসা নাহি ফিরা
রন্ধন ভোজন করে ক্ষণেক শুইয়া।
নগর-ভ্রমণে যায় দ্বারে কুঁজি দিয়া॥
আগে হৈতে বহুরূপ জানে যুবরাজ।
নাটুয়ার মত সঙ্গে আছে কত সাজ॥
কখন সন্ন্যাসী ভাঁড় ভাট দণ্ডধারী।
বেদে বাজীকর বৈদ্য বেণে ব্রহ্মচারী॥
রায় বলে কার্য্যসিদ্ধি হইল আমার।
এখন উচিত দেখা করিতে রাজার॥
দেখিব রাজার সভা সভাসদ্গণ।
আচার বিচার রীতি চরিত্র কেমন॥
সন্ন্যাসীর বেশে গেলে আদর পাইব।
বিদ্যার প্রসঙ্গে নানা কৌতুক করিব॥
সাত পাঁচ ভাবি সন্ন্যাসি-বেশ ধরে।
পরচুল জটাভার ভস্ম কলেবরে॥
করে করে কমণ্ডলু স্ফটিকের মালা।
বিভূতির গোলা হাতে কান্ধে মৃগছালা॥
কটিতে কৌপীন ডোর রাঙ্গা বহির্ব্বাস।
মুখে শিবনাম তেজঃ সূর্য্যের প্রকাশ॥
উপনীত হৈলা গিয়া রাজার সভায়।
উঠিয়া প্রণাম করে বীরসিংহ রায়॥
নারায়ণ নারায়ণ স্মরে কবিরায়।
শ্বশুরে প্রণাম করে এ ত বড় দায়॥
আর সবে প্রণমিল লুটিয়া ধরণী।
বিছাইয়া মৃগছালা বসিলা আপনি॥
সভাসদ্ জিজ্ঞাসয়ে শুনহ গোঁসাই।
কোথা হইতে আসা আসন কোন্ ঠাঁই॥
নগরে আইলা কবে কোথা উত্তরিলা।
জিজ্ঞাসা করেন রাজা কি হেতু আইলা॥
সন্ন্যাসী কহেন থাকি বদরিকাশ্রমে।
আসিয়াছি যাব গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে॥
এ দেশে আসিয়া এক শুনিনু সংবাদ।
আইলাম বাপারে করিতে আশীর্ব্বাদ॥
রাজার তনয়া না কি বড় বিদ্যাবতী।
শুনিলাম রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥
করিয়াছে প্রতিজ্ঞা সকলে বলে এই।
যে জন বিচারে জিনে পতি হবে সেই॥
অনেকে আসিয়া না কি গিয়াছে হারিয়া।
দেখিতে আইনু বড় কৌতুক শুনিয়া॥
বুঝিব কেমনে বিদ্যা বিদ্যার অভ্যাস।
নারীর এমন পণ এ কি সর্ব্বনাশ॥
বিচারে তাহার ঠাঁই আমি যদি হারি।
ছাড়িয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম দাস হব তারি॥
গুরু-কাছে মাথা মুড়াইয়াছি একবার।
তারে গুরু মানিয়া মুড়াব জটাভার॥



সে যদি বিচারে হারে তবে রবে নাম।
সন্ন্যাসী আপনি তাহে নাহি কিছু কাম ॥
তবে যদি সঙ্গে দেহ প্রতিজ্ঞার দায়।
নিযুক্ত করিয়া দিব শিবের সেবায় ॥
পরাইব জটাভস্ম পরাইব ছালা।
গলায় রুদ্রাক্ষ হাতে স্ফটিকের মালা ॥
তীর্থব্রতে লয়ে যাব দেশদেশান্তরে।
এমন প্রতিজ্ঞা যেন নারী নাহি করে ॥
কানাকানি করে পাত্র মিত্র সভাসদ্।
রাজা বলে এ কি আর ঘটিল আপদ্ ॥
তেজঃপুঞ্জ দারুণ সন্ন্যাসী দেখি এটা।
হারাইলে ইহার মুড়াবে জটা কেটা ॥
হারিলে ইহাকে নাহি বিদ্যা দেওয়া যায়।
গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায় ॥
সন্ন্যাসী কহেন কিবা ভাবহ এখন।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন ॥
রাজা বলে গোঁসাই বাসায় আজি চল।
করা যাবে যুক্তিমত কালি যেবা বল ॥
সভাসদে জিন আগে করিয়া বিচার।
তবে সে বিচারযোগ্য হইবা বিদ্যার ॥

সে দিন বিদায় কৈল এমনি কহিয়া।
বিদ্যারে কহিছে রাজা অন্তঃপুরে গিয়া ॥
হায় কেন মাটি খেয়ে পড়ানু বিদ্যায়।
বিপাক ঘটিল মোর তোর প্রতিজ্ঞায় ॥
যত রাজপুত আসি পলায় হারিয়া।
অভাগী বিদ্যার ভাগ্যে বুঝি নাই বিয়া ॥
এসেছে সন্ন্যাসী এক করিতে বিচার।
হারাইব হারি বা হইল দুই ভার।
বিদ্যা বলে আমার বিচারে কাজ নাই।
এমনি থাকিব আমি যে করে গোঁসাই ॥
সন্ন্যাসীর রজনীতে বিদ্যা লয়ে রঙ্গ।
দিবসে রাজার কাছে বিদ্যার প্রসঙ্গ ॥
সভাসদ্ সকলেরে জিনিয়া বিচারে।
সন্ন্যাসী প্রত্যহ কহে আনহ বিদ্যারে ॥
প্রত্যহ কহেন রাজা আজি নহে কালি।
তেজস্বী দেখিয়া ভয় পাছে দেয় গালি ॥
এইরূপে ধূর্ত্তরাজ করে ধূর্ত্তপনা।
বহুরূপ চিনিতে না পারে কোন জনা ॥
ভারত কহিছে ভাল চোরের চলনি।
রাজা রাজচক্রবর্ত্তী চোর-চূড়ামণি ॥



## বিদ্যাসহ সুন্দরের রহস্য

নাগরী কেন নাগরে হেলিলে।
জানিয়া আনিয়া মণি টানিয়া ফেলিলে
আপনি নাগর রায়        সাধিল ধরিয়া পায়
মঙ্গল-কলস হায় চরণে ঠেলিলে।
পুরুষ পরশমণি        যারে ছোঁবে সেই ধনী
মণি-ছাড়া যেন ফণী তেমনি ঠেকিলে ॥
নলিনী করিয়া হেলা        ভ্রমরে না দেয় খেলা
সে করে কুমুদে মেলা কি খেলা খেলিলে।
মন তারে পরিহার        সাধি আনি আরবার
গুমানে কি করে আর ভারত দেখিলে ॥
এক দিন সুন্দরে কহিলা বিদ্যা হাসি।
আসিয়াছে বড় এক পণ্ডিত সন্ন্যাসী ॥
আমারে লইতে চাহে জিনিয়া বিচারে।
শুনিনু বাপের মুখে জিনিল সভারে ॥
রায় বলে কি বলিলা আর বলো নাই।
আমি জানি পরম পণ্ডিত সে গোঁসাই ॥
যবে আমি হেথা আসি দেখা তার সঙ্গে।
হারিয়াছি তার ঠাঁই শাস্ত্রের প্রসঙ্গে ॥
কি জানি বিচারে জিনে না জানি কি হয়।
যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয় ॥
বিদ্যা বলে আমার তাহাতে নাহি কাজ।
রায় বলে কি করিবে দিলে মহারাজ ॥
আমার অধিক পাবে পণ্ডিত কিশোর।
তোমার কি ক্ষতি হবে যে ক্ষতি সে মোর ॥
পুরাতন ফেলাইয়া নূতন পাইবে।
ফিরে যদি দেখা হয় ফিরে কি চাহিবে ॥
বিদ্যা বলে এড় মেনে ঠাট কর কত।
নারীর কপাল নহে পুরুষের মত ॥
পুরাতন ফেলাইয়া নূতনেতে মন।
পুরুষে যেমন পারে নারী কি তেমন ॥
এরূপ দুজনে ঠাট কথায় কথায়।
কতেক কহিব আর পুঁথি বেড়ে যায় ॥
এইরূপে রজনীতে করিয়া বিহার।
প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার ॥
স্নান পূজা হেতু গেল দামোদর-তীরে।
ফুল লয়ে গেলা হীরা রাজার মন্দিরে ॥
সন্ন্যাসীর কথা শুনি রাণীর মহলে।
আসিয়া বিদ্যার কাছে কহে নানা ছলে ॥
কি শুনিনু কহ গো নাতিনী ঠাকুরাণী।
সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানে লোকে জানাজানি ॥
কান্দিয়া কহিতে পোড়ামুখে আসে হাসি।
বর না কি আসিয়াছে একটা সন্ন্যাসী ॥
দাড়ী তার তোমার বেণীর না কি বড়।
সন্ধ্যা হলে ঘরে ঘরে ঘুঁটে করে জড় ॥
আমি যদি দেখা পাই জিজ্ঞাসিব তায়।
তামাক আফিম গাঁজা ভাঙ্গ কত খায় ॥





ছাই মাখে শরীরে চন্দনে বলে ছার।
দাঁড়াইলে পায়ে না কি পড়ে জটাভার॥
কিবা ঢুলু ঢুলু আঁখি খাইয়া ধুতুরা।
দেখাইবে বারাণসী প্রয়াগ মথুরা॥
এত দিনে বাছিয়া মিলিল ভাল বর।
দেখিয়া জুড়াবে আঁখি সদা দিগম্বর॥
পরাইবে বাঘছাল ছাই মাখাইবে।
লয়ে যাবে তীর্থব্রতে সিদ্ধি ঘুঁটাইবে॥
হর-গৌরী-বিবাহের হইল কৌতুক।
হায় বিধি কহিতে শুনিতে ফাটে বুক॥
যে বিধি করিল চাঁদে রাহুর আহার।
সেই বুঝি ঘটাইল সন্ন্যাসী তোমার॥
ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥
কেমন সুন্দর বর আনি দিনু আনি।
না কহিয়া বাপ-মায়ে হারাইলা জানি॥
তোমা হেন রূপবতী কারো ভাগ্যে নাই।
কি কব তোমারে তারে না দিল গোঁসাই॥
থাকহ সন্ন্যাসী লয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে।
সে যাউক সন্ন্যাসী হয়ে হাতে খোলা লয়ে
বিদ্যা বলে বটে আই বলিলা বিস্তর।
এনেছিলা বটে বর পরম সুন্দর॥
নিত্য নিত্য বলি বটে আনি দেহ তারে।
দেখিয়া পড়েছ ভুলে নার ছাড়িবারে॥

সেই সে আমার পতি যত দিনে পাই।
সন্ন্যাসীর কপালে তোমার মুখে ছাই॥
অদ্যাপি নাতিনী বলি কর পরিহাস।
মর লো নিলজ্জ আই তুই তো মাশাস॥
আধ-বুড়া হৈলে তবু ঠাট ঘুচে নাই।
পেয়েছ অভাবে ভাল নাতিনী-জামাই॥
কেমনে আনিবে তারে ভাবহ উপায়।
এত বলি মালিনীরে করিলা বিদায়॥
হাসিতে হাসিতে হীরা নিবাসে আইল
সুন্দরেরে সমাচার কহিতে লাগিল॥
শুন বাপা শুনিলাম রাজার বাড়ীতে।
সন্ন্যাসী এসেছে এক বিদ্যারে লইতে॥
জিনিয়াছে রাজসভা বিদ্যা আছে বাকি।
আজি কালি লইবে তোমারে দিয়া ফাঁকি॥
এমন কামিনী পেয়ে নারিলে লইতে।
তোমার উচিত হয় সন্ন্যাসী হইতে॥
তখন কহিনু রাজা-রাণীরে কহিতে।
কি বুঝি করিলে মানা নারিনু বুঝিতে॥
এখন সন্ন্যাসী যদি জিনে লয়ে যায়।
চেয়ে রবে ফেল ফেল ভেল্কার প্রায়॥
সুন্দর বলেন মাসী এ কি বিপরীত।
বিদ্যা কি বলিল শুনি বলহ ত্বরিত॥
হীরা বলে সে মেনে তোমারি দিকে আছে।
এখনো কহিল লয়ে যেতে তার কাছে॥



সুন্দর বলেন মাসী কেন ভাব তবে।
এ বড় আনন্দ মাসী আইশাস হবে
ভারত কহিছে হীরা ভয় কর কারে।
বিদ্যারে সুন্দর বিনা কেবা লইতে পারে

## দিবা-বিহার ও মানভঙ্গ

এক দিন দিবাভাগে কবি বিদ্যা-অনুরাগে
বিদ্যার মন্দিরে উপনীত।
দুয়ারে কবাট দিয়া বিদ্যা আছে ঘুমাইয়া
দেখিয়া সুন্দর আনন্দিত
রজনীর জাগরণে নিদ্রা যায় অচেতনে
সখিগণ ঘুমায় বাহিরে।
দিবসে ভুঞ্জিতে রতি সুন্দর চঞ্চলমতি
অলি কি পদ্মিনী পাইলে ফিরে॥
মত্ত হৈল যুবরাজ জাগাতে না সহে ব্যাজ
আরম্ভিলা মদনের যাগ।
না ভাঙ্গে নিদ্রার ঘোর কামরসে হয়ে ভোর
স্বপ্নবোধে বাড়ে অনুরাগ॥
দিবসে রজনী জ্ঞান চুম্ব আলিঙ্গন দান
বন্ধে বন্ধে বিবিধ বন্ধান।
নিদ্রাবেশে সুখ যত জাগ্রতে কি হয় তত
বুঝে লোক যে জানে সন্ধান॥
সাঙ্গ হৈল রতিরঙ্গ সুখে হৈল নিদ্রা-ভঙ্গ
রাঙ্গা আঁখি ঘূর্ণিত অলসে।
বাহিরে আসিয়া ধনী দেখে আছে দিনমণি
ভাবে এ কি হইল দিবসে॥
আতিবিতি ঘরে যায় সুন্দরে দেখিতে পায়
অভিমানে উপজিল মান
দিবসে নিদ্রার ঘোরে আলুথালু পেয়ে মোরে
এ কর্ম্ম কেবল অপমান॥
ঘৃণা লজ্জা দয়া ধর্ম্ম নাহি বুঝে মর্ম্ম কর্ম্ম
নিদারুণ পুরুষের মন।
এত ভাবি মনোদুখে মৌন হয়ে হেঁটমুখে
ত্যাজে হার কুণ্ডল কঙ্কণ।
সুন্দর বুঝিয়া মর্ম্ম ঘাটি হৈল এই কর্ম্ম
কেন কৈনু হইয়া পাগল।
করিনু সুখের লাগি হৈনু দুখের ভাগী
অমৃতে উঠিল গরল॥
কি করি ভাবেন কবি অস্তগিরি যান রবি
রাত্রি হৈল চন্দ্রের উদয়।
করিবারে মানভঙ্গ কবি করে কত রঙ্গ
ক্রোধে উপরোধ কোথা রয়॥






ছল করি কহে কবি হের যে উদিত রবি
বিফলে রজনী গেল রামা।
তোর ক্রোধানল লয়ে চন্দ্র আইল সূর্য্য হয়ে
হের দেখ পোড়াইছে আমা॥
কেবল বিষের ডালি কোকিল পাড়িছে গালি
ভ্রমর হুঙ্কার দিছে তায়।
সেই কথা দূত হয়ে ঘরে ঘরে ফিরে কয়ে
মন্দ মন্দ মলয়ের বায়॥
বৃক্ষ হাসে মোর দুখে সুগন্ধ প্রফুল্ল মুখে
সব শত্রু লাগিল বিবাদে।
ভরসা তোমার সবে তুমি না রাখিলে তবে
কে রাখিবে এমন প্রমাদে॥
অপরাধ করিয়াছি হুজুরে হাজির আছি
ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড।
বুকে চাপ কুচগিরি নখাঘাতে চিরি চিরি
দশনে করহ খণ্ড খণ্ড॥
আঁটিয়া কুন্তল ধর নিতম্ব-প্রহার কর
আর আর যেবা মনে লয়।
কেন রৈলে মৌনী হয়ে গালি দেহ কটু কয়ে
ক্রোধ কৈলে গালি দিতে হয়॥

এরূপ সুন্দর যত চাতুরী করেন কত
বিদ্যা বলে ঠেকেছেন দায়।
জানেন বিস্তর ঠাট দেখাইব তার নাট
কথা কব ধরাইয়া পায়॥
ভাবে কবি মহাশয় লঘু মধ্য মান নয়
সে হইলে ভাঙ্গিত কথায়।
গুরু মান বুঝি ভাবে চরণে ধরিলে যাবে
দেখি আগে কত দূরে যায়॥
চতুর কুমার ভাবে জীব বাক্যে মান যাবে
হাঁচিলেন নাকে কাঠি দিয়া।
চতুরা কুমারী ভাবে জীব কৈলে মান যাবে
জীব কব কথা না কহিয়া॥
জীব বুঝাবার তরে আপন আয়তি ধরে
তুলি পরে কনক-কুণ্ডল।
দেখি ক্রিয়া বিদগ্ধায় বাখানে সুন্দর রায়
পায়ে ধরি ভাঙ্গিল কোন্দল॥
হৃদে ধরে রাঙ্গাপদ হ্রদে যেন কোকনদ
নূপুর ভ্রমর-ধ্বনি করে।
ভারত কহিছে সার বলি হারি যাই তার
হেন পদ মাথায় যে ধরে॥



## সারীশুক-বিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহ

তোমারে ভাল জানি হে নাগর।
কহিলে বিরস হবে সরস অন্তর ॥
যেমন আপন রীতি পরে দেখ সেই নীতি
ধরম-করম প্রতি কিছু নাহি ডর।
আগে ভাল বল যারে পিছে মন্দ বল তারে
এ কথা কহিব কারে কে বুঝিবে পর ॥
আদর কাজের বেলা তার পর অবহেলা
জান কত খেলা-দেলা গুণের সাগর
কথা কহ কত মত ভুলায়ে রাখিব কত
তোমার চরিত্র যত ভারত-গোচর ॥
চতুর চতুরা পেয়ে চাতুরীর মেলা।
নিত্য নিত্য নূতন নূতন রসের খেলা।
সর্ব্বদা বিরল থাকে দুজনার ঘর।
কোন বাধা নাহি পথ মাটির ভিতর ॥
সুন্দর সুড়ঙ্গ-পথ দেখায়ে বিদ্যারে।
লয়ে গেলা এক দিন হীরার আগারে ॥
কুমারের পড়া শুক দেখিয়া কুমারী।
ফিরে আসি লয়ে গেলা আপনার সারী ॥
সারী শুকে বিয়া দিলা আনন্দে দুজন।
বেহাই বেহানী বলি বাড়ে সম্ভাষণ ॥
একাকী আছিল শুক একা ছিল সারী।
দোঁহে দোঁহা পেয়ে হৈল মদন-বিহারী ॥
সারী-শুক-বিহার দেখিয়া বাড়ে রাগ।
সেইখানে একবার হৈল কামযাগ ॥
সাড়া পেয়ে হীরা বলে কি শুনিতে পাই
সুন্দর বলেন শুকে দাড়িম খাওয়াই ॥
কবাটেতে খিল আঁটা দেখিতে কে পায়
ভেকে ভুলাইয়া ভৃঙ্গ পদ্মে মধু খায় ॥
দুজনে আইল পুনঃ বিদ্যার আগার।
এইরূপে নানামতে করেন বিহার ॥
সুন্দরীর ছিল দিবাসম্ভোগের ক্রোধ।
এক দিন মনে কৈল দিব তার শোধ ॥
দিবসে সুন্দর ছিল বাসায় নিদ্রায়।
সুড়ঙ্গের পথে বিদ্যা আইলা তথায় ॥
নিদ্রায় অবশ দেখি রাজার নন্দন।
ধীরে ধীরে তার মুখে করিলা চুম্বন ॥
সিন্দূর চন্দন সতী পতি-ভালে দিয়া।
দ্রুত গেলা চিহ্ন রাখি নয়ন চুম্বিয়া ॥
নারীর পরশ পেয়ে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
শিহরিল কলেবর মাতিল অনঙ্গ ॥
আতিবিতি গেলা রায় বিদ্যার ভবন।
দেখে বিদ্যা খাটে বসি দেখিছে দর্পণ ॥
সুন্দরে দেখিয়া বিদ্যা হাসি দেয় লাজ।
এস এস প্রাণনাথ এ কি দেখি সাজ ॥






কে দিয়াছে কপালেতে সিন্দূর চন্দন।
নয়নে পানের পিক দিল কোন্ জন॥
দর্পণে দেখহ প্রভু সত্য হয় নয়।
দর্পণে দেখিয়া কবি হইল বিস্ময়॥
বিদ্যা বলে প্রাণনাথ বুঝিনু আভাষ।
মালিনীর বাড়ী বুঝি দিনে হয় রাস॥
নূতন নূতন বুঝি আনি দেয় হীরা।
কত দিনে মোরে বুঝি না চাহিবে ফিরা॥
আমি হৈনু বাসী ফুল ফুরাইল মধু।
কেবল কথায় না কি রাখা যায় বঁধু॥
অনুকূল পতি যদি হয় প্রতিকূল।
ধৃষ্ট শঠ দক্ষিণ না হয় তার তুল॥
এ বার বৎসর যদি কামে তনু দহে।
তবু যেন লম্পটের সঙ্গে সঙ্গ নহে॥
পরনারী-মুখে মুখ দেয় যেই জন॥
তার মুখে মুখ দেয় সে নারী কেমন॥
পরের উচ্ছিষ্ট খেতে যার হয় রুচি।
তারে যে পরশ করে সে হয় অশুচি॥
সুন্দর কহেন রামা কত ভর্ৎস আর।
তোমা বিনা জানি যদি শপথ তোমার॥
তোমার সিন্দূর এই তোমার চন্দন।
তোমারি পানের পিকে রেঙ্গেছে নয়ন॥
এমনি তোমার দাগে দেগেছি কপাল।
ধুইলে না যাবে ধোয়া জীব যত কাল॥
এমনি তোমার পানে রেঙ্গেছি নয়নে।
তোমা বিনা নাহি দেখি জাগ্রত স্বপনে
আপন চিহ্নিতে কেন হইল খণ্ডিতা।
লাভ হৈতে হৈলা দেখি কলহান্তরিতা॥
ভাবি দেখ বাসসজ্জা নিত্য নিত্য হও।
উৎকণ্ঠিতা বিপ্রলব্ধা এক দিন নও।
কখন না হৈল করিতে অভিসার।
স্বাধীন-ভর্তৃকা কে বা সমান তোমার॥
প্রোষিত-ভর্তৃকা হৈতে বুঝি সাধ যায়।
নহে কেন মিছা দোষ দেখাহ আমায়॥
তোমা ছাড়ি যাব যদি অন্যের নিকটে।
তবে কেন তোমা লাগি আইনু সঙ্কটে॥
তুষ্ট হৈলা রাজসুতা শুনিয়া বিনয়।
মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয়॥
ভাঙ্গিয়া কোন্দল দুঁহে মাতিল অনঙ্গে।
রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গ-প্রসঙ্গে॥
প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার।
এইরূপে প্রতিদিন করয়ে বিহার॥
বিদ্যার হইল ঋতু সখীরা জানিল।
বিয়ামত পুনর্ব্বিয়া সুন্দর করিল॥
খুদমাগা কাদাখেড়ু নারিনু রচিতে।
পুথি বেড়ে যায় বড় খেদ রৈল চিতে॥
অন্নপূর্ণা-মঙ্গল রচিল কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥




## বিদ্যার গর্ভ

আলো আমার প্রাণ কেমন লো করে।
কি হৈল আমারে।
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥
লুকায়ে পিরীতি কৈনু কুলকলঙ্কিনী হৈনু
আকুল পরাণ মোর অকূল পাথারে।
সুজন নাগর পেয়ে আগু পাছু নাহি চেয়ে
আপনি করিনু প্রীতি কি দুষিব তারে॥
লোকে হৈল জানাজানি সখিগণে কানাকানি
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে।
যায় যাক জাতি কুল কে চাহে তাহার মূল
ভারত সে ধন্য শ্যাম ভালবাসে যারে॥
এইরূপে ধূর্ত্তপনা করিলা সুন্দর।
করিলা বিস্তর খেলা কহিতে বিস্তর॥
দেখহ কালীর খেলা হইতে প্রকাশ।
গর্ভবতী হৈল বিদ্যা দুই তিন মাস॥
উদয়-আকাশে সুত-চাঁদের উদয়।
কমল মুদিল মুখ রজ দূর হয়।
ক্ষীণ মাজা দিন পেয়ে দিনে দিনে উচ।
অভিমানে কালমুখ নম্রমুখ কুচ॥
স্তনে ক্ষীর দেখি নীর হইল রুধির।
কাল পেয়ে শিরতোলা দিল যত শির॥
হরিদ্রা তড়িত চাঁপা সুবর্ণের শাপে।
বরণ পাণ্ডুর বুঝি সমতার তাপে॥
দোহাই না মানে হাই কথায় কথায়।
উদরে কি হৈল বলি দেখাইতে চায়॥
অধর-বান্ধুলী মুখ কমল আশায়।
দুই গণ্ডে গণ্ডগোল অলি মাছি তায়॥
সর্ব্বদা ওয়াক দর্দ্দি মুখে উঠে জল।
কত সাধ খেতে সাধ সুস্বাদু অম্বল॥
মাটি খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ।
পোড়া-মাটি খেতে রুচি সারিতে সে লাজ॥
জাগিয়া জাগিয়া যত হয়েছে বিহার।
অবিরত নিদ্রা বুঝি শুধিতে সে ধার॥
নিদ্রা না হইত পূর্ব্বে অপূর্ব্ব শয্যায়।
আঁচল পাতিয়া নিদ্রা আনন্দে ধরায়॥
বসিলে উঠিতে নারে সর্ব্বদা অলস।
শরীরে সামর্থ্য নাহি মুখে নাহি রস॥
গর্ভ দেখি সখিগণ করে কানাকানি।
কি হইবে না জানি শুনিলে রাজা রাণী॥
হায় কেন মাটি খেয়ে এখানে রহিনু।
না খাইনু না ছুঁইনু বিপাকে মরিনু॥
ইহার হইল সুখ তারো হইল সুখ।
হতভাগা মো সবার ভাগ্যে আছে দুখ॥
পূর্ব্বেতে এ সব কথা হীরা কয়েছিল।
লোচনী লোচনখাগী প্রমাদ পাড়িল॥
লুকায়ে এ সব কথা রাখা নাহি যায়।




লোকে বলে পাপ কাজ কদিন লুকায়
চল গিয়া রাণীরে কহিব সমাচার।
যায় যাবে যার খুন গর্দ্দান তাহার ॥

ভারত কহিছে এ দাসীর খাসা গুণ।
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে করে খুন

## গর্ভসংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার

যত সখিগণ বিরস বদন
রাণীর নিকটে যায়।
করি যোড়পাণি নিবেদয়ে বাণী
প্রণাম করিয়া পায় ॥
ঠাকুর-কন্যার যে দেখি আকার
পাণ্ডুবর্ণ পেট ভারি।
গর্ভের লক্ষণ এ ব্যাধি কেমন
ঠাহরিতে কিছু নারি ॥
দেখিবে আপনি যে হোক তখনি
সকলি হবে বিদিত।
শুনি চমকিয়া চলে শিহরিয়া
মহিষী যেন তড়িত ॥
আকুল-কুন্তলে বিদ্যার মহলে
উত্তরিলা পাটরাণী।
উদর ডাগর দেখি হৈল ডর
রাণীর না সরে বাণী ॥
প্রণমিতে মারে বিদ্যা নাহি পারে
লজ্জায় পেটের দায়।

কাপড়ে ঢাকিয়া প্রণমে বসিয়া
বৈস বৈস বলে মায় ॥
গালে হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া
অধোমুখে ভাবে রাণী।
গর্ভের লক্ষণ করি নিরীক্ষণ
কহে ভালে কর হানি ॥
ওলো নিঃশঙ্কিনি কুল-কলঙ্কিনি
সাপিনি পাপকারিণি।
শাখিনীর প্রায় আনিলি কাহায়
ডাকিয়া ডাক ডাকিনী ॥
ডরে মোর ঘরে বায়ু না সঞ্চরে
ইহার ঘটক কে বা।
সাপের মাথায় ভেকেরে নাচায়
কেমন কুটিনী সে বা ॥
না মিলিল দড়ী না মিলিল কড়ি
কলসী কিনিতে তোরে।
আই মা কি লাজ কেমনে এ কাজ
করিলি খাইয়া মোরে ॥




রাজা মহারাজ তারে দিলি লাজ
কলঙ্ক দেশে বিদেশে।
কি ছাই পড়িলি কি পণ করিলি
প্রমাদ পাড়িলি শেষে॥
এলো কত জন রাজার নন্দন
বিবাহ করিতে তোরে।
জিনিয়া বিচারে না বরিলি কারে
শেষে মিলে গেলি চোরে॥
শুনি তোর পণ রাজপুত্রগণ
অদ্যাপি আইসে যায়।
শুনিলে এমন হইবে কেমন
বল তার কি উপায়॥
সন্ন্যাসীটা আছে মন তার কাছে
নিত্য আসে তোর পাকে।
কি কব রাজায় না দিল তাহায়
তবে কি এ পাপ থাকে॥
আমি জানি ধন্যা বিদ্যা মোর কন্যা
ধন্য ধন্য সর্ব্বঠাঁই।
রূপগুণযুত যোগ্য রাজসুত
হইবে মোর জামাই॥

রাজার ঘরণী রাজার জননী
রাজার শাশুড়ী হব।
কত কৈনু সাধ সব হৈল বাদ
অপবাদ কত সব॥
বিদ্যার মা ছলে যদি কেহ বলে
তখনি খাইব বিষ।
প্রবেশিব জলে কাতী দিব গলে
পৃথিবী বিদায় দিস্॥
আলো সখিগণ তোরা বা কেমন
রক্ষক আছিলি ভালে।
সকলে মিলিয়া কুটিনী হইয়া
চূণ-কালি দিলি গালে॥
তোরা ত সঙ্গিনী এ রঙ্গে রঙ্গিণী
এই রসে ছিলি সবে।
ভুলালি আমায় দানি ভাঁড়া যায়
সঙ্গী ভাঁড়া যায় কবে॥
থাক থাক থাক কাটাইব নাক
আগেতে রাজারে কহি।
মাথা মুড়াইব শালে চড়াইব
ভারত কহিছে সহি॥




## বিদ্যার অনুনয়

রাণী যত কহে বিদ্যা মৌন রহে
লাজে ভয়ে জড়সড় ।
ভাবিয়া কান্দিয়া কহে বিনাইয়া
ধূর্ত্তের চাতুরী বড় ॥
নিবেদয়ে ধনী শুন গো জননি
কত কহ ক'রে ছল ।
কিছু জানি নাই জানেন গোঁসাই
ভালমন্দ ফলাফল ॥
চৌদিকে প্রহরী সঙ্গে সহচরী
বঞ্চি এ বন্দীর মত ।
নাহি কোন ভোগ মিথ্যা অনুযোগ
মা হইয়া কহ কত ॥
রাজার নন্দিনী চিরবিরহিণী
মোর সম কেবা আছে ।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
দাঁড়াইব কার আছে ॥
কি করি বাঁচিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া
গুল্ম হইল বুঝি পেটে ।
মুখে উঠে জল অঙ্গে নাহি বল
চাহিতে না পারি হেঁটে ॥

সবে এক জানি শুন ঠাকুরাণি
প্রত্যহ দেখি স্বপন ।
একই সুন্দর দেব কি কিন্নর
বলে কর আলিঙ্গন ॥
চোর বলি তারে চাই ধরিবারে
তথাপি ঘুমের ঘোরে ।
নিদ্রাভঙ্গ চাই দেখিতে না পাই
নিত্য এই জ্বালা মোরে ॥
পুরুষে স্বপনে নারীর ঘটনে
মিথ্যায় সত্যের ভাণ ।
দেখে নিদ্রাভঙ্গে মিথ্যা রতিরঙ্গে
বসনে রেত-নিশান ॥
তেমনি আমারে স্বপনে বিহারে
পুরুষ সহিতে ভেট ।
মিথ্যা পতিসঙ্গ মিথ্যা রতিরঙ্গ
সত্য বুঝি হবে পেট ॥
বাক্যের কৌশলে রাণী ক্রোধে জ্বলে
রাজারে কহিতে যায় ।
ভারত ভাষায় সকলে হাসায়
ছায়ে ভাঁড়াইলা মায় ॥



## রাজার বিদ্যার গর্ভ শ্রবণ

ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে আঁচল ধরায় পড়ে
আলুথালু কবরী-বন্ধন।
চক্ষু ঘুরে যেন চাক হাতনাড়া ঘন ডাক
চমকে সকল পুরজন॥
শয়ন-মন্দিরে রায় বৈকালিক নিদ্রা যায়
সহচরী চামর ঢুলায়।
রাণী এল ক্রোধ-মনে নূপুরের ঝন্‌ঝনে
বৈসে বীরসিংহ রায়॥
রাণীর দেখিয়া হাল জিজ্ঞাসহে মহীপাল
কেন কেন কহ সবিশেষ।
রাণী বলে মহারাজ কি কব কহিতে লাজ
কলঙ্কে পূরিল সব দেশ॥
ঘরে আইবুড় মেয়ে কখন না দেখ চেয়ে
বিবাহের না ভাব উপায়।
অনায়াসে পাবে সুখ দেখিবে নাতির মুখ
এড়াইয়ে ঝির বিয়া-দায়॥
কি কহিব হায় হায় জ্বলন্ত আগুন প্রায়
আইবুড় এত বড় মেয়ে।
কেমনে বিবাহ হবে লোকধর্ম্ম কিসে রবে
বারেক দেখিতে হয় চেয়ে॥
উচ্চমাথা হৈল হেঁট বিদ্যার হইল পেট
কালামুখ দেখাইব কারে।
যেমন আছিল গর্ব্ব তেমনি হইল খর্ব্ব
অহঙ্কারে গেল ছারখারে॥
বিদ্যার কি দিব দোষ তারে বৃথা করি রোষ
বিয়া হইলে হৈত কত ছেলে।
যৌবনে কামের জ্বালা কত বা সহিবে বালা
কথায় রাখিব কত ঠেলে॥
সদা মত্ত থাক রাগে কোন ভার নাহি লাগে
উপযুক্ত প্রহরী কোটাল।
এক ভস্ম আর ছার দোষ গুণ কব কার
আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল॥
যেজন আপন বুঝে পরদুঃখ তার সুঝে
সকলে আপন ভাবে জানে।
রাণী গেলা এত ব'লে বীরসিংহ ক্রোধে জ্বলে
বার দিলা বাহির দেওয়ানে॥
কালান্তকালের কাল ক্রোধে কহে মহীপাল
কে আছে রে আন ত কোটালে।
উকীল আছিল যারা কীলে সারা হৈল তারা
কোটালের যে থাকে কপালে॥
হুঙ্কারে হুকুম পায় শত শত খোজা ধায়
খানেজান চেলা চোপদার।
কীল লাথি লাঠি হুড়া চর্ম্মে উড়ে হাড় গুঁড়া
এনে ফেলে মৃতের আকার॥






ক্ষণেকে সংবিৎ পেয়ে যোড়হাতে রহে চেয়ে
ভারত কহিছে কহে রায়।

এমন নিমক খালি হালাল করিলি ভালি
মাথা কাটি তবে দুঃখ যায়॥

## কোটালের শাসন

রাজা কহে শুন রে কোটাল।
নিমক হারাম বেটা আজি বাঁচাইবে কেটা
দেখিবি করিব যেই হাল॥
রাজ্য কৈলি ছারখার তল্লাস কে করে তার
পাত্র মিত্র গোবর গণেশ।
আপনি ডাকাতি করি প্রজার সর্ব্বস্ব হরি
হয়েছিস্ দ্বিতীয় ধনেশ॥
লুটিলি সকল দেশ মোর পুরী ছিল শেষ
তাহে চুরি করিলি আরম্ভ।
জানবাচ্ছা এক খাদে গাড়িব হারামজাদে
তবে সে জানিবে মোর দম্ভ॥
তোর জিম্মা মোর পুরী বিদ্যার মন্দিরে চুরি
কি কহিব কহিতে সরম।
মাতালে কোটালি দিয়া পাইনু আপন কিয়া
দূরে গেল সরম ভরম॥
প্রাণ রাখিবার হেতু নিবেদয়ে ধূমকেতু
অবধান কর মহারাজ।
সাত দিন ক্ষম মোরে ধরি আনি দিব চোরে
প্রাণ রাখ গরিবনেবাজ॥

পাত্র মিত্র দিল সায় ভাল ভাল বলি রায়
নাজীরের হাবালে করিল।
কোটাল বিনয়ে কয় মহল হাবালে হয়
ভাল বলি রাজা সায় দিল॥
রাজার হুকুম পায় আগে আগে খোজা ধায়
সমাচার কহিল দোপটে।
বিদ্যা সখিগণ লয়ে বার হইলা দ্রুত হয়ে
রহিলেন রাণীর নিকটে॥
কোটাল বিদ্যার ঘরে সুরাখ সন্ধান করে
কোন পথে আসে যায় চোর।
কি করিব কোথা যাব কেমনে সে চোর পাব
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ মোর
কি জানি কেমন চোর কাল হয়ে এল মোর
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ।
হেন বুঝি অভিপ্রায় শূন্যে শূন্যে আসে যায়
কেমনে পাইব তার লাগ॥
পূর্ব্ব-শুভাশুভফলে জনম ধরণীতলে
কে পারে করিতে অন্যমত।
পরে করি গেল সুখ আমার কপালে দুখ
ধন্য রে কোটালি খেদমত॥




রসময়ী রাজকন্যা রূপগুণময়ী ধন্যা
চোর বুঝি উপযুক্ত তার।
দুজনে ভুঞ্জিল সুখ আমার কপালে দুখ
এ বড় বিধির অবিচার ॥
কূটবুদ্ধি কোটালের কিছু নাহি পায় টের
ভাবে বসি বিষণ্ণ হইয়া।
ঘরের ভিতরে গিয়া শয্যা ফেলে টান দিয়া
দশদিক্ দেখে নিরখিয়া ॥
কপালে আঘাত হানি পালঙ্ক ফেলিতে টানি
দেখিলেক সুড়ঙ্গের পথ।
ভারত সরস ভণে কোটাল সানন্দ মনে
কালী পূরাইল মনোরথ ॥

## কোটালের চোর অনুসন্ধান

এ বড় চতুর চোর।
গোকুলের নন্দ কিশোর ॥
নারিনু রাখিতে দেখিতে দেখিতে
চিত্ত চুরি কৈল মোর।
সে দেখে সবারে কে দেখে তাহারে
লম্পট কাল কঠোর ॥
ফেরে পাকে পাকে কাছে কাছে থাকে
চাঁদের যেমন চকোর।
নাচিয়া গাইয়া বাঁশী বাজাইয়া
ভারত করিল ভোর ॥
দেখিয়া সুড়ঙ্গ-পথ কহিছে কোটাল।
দেখ রে দেখ রে আই এ আর জঞ্জাল ॥
নাহি জানি বিদ্যার কেমন অনুরাগ।
পাতাল সুড়ঙ্গে বুঝি আসে যায় নাগ ॥
নিত্য নিত্য আসে যায় আজি আসিবেক।
দেখা পেতে পারি কিন্তু কেবা ধরিবেক ॥
হরিষে বিষাদ হইল একত্রে মিলন।
আমারে ঘটিল দুর্য্যোধনের মরণ ॥
না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ ॥
কেহ বলে ডাক দিয়া আন সাপুড়িয়া।
এখনি ধরিবে সাপ কান্দনী গাইয়া ॥
কেহ বলে এ কি কথা পাগলের প্রায়।
বিপত্তি পড়িলে বুঝি বুদ্ধি-শুদ্ধি যায় ॥
এমন গর্ত্তের সাপ না জানি কেমন।
এত দিনে ধ'রে খেত কত লোক-জন ॥
আর জন বলে ভাই সাপ মেনে নয়।
ভূঁয়েসের গাড়া এটা এ কথা নিশ্চয় ॥



আর জন বলে বুঝি শিয়ালের গাড়া।
ভেকো বলি কেহ হাসে কেহ দেয় তাড়া
তাহারে নির্ব্বোধ বলি আর জন কয়।
সিঁধেলে দিয়াছে সিঁধ মোর মনে লয়॥
ধূমকেতু তার প্রতি কহিছে রুষিয়া।
মেঝায় দিয়াছে সিঁধ কোথায় বসিয়া॥
যত জনে যত বলে মোরে নাহি ভায়।
আমার কেবল কালসাপ আসে যায়॥
ধরিতে এ কালসাপে পারে কার বাপে।
আমি এই পথে যাব ধরি খা'ক সাপে॥
ধরিতে নারিয়া চোরে আমি হৈনু চোর।
রাজার হুজুরে যাওয়া সাধ্য নহে মোর॥
যে মারি খেয়েছি আমি চোরের অধিক।
এ ছার চাকরী করি ধিক্ ধিক্ ধিক্॥
এত বলি কোটাল সুড়ঙ্গে যেতে চায়।
ভীমকেতু ছোট ভাই ধরি রাখে তায়॥
যমকেতু নামে তার আর সহোদর।
দর্প করি কহে কেন হইলে কাতর॥
সাপ নর কিন্নর গন্ধর্ব্ব যদি হয়।
সুরাখ পেয়েছি পাব আর কারে ভয়॥
পেয়েছে বিদ্যার লোভ আসিবে অবশ্য।
নারীবেশে থাক সবে করিয়া রহস্য॥
লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়॥
দেব উপদেব পড়ে তন্ত্র-মন্ত্র ফাঁদে॥
নিরাকার ব্রহ্ম দেহ-ফাঁদে পড়ি কাঁদে॥
সাপ সাপ বলি যদি মনে ভয় আছে।
সাপুড়ে গরুড়মণি আনি রাখ কাছে॥
যেমন থাকিত বিদ্যা সখিগণ লয়ে।
নারীবেশে থাক সবে সেই মত হয়ে।
ইথে মৃত্যু বরঞ্চ বিষয় জানা চাই।
বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া কাপুরুষ ভাই॥
এখন সে চোর নাহি জানে সমাচার।
আজি যদি জেনে যায় না আসিবে আর॥
বেলা-বেলি আয়োজন করহ ইহার।
কালকেতু বলে দাদা এই যুক্তি সার॥
ভারতে বিরাটপর্ব্বে কহিয়াছে ব্যাস।
এইরূপে ভীম কৈল কীচকের নাশ॥




## কোটালগণের স্ত্রীবেশ

চল সবে চোর ধরি গিয়া।
রমণীমণ্ডল-ফাঁদ দিয়া॥
তেয়াগিয়া ভয় লাজ সকলে করহ সাজ
সে বড় লম্পট কপটিয়া।
জানে নানামত খেলা দিবস দুপুর বেলা
চুরি করে বাঁশী বাজাইয়া।
সে বটে বসনচোরা তাহারে ধরিব মোরা
পীত-ধড়া লইব কাড়িয়া।
সদা ফিরে বাঁকা হয়ে আজি সোজা করি লয়ে
ভারত রহিবে পহুরিয়া॥

যুক্তি বটে বলি ধূমকেতু দিলা সায়।
মহাবেগে আট ভাই আট দিকে ধায়॥
নাট্যশালা হইতে আনিল আয়োজন।
ধরিল নারীর বেশ ভাই দশ জন॥
চন্দ্রকেতু ছোট ভাই পরম সুন্দর।
সে ধরে বিদ্যার বেশ অভেদ বিস্তর॥
কাঠের গঠিত কুচ ঢাকে কাঁচুলিতে।
কাপড়ের উচ্চ পেট ঢাকে ঘাগুরিতে॥
সূর্য্যকেতু সুলোচনা হেমকেতু হিমী।
জয়কেতু জয়াবতী ভীমকেতু ভীমী॥
কালকেতু কালী হৈল উগ্রকেতু উমী।
যমকেতু যমী হৈল রুদ্রকেতু রুমী॥
ধূমকেতু আপনি হৈল ধূমধূমী।
তিন জন সাপুড়ে মালতী চাঁপী সুমী॥
বীণা বাঁশী আদি লয়ে গীত-বাদ্য-রঙ্গ।
গন্ধমাল্য উপভোগে মোহিত অনঙ্গ॥
চাঁদড় ঈশার মূল বোঝা বোঝা আনে।
মণি মন্ত্র মহৌষধ যেবা যত জানে॥
শরীর পাঁচিয়া সবে ঔষধি বসায়।
যার গন্ধে মাথা গুঁজি বাসুকি পলায়॥
এইরূপে তের জন রহে গৃহমাঝে।
আর সবে আট দিকে রহে নানা সাজে॥
থানায় থানায় নিয়োজিত হরকরা।
হুঁসিয়ার খবরদার পহরী পহরা॥
সোনারায় রূপারায় নায়েব কোটাল।
ফাটকে বসিল যেন কালান্তের কাল॥
হীরু নীলু কাশী বাঁশী চারি জমাদার।
আগুলিল সহরপনার চারি দ্বার॥
সাত গড়ে চারি সাতে আটাইশ দ্বার।
আঁটিয়া বসিল আটাইশ জমাদার॥
তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল।
কাহনে কাহনে লেখা দেখিতে করাল॥
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে চতুরঙ্গ দল।
ধূলায় দিবসে নিশা ক্ষিতি টলমল॥




খেদাবাঘ বেড়ায় করিয়া ধূমধাম।
খেদাইয়া বাঘ ধরি খেদাবাঘ নাম॥
ধায় রায়বাঘিনী সে কোটালের পিসী।
এমনি কুহক জানে দিনে হয় নিশি॥
রাঙ্গা সাড়ী রাঙ্গা শাঁখা জবা-মালা গলে
সিন্দূর কপাল ভরা খাঁড়া করতলে॥
এইরূপে তার সঙ্গে সাত শত মেয়ে।
ঘরে ঘরে নানা বেশে ফিরে চোর চেয়ে॥
পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে কোটালের চর।
করিল দারুণ ধূম কাঁপিল সহর॥
উদাসীন ব্যাপারী বিদেশী যারে পায়।
লুটে লয়ে বেড়ী দিয়া ফাটকে ফেলায়॥
বিশেষতঃ পড়ো যদি দেখিবারে পায়।
খুঙ্গী পুথি লইয়া ফাটকে আটকায়॥
সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগন্ধি চন্দন।
যার অঙ্গে দেখে তার তখনি বন্ধন॥
ক্ষণমাত্রে সহরে হইল হাহাকার।
ফাটক হইল জরাসন্ধ-কারাগার॥
এইরূপে নানা বেশে ফিরে নানা স্থানে।
নানা মতে নানা ছলে চোরের সন্ধানে॥
কৃষ্ণচন্দ্র-আদেশে ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি বুধবারের দিবা-পালা।

## চোর ধরা

আজি ধরা গেল চোর-চূড়ামণি।
মোরা জেগে আছি সকল রমণী॥
ভাঙ্গা গেল যত ভূর চাতুরী হইল চুর
এড়াইতে নারিবে এমনি।
প্রকাশিয়া ভারি-ভুরি অনেক করেছে চুরি
আজি ধরি শিখাব তেমনি॥
যদি কারাগার ঘেরে বান্ধিয়া মনের ডোরে
গছাইব পরাণে এখনি।
সকলেরে ফাঁকি দেহ ধরিতে না পারে কেহ
ভারত না ছাড়িবে অমনি॥
ওথায় ভাবেন বিদ্যা এ কি পরমাদ।
না জানিল প্রাণনাথ এ সব সংবাদ॥
না জানি আমার লোভে আসিবেন ঘরে।
হায় প্রভু কোটালের পড়িলা চাতরে॥
এথায় মদনে মত্ত কুমার সুন্দর।
সুড়ঙ্গের পথে গেলা কুমারীর ঘর॥
পালঙ্কে বসিয়া চন্দ্রকেতু যেন চাঁদ।
ধরিতে সুন্দর চাঁদে বিদ্যারূপ ফাঁদ॥
হাসিয়া হাসিয়া কবি বসিলেন পাশে॥
চন্দ্রকেতু হাসিয়া বদন ঢাকে বাসে॥




কাম-কথা কহে কবি কামিনী জানিয়া।
চন্দ্রকেতু মান করে ঘোমটা টানিয়া॥
কামে মত্ত কবিবর বুঝিতে না পারে।
হাতে ধরে পায়ে ধরে মান ভাঙ্গিবারে॥
আঁখি ঠারে চন্দ্রকেতু নাহি কহে বাণী।
সুন্দর আঁচল ধরি করে টানাটানি॥
সূর্য্যকেতু বলে এটা যে দেখি গোঁয়ার।
কি জানি চাঁদেরে ধরি একে করে আর॥
ধূমকেতু ধুমধুমী ধুমধাম চায়।
সুড়ঙ্গের পথে এক পাথর চাপায়॥
সভয়ে নিরখি সবে দেখয়ে সুন্দরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ ভুজঙ্গের ডরে॥
চক্ষুর নিমেষ আছে দেহে আছে ছায়া।
বুঝিল মানুষ বটে নহে কোন কায়া॥
ধরিব মানুষ বটে হইল ভরসা।
কি জানি কি হয় ভয়ে না পারে সহসা॥
চন্দ্রকেতু ঘরের বাহিরে যেতে চায়।
কোথা যাহ বলিয়া সুন্দর ধরে তায়॥
বদন চুম্বন করি স্তনে হাত দিল।
খসিল কাষ্ঠের কুচ কাঁচুলী ছিঁড়িল॥
কামমদে মত্ত কবি তবু নাহি জ্ঞান।
সাবাসি সাবাসি রে সাবাসি ফুলবাণ॥
আজি কেন বিদ্যা হেন ভাবেন সুন্দর॥
পাঁজা করি চন্দ্রকেতু ধরিল সত্বর॥
তখনি অমনি ধরে আর বারো জন।
রায় বলে বিপরীত এ আর কেমন॥
ধুমধুমী বলে শুন ঠাকুরজামাই।
হুকুম ঠাকুরঝির ছাড়ি দিব নাই॥
এত জুম আজ্ঞা বিনা বুকে হাত দিলা।
ভাঙ্গিয়া ফেলিলা কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িলা॥
দেখিয়া কাঠের কুচ চমকে কুমার।
মর্ম্ম বুঝি কোটালে বাখানে বার বার॥
ভারত কহিছে চোর চতুরের চূড়া।
কোটালের ফাঁদেতে গুমান হৈল গুঁড়া॥

## কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ

কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে
ধরি বাণ খরশাণ হান হান হাঁকে॥
চোর ধরি হরি হরি শব্দ করি কয়।
কে আমারে আর পারে আর কারে ভয়॥
জয় কালি ভাল ভালি যত ঢালী গাজে
দেই লম্ফ ভূমিকম্প জগঝম্প বাজে॥
ডাকে ঠাঠ কাট কাট মালসাট মারে।
কম্পমান বর্দ্ধমান বলবান্ ভারে॥





হাঁকেহাঁকে ঝাঁকেঝাঁকে ডাকে ডাকে জাগে।
ভাই মোর দায় তোর পাছে চোর ভাগে ।।
কাছে কাছে আগে পাছে সবে আছে রঙ্গে।
হরষিত আনন্দিত পুলকিত অঙ্গে ।।
করে ধূম অতি জুম নাহি ঘুম নেত্রে।
হাতে খড়ী পায়ে দড়ী মারে ছড়ী বেত্রে ।।
নটশীল মারে কীল লাগে খিল দাঁতে।
ভয়ে মুখ কাঁপে বুক লাগে হুক আঁতে।
কোন বীর শোষে তীর দেখি ধীর কাঁপে।
খরধার তরবার যমধার দাপে ।।
কোতোয়াল বলে কাল রাখ জালরূপে।
ছাড় শোর হৈলে ভোর দিব চোর ভূপে ।।
সব দল মহাবল খল খল হাসে।
গেল দুখ হৈল সুখ শতমুখ ভাষে ।।
জয় জয় শব্দ হয় শুনি ভয় লাগে।
টলমল ক্ষিতিতল বলবান্ রাগে ।।
সুন্দরেরে শতফেরে সবে ঘেরে জোরে।
ভাবে রায় হায় হায় এ কি দায় মোরে ॥
মরি মেনে লোভে যেন কৈনু হেন কাজ।
স্ত্রীর দায় প্রাণ যায় কৈতে পায় লাজ ॥
কত বরে বিয়া করে কেবা ধরে কারে।
কেবা গণে রোষ মনে কত জনে মারে ॥
হরি হরি মরি মরি কিবা করি জীয়া।
কটু কহে নাহি সহে তাপে দহে হিয়া ॥
রাজা কালি দিবে গালি চূণকালি গালে।
কিবা সেই মাথা নেই কিবা দেই শালে ॥
দরবার সব তার চাব কার পানে।
গেলে প্রাণ পাই ত্রাণ ভগবান্ জানে ॥
যার লাগি দুঃখভাগী সে অভাগী চায়।
এ সময় কথা কয় তবু ভয় যায় ॥
তার সমা নিরুপমা প্রিয়তমা কেবা।
দেখা নৈল মনে রৈল যত কৈল সেবা
সে আমার আমি তার কেবা আর আছে।
সেই সার কেবা আর যাব কার কাছে ॥
দিক্ দশ গুণে বশ মহাযশ দেশে।
করিলাম বদ্‌কাম বদ্‌নাম শেষে ॥
ছাড়ি বাপ করি তাপ পরিতাপ পাই।
অহর্নিশ বিষরিষ পেলে বিষ খাই ॥
এইমত শত শত ভাবে কত তাপ।
নতশির যেন ধীর হরপীর সাপ ॥
ভারতের গোবিন্দের চরণের আশ।
পরিণাম হরিনাম আর কামপাশ ॥




## সুড়ঙ্গ-দর্শন

সুড়ঙ্গে লৈতে টের কোটালের সায়।
জন সাতে ধরি হাতে নামি তাতে যায়॥
ঘোরতর নিরুপম কূপসম খানা॥
কেহ ডরে পাছু সরে কেহ করে মানা॥
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে দেখি বলে ভালো।
চল ভাই সবে যাই দেখা পাই আলো॥
পায় পায় সবে যায় কাঁপে কায় ডরে।
তোলে শির যত বীর মালিনীর ঘরে॥
উঠি ঘরে ধূম করে হীরা ডরে জাগে।
ধরি তারে অন্ধকারে সবে মারে রাগে॥
আলো জ্বালি যত ঢালী গালাগালি করে।
কহে চোর ঘরে তোর দে লো মোর তরে॥
সুড়ঙ্গের পথে ফেরে কোটালের তরে।
কেহ গিয়া বার্ত্তা দিয়া তুষ্ট হিয়া করে॥
কোতোয়াল শুনি ভাল খাঁড়া ঢাল ধরে।
ছুটে বীর যেন তীর মালিনীর ঘরে॥
আগু সরে চুলে ধ'রে দর্প ক'রে কয়।
কথা জোর বল চোর কেবা তোর হয়॥
দেই গালি বল শালী কোথা পালি চোরে।
কেটা সেটা কার বেটা বল সেটা মোরে॥
ভারতের রচিতের অমৃতের ভার।
ভাষা গীত সুললিত অতুলিত সার॥

## মালিনী-নিগ্রহ

মালিনী কিল খাইয়া বলিছে দোহাই দিয়া।
আমারে যেমন মারিলি তেমন
পাইবি তাহার কিয়া॥
নষ্টের এ বড় গুণ পিঠেতে মাখায় চূণ।
কি দোষ পাইয়া আরে কোটালিয়া
মারিয়া করিলি খুন॥
এ তিন প্রহর রাতি ডাকিয়া কর ডাকাতি।
দোহাই রাজার লুঠিল আগার
ধরিয়া খাইলি জাতি॥
কোটাল হাসিয়া কয় কহিতে লাজ না হয়
হেদে বুড়ী শালী বলে জাতি খালি
শুনিয়া লাগয়ে ভয়॥
হীরা বলে ওরে বেটা তোরে ভয় করে কেটা।
তোর গুণপণা জানে সর্ব্বজনা
পাসরিলি বটে সেটা॥
কোটাল কহিছে রাগি কি বলে রে বুড়ী মাগী।
ঘরে পোষে চোর আরো কহে জোর
এ বড় কুটিনী ঘাগী।





হীরা কহে পুন জোরে কুটিনী বলিলি মোরে।
রাজার মালিনী বলিলি কুটিনী
কালি শিখাইব তোরে ॥

যুবতী বেটি বহুড়ী না রাখি আপনি বুড়ী।
কার বহু বেটী কারে দিনু ভেটি
যে বলে সে হবে কুড়ী ॥

লোকের ঝি বউ লয়ে সদা থাক মত্ত হয়ে
তোর ঘরে যত সকলি অসত
আমি দিতে পারি কয়ে ॥

ধূমকেতু ক্রোধে ফুলে ভূমে পাড়ে ধরি চুলে।
কুটিনী গস্তানী বড় যে মস্তানী
উভে উভে দিব শূলে ॥

আমারে হেন উত্তর এখন না হয় ডর।
রাজার নন্দিনী হয়েছে গর্ভিণী
তুই দিলি চোরা বর ॥

হীরার হইল ভয় কানে হাত দিয়া কয়।
আমি জানি নাই জানেন গোঁসাই
যতো ধর্ম্মস্ততো জয় ॥

শুনিয়া কোটাল টানে সুড়ঙ্গের কাছে আনে।
এই পথ দিয়া চুরি কৈল গিয়া
মালিনী বলে কে জানে ॥

মালিনী বুঝিল মর্ম্ম কোটালে জানায় ধর্ম্ম।
হোমকুণ্ড বলি বুঝি মোরে ছলি
সুন্দরের এই কর্ম্ম ॥

হাতে নাতে ধরিয়াছে আর কি উপায় আছে।
যার ঘরে সিঁদ সে কি যায় নিদ
ইহা কব কার কাছে ॥

কোটাল জিজ্ঞাসা করে হীরার কথা না সরে।
চোরের যে ছিল লুটিয়া লইল
যে ছিল হীরার ঘরে ॥

খুঙ্গী পুথি রত্নভারে দিতে হবে সরকারে।
পিঞ্জর সহিত লয় হরষিত
পড়া শুক সারিকারে ॥

মালিনী অবাক ত্রাসে কোটাল মুচকি হাসে।
সুড়ঙ্গে ফেলিয়া পায় ছেঁচুড়িয়া
লইল চোরের পাশে ॥

সুন্দর কহেন হাসি এস গো মাসী হিতাশী।
মালিনী রুষিয়া বলে গালি দিয়া
কে তুই কে তোর মাসী ॥

কি ছার কপাল মোর আমি মাসী হব তোর।
মাসী মাসী কয়ে ছিলি বাসা লয়ে
কে জানে সিঁধেল চোর ॥

যজ্ঞকুণ্ড ছল পাতি সিঁদ কাট সারা রাতি।
আই মা কি লাজ করিলি যে কাজ
ভাগ্যে বাঁচে মোর জাতি ॥

যত দিন আর জীব কাহারে না বাসা দিব।
গিয়া তিল কাল শেষে এই হাল
খত বা নাকে লিখিব ॥




আরে বাছা ধূমকেতু মা বাপের পুণ্য হেতু
কেটে ফেল চোরে ছাড়ি দেহ মোরে
ধর্ম্মের বাঁধহ সেতু ॥
সুন্দর হাসি আকুল মাসী সকলের মূল
বিদ্যার মাশাস মোর আইশাস
পড়ি দিয়াছিল ফুল ॥

কৌতুক না বুঝে হীরা পুনঃ পুনঃ করে কিরা।
কে বলে ডেগরা বড় যে চেঁগড়া
ঐ কথা ফিরা ফিরা ॥
কোটাল কহে এ নয় দুঁহারে থাকিতে হয়।
রাজার নিকটে যাহার যে ঘটে
ভারত উচিত কয় ॥

## বিদ্যার আক্ষেপ

প্রভাত হইল বিভাবরী
বিদ্যারে কহিল সহচরী।
সুন্দর পড়েছে ধরা শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা
সখী তোলে ধরাধরি করি ॥
কাঁদে বিদ্যা আকুন্তলে,
ধরা তিতে নয়নের জলে।
কপালে কঙ্কণ হানে অধীর রুধির বাণে
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে ॥
হায় রে বিধাতা নিদারুণ,
কোন্ দোষে হইলি বিগুণ।
আগে দিয়া মনোদুখ মধ্যে দিন কত সুখ
শেষে দুঃখ বাড়ালি দ্বিগুণ ॥
যুবতী জনম কালামুখ,
পরের অধীন সুখ দুখ।
পর-ঘরে ঘর করে পরের মরণে মরে
পরে সুখ দিলে হয় সুখ ॥

রমণীর রমণ পরাণ
তাহা বিনা কেবা আন।
সে পরাণ ছাড়া হয়ে যে রহে পরাণ লয়ে
ধিক্ ধিক্ তাহার পরাণ ॥
হায় হায় কি কব বিধিরে,
সম্পদ্ ঘটায় ধীরে ধীরে।
শিরোমণি মস্তকের মণিহার হৃদয়ের
দিয়া লয় সুখের নিধিরে ॥
কাঁদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া,
শ্বাস বহে অনল জিনিয়া।
ইহা কব কার কাছে এখনো পরাণ আছে
বঁধুয়ার বন্ধন শুনিয়া ॥
প্রভু মোর গুণের সাগর,
রসময় রসিক নাগর ॥
রসিকের শিরোমণি বিলাস-ধনের ধনী
নৃত্য-গীত-বাদ্যের আকর ॥






জননী ডাকিনী হৈল মোর,
মোর প্রাণনাথে বলে চোর।
বাপ অনর্থের হেতু ধূমকেতু ধূমকেতু
বিধাতায় হৃদয় কঠোর ॥
চোর ধরা গেল শুনি রাণী,
অন্তঃপুরে করে কানাকানি,
দেখিবারে ধায় রড়ে কোঠার উপরে চড়ে
কাঁদে দেখি চোরের মুখানি ॥
রাণী বলে কাহার বাছনি,
ম'রে যাই লইয়া নিছনি।
কিবা অপরূপ রূপ মদনমোহন কূপ
ধন্য ধন্য ইহার জননী ॥
কি কহিব বিদ্যার কপাল,
পেয়েছিল মনোমত ভাল।
আপনার মাথা খেয়ে মোরে না কহিল মেয়ে
তবে কেন হইবে জঞ্জাল ॥

হায় হায় হায় রে গোঁসাই,
পেয়েছিনু সুন্দর জামাই।
রাজার হয়েছে ক্রোধ নামানিবে উপরোধ
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই ॥
এইরূপে পুরবধূগণ
সুন্দরে বাখানে জনে জন।
কোটাল সত্বর হয়ে চলিল দুজনে লয়ে,
ভেট দিতে যেখানে রাজন্ ॥
চোর লয়ে কোতোয়াল যায়,
দেখিতে সকল লোক ধায়।
বালক যুবক জরা কাণা খোঁড়া করে ত্বরা
গবাক্ষেতে কুলবধূ চায় ॥
কেহ বলে এ চোর কেমন,
এখনি করিলে চুরি মন।
বিদ্যারে কে মন্দ বলে ভারত কহিছে ছলে
পতি নিন্দে আপন আপন ॥

## নারীগণের পতি-নিন্দা

কারে কব লো যে দুঃখ আমার।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার ॥
বাঁধা আছি কুলফাঁদে পরাণ সতত কাঁদে
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে দিবসে আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয় সদা কলঙ্কিনী কয়
পাপ ননদিনী-ভয় কত সব আর ॥

শ্যাম অখিলের পতি তারে বলে উপপতি
পোড়া লোক পাপমতি না বুঝে বিচার।
পতি সে পুরুষাধম শ্যাম সে পুরুষোত্তম
ভারতের সে নিয়ম কৃষ্ণচন্দ্র সার ॥
চোর দেখি রামাগণ বলে হরি হরি।
আহা মরি চোরের বালাই লৈয়া মরি ॥



কিবা বুক কিবা মুখ কিবা নাক কান।
কিবা নয়নের ঠার কাড়ি লয় প্রাণ ॥
ভূষণ লয়েছে কাড়ি হাতে পায়ে দড়ী।
কেমনে এমন গায়ে মারিয়াছে ছড়ী ॥
দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার ॥
এ বড় বিষম চোর না দেখি এমন।
দিনে কোটালের কাছে চুরি করে মন ॥
বিদ্যারে করিয়া চুরি এ হইল চোরা।
ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা ॥
দেখিয়া ইহার রূপ ঘরে যেতে নারি।
মনোমত পতি নহে সহিতে না পারি ॥
আপন আপন পতি নিন্দিয়া নিন্দিয়া।
পরস্পর কহে সবে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
এক রামা বলে সই শুন মোর দুখ।
আমারে মিলিল পতি কালা কালামুখ ॥
সাধ ক'রে শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে প'ড়ে সব হৈল হত ॥
বুঝায় চোরের মত চুপ করি ঠারে।
আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আঁধারে ॥
নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন।
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন ॥
আর রামা বলে সই এ ত বরং সুখ।
মোর দুঃখ শুনিলে পালাবে তোর দুখ ॥
মন্দভাগা অন্ধ পতি দ্বন্দ্বে মাত্র ভাল।
গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল ॥
ভরাপূরা যৌবন উদাসে বসি শূন্য।
আঁধলারে দেখাইলে নাহি পাপ পুণ্য ॥
আর রামা বলে সই এ মাথার চূড়া।
আমি এই যুবতী আমার পতি বুড়া ॥
বদনে বদন লড়ে ওদনে বঞ্চিত।
সে মুখ চুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিৎ ॥
আমার আবেশ দৈবে কোন কালে নয়।
ধর্ম্ম ভাবি তাহার আবেশ যদি হয় ॥
ঝাঁপনি কাঁপনি সার কেবল উৎপাত।
অধর দংশিতে চায় ভেঙ্গে যায় দাঁত ॥
গড়াগড়ি যায় বুড়া দাঁতের জ্বালায়।
কাজের মাথায় বাজ বাঁচাইতে দায় ॥
আর রামা বলে বুড়া মাথার ঠাকুর।
মোর দুঃখ শুনে তোর দুঃখ যাবে দূর ॥
কি কব পতির কথা লাজে মাথা হেঁট।
মোটা সোটা মোর পতি বড় ভুঁড়ো পেট
অন্যের শুনিয়া সুখ দুঃখে পোড়ে মন।
একেবারে নহে কভু চুম্ব আলিঙ্গন ॥
বদন চুম্বিতে চাহে আরম্ভিয়া হেঁটে।
আঁটিয়া ধরিতে চাহে ঠেলে ফেলে পেটে ॥
একে আরম্ভিতে হয় আরে অবসর।
ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট ন পূর্ব্ব ন পর ॥



আর রামা বলে ইথে না বলিহ মন্দ।
না চাপিতে চাপ পাও এ বড় আনন্দ ॥
বাম বঙ্কুর পতি মোর কৈতে লাজ পায়।
তপাসিয়া নাহি পাই কোলেতে লুকায় ॥
তাপেতে হইনু ভাজা না পূরিল সাধ।
হাত ছোট আঁত বড় এ বড় প্রমাদ ॥
আর রামা বলে সই না ভাবিহ দুখ।
কোল-শোভা হয়ে থাকে এই বড় সুখ ॥
রাজসভাসদ্ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে।
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে ॥
নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ।
আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উল্বণ ॥
চতুর্ম্মুখ খাইতে বলে শুনে দুঃখ পায়।
বজ্জর পড়ুক চতুর্ম্মুখের মাথায় ॥
আর রামা বলে সেহ কিছু ভাল বটে।
নাড়ী ধরিবার বেলা হাত ধরা ঘটে।
রাজসভাসদ্ পতি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।
না ছোঁয় তরুণী তৈল আমিষে বঞ্চিত ॥
পান বিনা মুখে গন্ধ নাহি দ্বিভোজন।
কি কব আমার মাথা গোগ্রাসে ভক্ষণ ॥
ঋতু হৈলে একবার সম্ভবে সম্ভাষ।
তাহে যদি পর্ব্ব হয় তবে সর্ব্বনাশ ॥
আর রামা বলে হৌক তথাপি পণ্ডিত।
বরমেকাহুতি কালে না করে বঞ্চিত ॥

অবিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ পতি গণক রাজার।
বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে তার ॥
পাপরাশি পাপগ্রহ পাপ-তিথি তারা।
অভাগারে এক দিন না ছাড়িবে তারা ॥
সর্ব্বদা আঙ্গুল পাঁজি করি কাল কাটে।
তাহাতে কি হয় মোর কৈতে বুক ফাটে ॥
আর রামা বলে মন্দ না বলিহ তায়।
পাইলে উত্তম ক্ষণ অবশ্য যোগায় ॥
পাঁতি লেখা রাজার মুন্‌শী মোর পতি।
দোয়াতে কলম দিয়া বলে হৈল রতি ॥
কেটে ফেল পাঠ যদি দেখ তকরার।
দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার ॥
আর রামা বলে সই ভালত মুন্‌শী।
বখশী আমার পতি সদাই খুন্‌শী ॥
কিঞ্চিৎ কশুর নাহি কশুর কাটিতে।
বেহিসাবে এক বিন্দু না পারি লইতে।
পরেব হাজীর গরহাজীর লিখিতে।
ঘরে গরহাজিরা সে না পায় দেখিতে ॥
ফেরের ফিকিরে ফেরে ফাঁকিফুঁকি লেখে
কেবল আমার গুণে পুত্রমুখ দেখে ॥
আর রামা বলে সই এতো গুণ বড়।
উকীল আমার পতি কীল খেতে দড় ॥
স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি খেতে পারে।
সবে গুণ যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে ॥




আর রামা বলে সই এ তো ভাল শুনি।
আমার আরজবেগী পতি বড় গুণী ॥
আরজীর আঁটি ফরিয়াদিগণ সঙ্গে।
বাখানিয়া গাই মত ফিরে অঙ্গেভঙ্গে ॥
আমি ফরিয়াদি ফরিয়াদির মিশালে।
কহিতে না পারে নিশা টালে টোলে টালে ॥
আর রামা বলে সই এ বুদ্ধি উত্তম।
খাজাঞ্চী আমার পতি সবার অধম ॥
চাঁদমুখে টাকা দেই সোনা মুখে লয়।
গণি দিতে ছাইমুখো অধোমুখ হয় ॥
পরধন পরে দিতে যার এই হাল।
তার ঠাঁই পানিফোঁটা চাহিতে জঞ্জাল ॥
কহে আর রসবতী গাল ভরা পান।
পোদ্দার আমার পতি কৃপণ-প্রধান ॥
কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন।
চিনির বলদ সবে একখানি গুণ ॥
আমারে ভুলায় লোক রাঙ্গ তামা দিয়া।
সে দেয় তাহার শোধ হাত বদলিয়া ॥
আর রামা বলে সই এ বড় সুধীর।
অভাগীর পতি সে হিসাবে মুহুরীর ॥
শেষ রেতে আসে সারা রাত্তি লিখে পড়ে।
খাওয়াইতে জাগাইতে হয় দিয়া কড়ে ॥
গোঁজা বিদ্যা না জানে হিসাবে দেয় গোঁজা।
নিকাশে তাহার গোঁজা তারে হয় গোঁজা ॥

আর রামা বলে সই এ বটে গভীর।
অভাগীর পতি নিকাশের মুহুরীর ॥
মফঃস্বল সরবরা কেমন না জানে।
অধিক যে দেখি তাহা রদ দিয়া টানে ॥
জমা লেখে বাকী দেখে খরচতে ভয়।
পরে কৈলে খরচ তাহাতে কটু কয় ॥
আর রামা বলে সই এ বড় রসিক।
অভাগীর পতি বাজে জমার মালিক ॥
যম সম ধরিতে পরের বাজে জমা।
নিজ ঘরে বাজে জমা না জানে অধমা ॥
সবে তার এক গুণে প্রাণ ঝুরে মরে।
বঁধু এলে তার ডরে কেহ নাহি ধরে ॥
আর রামা বলে সই এ ত বড় গুণ।
দপ্তরী আমার পতি তার গতি শুন ॥
সদা ভাযে কোন্ ফর্দ্দ কেমনে গড়ায়।
পড়া-ভাগ্য নিজে নাহি অন্যেরে পড়ায় ॥
হেটে ফর্দ্দ হারায়ে উপরে হাতড়ায়।
পরের কলমে সদা দোয়াতি যোগায় ॥
আর রামা বলে সই এ তো শুনি ভালো।
ঘড়েল পতির জ্বালে আমি হৈনু কালো ॥
রাত্রি-দিন আট পর ঘড়ী পিটে মরে।
তার ঘড়ী কে পিটায় তল্লাস না করে ॥
রাত্তি নাহি পোহাইতে দুঘড়ী বাজায়।
আপনি না পারে আর বন্ধুরে খেদায় ॥



আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে ॥
যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই ॥
বিয়াকালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে
পুনর্ব্বিয়া হবে কিবা বিয়া হবে আগে ॥
বিবাহ করিছে সেটা কিছু ঘাটি বাটি।
জাতিতে যেমন হৌক কুলে বড় আঁটি
হুচারি বৎসরে যদি আসে একবার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার ॥
সুতা-বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায় ॥
গোদা কুঁজো কুরুণ্ডে প্রভৃতি আর যত
সকলের রমণী সকলে নিন্দে কত ॥
তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব্ব আমার দুঃখ কর অবগতি ॥

মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে ॥
পেটে অন্ন হেঁটে বস্ত্র যোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে ॥
কামশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার।
কত মতে কত রাত্রি বলি হারি তার ॥
শাঁখা সোনা রাঙ্গা সাড়ী না পরিনু কভু।
কেবল বাক্যের গুণে বিবাহের প্রভু ॥
ভাবে বুঝি এই চোর কবি হৈতে পারে।
তেঁই চুরি করি বিদ্যা ভজিল ইহারে ॥
তার কথা শুনে সবে মনে মনে জ্বলে।
যাইবারে চাহে ঘরে চরণ না চলে ॥
একবার চোর যারে করে নিরীক্ষণ।
তখনি অমনি তার চুরি করে মন ॥
দ্রুত হয়ে চোর লয়ে চলিল কোটাল।
ভারত কহিছে গেল যথা মহীপাল ॥

## সভায় চোর আনয়ন

কি শোভা কংসের সভায়।
আইলা নাগর শ্যামরায় ॥
কংসের গায়ন যারা যে বীণা বাজায় তারা
বীণা সে গোবিন্দ গুণ গায়।
বীরগণ আছে যত বলে কংস হৌক হত
হেন জনে বধিবারে চায় ॥
বীরগণ মনে ভাবে পাপ তাপ আজি যাবে
লুঠিব এ চরণ-ধূলায়।




ভারত কহিছে কংস    কৃষ্ণের প্রধান অংশ
শত্রুভাবে মিত্র পদ পায় ॥
বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায় ।
পাত্র মিত্র সভাসদ বসিয়া সভায় ॥
ছত্রদণ্ড আড়ানী চামর মৌরছল ।
গোলাম গর্দ্দিসে খাবা গোলাম সকল ॥
পাঠক কথক কবি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ।
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য গুরু পুরোহিত ॥
পাঁচ পুত্র চারি ভাই ভাইপুত্র দশ ॥
ভগিনী-জামাই সাত ভাগিনী ষোড়শ ॥
জামাই বেহাই শ্যালা মাতুল সকল ।
জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্ব বসিয়া দলবল ॥
সম্মুখে সেপাই সব কাতার কাতার ॥
যোড় হাতে বুকে ধরে ঢালতরবার ॥
ঘড়ীয়াল দুই পাশে হাতে বালিঘড়ী ।
সারি সারি চোপদার হাতে হেমছড়ী ॥
অগ্রেতে আরজবেগী আরজী লইয়া ।
ভাটে পড়ে রায়বার যশো বর্ণাইয়া ॥
মোসাহেব বসিয়া সকল বরাবর ।
আজ্ঞা বিনা কারো মুখে না সরে উত্তর ॥
মুন্‌শী বক্‌সী বৈদ্য কানগোই কাজী ।
আর আর যে সব লোকের রাজা রাজি ॥
রবাব তম্বুরা বীণা বাজয়ে মৃদঙ্গ ।
নটী কালোয়াত গান গায় নানারঙ্গ ॥
ভাঁড়ে করে ভাঁড়াই নর্ত্তকে নাচে গায় ।
নকীব সেলাম গাহে সেলাম জানায় ॥
উজ্জ্বল কজ্জলবাস হাবশী জহ্লাদ ।
আশাওল মল্ল ঢালী চেলা খানেজাদ ॥
সম্মুখে ফিরায় ঘোড়া চাবুক সোয়ার ।
মাহুত হাতীর কাঁধে জানায় লোহার ॥
রাবণের প্রতাপে বসেছে মহীপাল ।
হেনকালে চোর লয়ে দিলেক কোটাল ॥
শারী শুক খুঙ্গী পুথি মালিনী সহিত ।
হাজির করিল চোরে নাজীর বিদিত ॥
নারীবেশে দশ ভাই করে দণ্ডবৎ ।
নকীব ফুকারে মহারাজ সেলামত ॥
নিবেদিল চোর ধরিবার সমাচার ।
শিরোপা পাইল হাতী ঘোড়া হাতীয়ার ॥
হেঁটমুখে আড়চক্ষে চোর দেখে রায় ।
রাজপুত্র হবে রূপ লক্ষণে জানায় ॥
বাছিয়া দিয়াছে বিধি কন্যাযোগ্য বর ।
কিন্তু চুরি করিয়াছে শুনিতে দুষ্কর ॥
কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব ।
কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব ॥
সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে মানা ।
যে হয় করিব পিছে আগে যা (উ) ক্ জানা ॥
হীরারে জিজ্ঞাসে চক্ষু করিয়া পাকল ।
এটা কেটা কার বেটা সত্য করি বল ॥




হীরা বলে ইহার দক্ষিণদেশে ঘর।
পড়োবেশে এসেছিল তোমার নগর ॥
সত্য মিথ্যা কে জানে দিয়াছে পরিচয়।
কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজার তনয় ॥
বাসা করি রয়েছিল আমার আলয়।
ছেলে বলি ভালবাসি মাসী মাসী কয় ॥
বিচারে পণ্ডিত বড় নানা গুণ জানে।
মাটি খেয়ে কয়েছিনু বিদ্যাবিদ্যমানে ॥
চাহিয়াছিলেন বিদ্যা বিয়া করিবারে।
আমি কহিলাম কহ রাণীরে রাজারে ॥
কি জানি কি বুঝি বিদ্যা করিলেন মানা।
আনিতে কহেন চুপে কার সাধ্য আনা ॥
ইহা বই জানি যদি তোমার দোহাই।
মরিলে না পাই গঙ্গা দুটি চক্ষু খাই ॥
তদবধি বাসা করি আছে মোর ঘরে।
কে জানে এমন চোর সিঁধে চুরি করে ॥
না জানি কুটিনীপনা দুখিনী মালিনী।
চোরে বাসা দিয়া নাম হইল কুটিনী ॥
নষ্ট নই নষ্ট-সঙ্গে হয়েছে মিলন।
রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন ॥
ধর্ম্ম-অবতার তুমি রাজা মহাশয়।
বুঝিয়া বিচার কর উচিত যে হয় ॥
রাজার হইল দয়া হীরার কথায়।
ছাড়ি দেহ কহিছে ভারতচন্দ্র রায় ॥

## চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা

লোকে মোরে বলে মিছা চোর।
বুঝিবে কেবা এ ঘোর ॥
সবে চোর হয়ে মোরে ধরি লয়ে
চোর বাদ দেই মোর।
দেখিয়া কঠোর প্রাণ কাঁদে মোর
আমারে বলে কঠোর ॥
সবে করে পাপ ভুঞ্জিবারে তাপ
মোর পদে দেয় ডোর।
কে মোরে জানিবে কে মোরে চিনিবে
ভারত ভাবিয়া ভোর ॥
রাজা বলে কি হইবে ইহারে বধিলে।
অধিক কলঙ্ক হবে স্ত্রীবধ করিলে ॥
দূর কর কুটিনীরে মাথা মুড়াইয়া।
গঙ্গাপার কর গালে চূণ-কালি দিয়া ॥
ঢেকা দিয়া কোটালের ভাই লয়ে যায়।
ধাক্কা দিয়া ছেড়ে দেয় মালিনী পালায় ॥




রাজার হীরার বাক্যে হইল সংশয়।
আরজবেগীরে কহে লহ পরিচয় ॥
জিজ্ঞাসে আরজবেগী কহ ওরে চোর।
কি নাম কাহার বেটা বাড়ী কোথা তোর ॥
চোর কহে আমি রাজবংশের ছাওয়াল।
কেন পরিচয় চেয়ে বাড়াও জঞ্জাল ॥
তুমি ত আরজবেগী বুজ দেখি ভাবে।
নীচ বিনা কোথায় ডাকাতি চোর পাবে ॥
চোরের জানিয়া জাতি কি লাভ করিবে।
উচ্চজাতি হৈলে বুঝি উচ্চ শালে দিবে ॥
তাহারে জিঙ্গাস জাতি যে করে আরজ।
তোরে দিব পরিচয় এত কি গরজ ॥
দেমাক দেখিয়া রাজা বুঝিলা আশয়।
বৈদ্যেরে কহিলা তুমি চাহ পরিচয় ॥
বৈদ্য বলে শুন চোর আমি বৈদ্যরাজ।
মোরে পরিচয় দেহ ইথে নাহি লাজ ॥
চোর বলে জানিলাম তুমি বৈদ্যরাজ।
নাড়ী ধ'রে বুঝ জাতি কথায় কি কাজ
মুন্‌শী জিজ্ঞাসে আমি রাজার মুন্‌শী।
মোরে পরিচয় দেহ ছাড়হ খুনসী ॥
চোর বলে মুনসীজি তুমি সে বুঝিবে।
জামাই হইলে চোর কি পাঠ লিখিবে ॥
বখ্‌সী জিজ্ঞাসে আমি বখ্‌সী রাজার।
মোরে পরিচয় দেহ ছাড় ফেরফার ॥
চোর বলে ঠেকিলাম হিসাবের দায়।
পাইবা চোরের জাতি দেখ চেহারায় ॥
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ পরিচয় চায়।
চোর বলে এবার হইল বড় দায় ॥
বিচার করিয়া দেখ লক্ষণ-লক্ষণা।
জাতি গুণ দ্রব্য কিবা বুঝায় ব্যঞ্জনা ॥
এইরূপে পরিচয় যে কেহ জিজ্ঞাসে।
বাক্‌ছলে সুন্দর উড়ায় উপহাসে ॥
শেষে রাজা আপনি জিজ্ঞাসে পরিচয়।
ভারত কহিছে এই উপযুক্ত হয় ॥

## রাজার নিকট চোরের পরিচয়

কহে বীরসিংহ রায় কহে বীরসিংহ রায়।
কাটিতে বাসনা নাই ঠেকেছি মায়ায় ॥
কহ তোমার কি নাম কহ তোমার কি নাম
কিবা জাতি কার বেটা বাড়ী কোন্ গ্রাম ॥
কহ সত্য পরিচয় কহ সত্য পরিচয়।
মিথ্যা যদি কহ তবে যাবে যমালয় ॥
শুনি কহিছে সুন্দর শুনি কহিছে সুন্দর।
কালিকার কিঙ্কর কিঞ্চিৎ নাহি ডর ॥



শুন রাজা মহাশয় শুন রাজা মহাশয়।
চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয় ॥
আমি রাজার কুমার আমি রাজার কুমার।
কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার ॥
বিদ্যাপতি মোর নাম বিদ্যাপতি মোর নাম।
বিদ্যাধর জাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম ॥
শুন শ্বশুরঠাকুর শুন শ্বশুরঠাকুর।
আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর ॥
তুমি ধর্ম্ম-অবতার তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
অবিচারে চোর বল এ কোন্ বিচার ॥
বিদ্যা করেছিল পণ বিদ্যা করেছিল পণ।
সেই পতি বিচারে জিনিবে যেই জন ॥
পণে জাতি কে বা চায় পণে জাতি কেবা চায়।
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায় ॥
দেখ পুরাণপ্রসঙ্গ দেখ পুরাণপ্রসঙ্গ।
যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ ॥
তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে।
বিচারে হারিয়া পতি করিল আমারে ॥
আমি যে হই সে হই আমি যে হই সে হই।
জিনিয়াছি পণে বিদ্যা ছাড়িবার নই ॥
মোর বিদ্যা মোরে দেহ মোরে বিদ্যা মোরে দেহ।
জাতি লয়ে থাক তুমি আমি যাই গেহ ॥
বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ বিদ্যা মোর জাতিপ্রাণ।
তপ জপ যজ্ঞ যাগ ধন ধ্যান জ্ঞান ॥
ক্রোধে কহে মহীপাল ক্রোধে কহে মহীপাল।
নাহি দিল পরিচয় কাট রে কোটাল ॥
চোর তবু কহে ছল চোর তবু কহে ছল।
বিদ্যা না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল ॥
আমি বিদ্যার লাগিয়া আমি বিদ্যার লাগিয়া।
আসিয়াছি ঘর ছাড়ি সন্ন্যাসী হইয়া ॥
আমি তোমার সভায় আমি তোমার সভায়।
নিত্য আসি নিত্য তুমি ভুলাও আমায় ॥
তুমি নাহি দিলা যেই তুমি নাহি দিলা যেই।
মাটি কাটি তলাসিতে গিয়াছিনু তেঁই ॥
শুনি সভাজন কয় শুনি সভাজন কয়।
সেই বটে এই চোর মানুষত ত নয় ॥
চাহে কাটিতে কোটাল চাহে কাটিতে কোটাল।
নয়ন ঠারিয়া মানা করে মহীপাল ॥
চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া।
পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া ॥
শুনি চমকিত লোক শুনি চমকিত লোক।
ভারত কহিছে তার গোটাকত শ্লোক ॥

ইতি বুধবারের নিশা-পালা।



## রাজার নিকট চোরের শ্লোক পাঠ

মোর পরাণ-পুতলী রাধা।
সুতনু তনুর আধা ॥
দেখিতে রাধায় মন সদা ধায়
নাহি মানে কোন বাধা।
রাধা সে আমার আমি সে রাধার
আর যত সব বাধা ॥
রাধা সে ধেয়ান রাধা সে গেয়ান
রাধা সে মনের সাধা।
ভারত ভূতলে কভু নাহি টলে
রাধা-কৃষ্ণপদে বাঁধা ॥
অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং,
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বলালসাঙ্গীং,
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি ॥
এখনো সে কনকচম্পকসুন্দরবরণী।
তনুলোমাবলি ফুল্লকমলবদনী ॥
শুইয়া উঠিল কামবিহ্বললালসা।
প্রমাদ গণিছে মোর শুনি এই দশা ॥
কন্যার বর্ণনে রাজা লাজে বলে মার।
চোর বলে মহারাজ শুন আরবার ॥
অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ত্ততে মে,
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবসি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ,
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা ॥
এখনো যে মোর মনে আছয়ে সর্ব্বথা।
এক রাত্রি মোর দোষে না কহিল কথা ॥
বিস্তর যতনে নারি কথা কহাইতে।
ছলে হাঁচিলাম জীব-বাক্য বলাইতে ॥
আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল।
জানায়ে পরিল কানে কনক-কুণ্ডল ॥
দগ্ধ হয় তনু তার বৈদগ্ধ্য ভাবিয়া।
ক্রিয়ায় কহিল জীব কথা না কহিয়া ॥
রাজা বলে বুঝা যাবে কেমন জামাই।
তুমি মৈলে তার কি আয়তি রবে নাই ॥
ছল পেয়ে কবিরায় কহিতে লাগিলা।
সভা সাক্ষী হইও রাজা জামাই বলিলা ॥
ভাল হই মন্দ হই বলিলা জামাই।
ধর্ম্ম সাক্ষী কাটিবারে আর পার নাই ॥
অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নি-
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥
এখনো কণ্ঠের বিষ না ছাড়েন হর।
কমঠ বহেন পিঠে ধরণীর ভর ॥



বারিনিধি দুর্ব্বহ বাড়ব-অগ্নি বহে।
সুকৃতির অঙ্গীকার কভু মিথ্যা নহে॥
লজ্জা পেয়ে বীরসিংহ অধোমুখ হয়।
সভাজন কহে চোর মানুষ ত নয়॥
ভূপতি বুঝিল মোর বিদ্যারে বর্ণায়।
মহাবিদ্যা-স্তুতি করে গুণাকর রায়॥
দুই অর্থ কহি যদি পুথি বেড়ে যায়।
বুঝিবে পণ্ডিত চোর-পঞ্চাশী টীকায়॥
হেঁটমুখে ভাবে রাজা কি করি এখন।
না পাইনু পরিচয় এবা কোন্ জন॥
বিষয় অশেষে বুঝি ছোট লোক নয়।
সহসা বধিলে শেষে কি জানি কি হয়॥
কোটালে কহিলা ঠারে লহ রে মশানে।
ভয়ে পরিচয় দিতে পারে তোর স্থানে॥
এইরূপে অনিরুদ্ধ ঊষা হরেছিল।
তাহারে বান্ধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল॥
লক্ষ্মণা হরিয়াছিল কৃষ্ণের নন্দন।
তার দায়ে বিপাকে ঠেকিল দুর্য্যোধন॥
অতএব সহসা বধিতে যুক্তি নয়।
বটে বটে গুরু পাত্র মিত্রগণ কয়॥
কোটাল মশানে চলে লইয়া সুন্দর।
ভবানী ভাবেন কবি হইয়া কাতর॥
রাজার সভায় সুন্দরের শারী শুক।
ভূপতিরে ভর্ৎসিবারে করিছে কৌতুক॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর॥
শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

## শুকমুখে চোরের পরিচয়

শুকমুখে মুখ দিয়া শারী কান্দে বিনাইয়া
সুন্দরের দুর্গতি দেখিয়া।
শারীর ক্রন্দনছাঁদে শুক বিনাইয়া কাঁদে
সভাজন মোহিত শুনিয়া॥
শুক পাকসাট দিয়া শারিকারে খেদাইয়া
নারী-নিন্দাচ্ছলে নিন্দে ভূপে।
আলো শারি দূর দূর নারীর হৃদয় ক্রূর
পুরুষে মজায় কামকূপে॥
গুণসিন্ধুরাজসুত সুন্দর সুগুণযুত
বিদ্যা লাগি মরে গুণমণি।
দস্যুকন্যা মহৌষধে পতি করি সাধুবধে
বিদ্যা বীরসিংহের তেমনি॥
বিয়া কৈল লুকাইয়া শেষে দিল ধরাইয়া
ডাকাতের দুহিতা রাক্ষসী।
আহা মরি আহা মরি হায় হায় হরি হরি
পতি-বধ কৈল পাপীয়সী॥



তুই সে বিদ্যার শারী শিখিয়াছ গুণ তারি
তুই কবে বধিবি জীবন।
যেমন দেবতা যিনি তেমনি স্বরূপা তিনি
সেই মত ভূষণ বাহন ॥
শুকের শুনিয়া বাণী সবে করে কানাকানি
রাজা হৈল সন্দেহ-সংযুত।
মালিনী কহিল যাহা শুকপাখী বলে তাহা
চোর বুঝি গুণসিন্ধুসুত ॥
রাজা কহে শুক শুন কি কহিলা কহ পুন
চোরের কি জান পরিচয়।
গুণসিন্ধু রাজা যেই তাহার তনয় এই
বল কিসে হইবে প্রত্যয় ॥
বিদ্যা নিল চুরি করি কোটাল আনিল ধরি
পরিচয় না দেয় চাহিলে।
তুমি ত পণ্ডিত হও কেন না কাটিব কও
কেন মোরে ডাকাত বলিলে ॥

শুক বলে মহাশয় আপনার পরিচয়
রাজপুত্র কেবা কোথা দেই।
ভাটে দেয় পরিচয় ঘটকেরা কুল কয়
বড়মানুষের রীতি এই ॥
নিজ পরিচয় প্রভু সুন্দর না দিবে কভু
পাখী আমি মোর কথা কিবা।
তুমি ত তাহার পাট পাঠাইয়া ছিলা ভাট
ভাটে ডাক সকলি জানিবা ॥
রাজা বলে বটে হয় ভাটের সর্দ্দারে কয়
কাঞ্চীপুর কেটা গিয়াছিল।
জমাদার নিবেদিল গঙ্গাভাট গিয়াছিল
আন বলি রাজা আজ্ঞা দিল ॥
ভাটেরে আনিতে দূত ধায় যত রাজপুত
ওথায় সুন্দর মহাশয়।
পঞ্চাশ মাতৃকাক্ষরে কালিকারে স্তুতি করে
কবি রায় গুণাকর কয় ॥

## মশানে সুন্দরের কালী স্তুতি

মা কালিকে।
কালি কালি কালি কালি ॥
কালি কালি কালিকে।
চণ্ডমুণ্ডমুণ্ডখণ্ডি খণ্ড-মুণ্ডমালিকে ॥
লট্ট পট্ট দীর্ঘ জট্ট মুক্তকেশজালিকে।
ধক্ক ধক্ক তক্ক তক্ক অগ্নিচন্দ্রভালিকে ॥

লীহ লীহ লোলজীহ লক্ক লক্ক সাজিকে।
স্ক্ক ঢক্ক ভক্ক তক্ক রক্তরাজিরাজিকে ॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিকে।
মার মার ঘোর ঘোর ছিন্দি ভিন্দি ভাষিকে ॥
ঢক্ক ঢক্ক হক্ক হক্ক পীতরক্তনালিকে।
ধেই ধেই থেই থেই নৃত্যগীততালিকে ॥




ভীতিচূর্ণ কাম পূর্ণকাতিমুণ্ড ধারিকে।
শম্ভুবক্ষপাদলক্ষ পাদপদ্মচারিকে ॥
খর্ব্ব গর্ব্ব দৈত্য সর্ব্ব গর্ব্ব-খর্ব্বকারিকে ॥
সংহভাব ঘোররাব ফেরুপালপালিকে ॥
এহি এহি দেহি দেহি দেবী রক্তদন্তিকে।
ভারতায় কাতরায়কৃষ্ণভক্তিমন্তিকে ॥
অপর্ণা অপরাজিতা অচ্যুত-অনুজা।
অনাদ্যা অনন্তা অন্নপূর্ণা অষ্টভূজা ॥১॥
আদ্যা আত্মরূপা আশা পূরাহ আসিয়া।
আনিয়াছ আপনি আমারে আজ্ঞা দিয়া ॥২॥
ইচ্ছারূপা ইন্দুমুখী ইন্দ্রাণী ইন্দিরা।
ইন্দীবরনয়নী ইঙ্গিতে ইচ্ছা ইরা ॥৩॥
ঈশ্বরী ঈপতিজায়া ঈষদহাসিনী।
ঈদৃশী তাদৃশী নম ঈশানীঈহিনী ॥৪॥
উমা উর উরঃস্থল উপরে উত্থিতা।
উপকারে উর গো উরগ-উপবীতা ॥৫॥
উর্দ্ধজট উরুরম্ভা উষপ্রকাশিকা।
উর্ম্মিতে ফেলিয়া কৈলা উষরমৃত্তিকা ॥৬॥
ঋতুরূপা তুমি ঋষি ঋভুক্ষের বৃদ্ধি।
ঋণীচক্রে ঋণী আছ মোরে দেহ ঋদ্ধি ॥৭॥
ঋককার স্বর্গের নাম তুমি ঋরূপিণী।
ঋস্বরূপা রাখ মোরে ঋবাসদায়িনী ॥৮॥
ঌকার বেদের নাম তুমি সে ঌকার।
ঌ পড়িলে কি হবে ঌ কি জানে তোমার ॥৯॥

ৡকার দৈত্যের মাতা ৡকার ভব দানব।
ৡকারস্বরূপা তবু বধিলা ৡ ভব ॥১০॥
এণরিপুবাহিনী এএকান্তরে চাও।
একা আমি এখানে এখন কি এড়াও ॥১১॥
ঐশানী ঐহিক সুখে ঐকান্ত বাসনা।
ঐরাবতপতি করে ঐ পদ কামনা ॥১২॥
ওড় পুষ্প ওঘ জিনি ওষ্ঠের ওজস।
ওজোগণ তরাবার ওপদ ওকস ॥১৩॥
ঔৎপাতিকে ঔপসর্গে তুমি সে ঔষধ।
ঔরসে ঔদাস্য করি ঔর্ব্বদাহে বধ ॥১৪॥
অংস্বরূপা অংকময়ী অংশে কংস-অরি।
অংহেতে অঙ্কিত অঙ্গ রাখ অঙ্কে করি ॥১৫॥
অঃকার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষরকোষে।
অঃ কি কব অঃস্বরূপা রাখমোরে তোষে॥১৬॥
কালীকালকালকান্তা করালী কালিকা।
কাতরে করুণা কর কুণপকর্ণিকা ॥১৭॥
খর খড়্গ খর্পর খেটকে খলনাশা।
খণ্ড খণ্ড করে খলে খল খল হাসা ॥১৮॥
গিরিজা গিরিশা গৌরী গনেশ জননী।
গয়া গঙ্গা গাতা গাথা গজারিগমনী ॥১৯॥
ঘন ঘন ঘোর ঘটা ঘর্ঘরঘোষিণী।
ঘন ঘন ঘনু ঘনু ঘর্ঘরঘন্টিনী ॥২০॥
ঙকার ভৈরব আর বিষয় ঙকার।
চকার স্বরূপ রাখ ওপদ আমার ॥২১॥




চন্দ্রচূড়া চন্দ্রঘণ্টা চষকচুম্বিকা।
চাতুরিতে চোর কৈলা চাহ গো চণ্ডিকা ॥২২॥
ছায়ারূপা ছাবালের ছাড় ছদ্ম ছল।
ছয় লোক ছি ছি বলে আঁখি ছল ছল ॥২৩॥
জয় জয় জয়াবতী জলদবরণী।
জয় দেহ জয়ন্তি গো জগত জননী ॥২৪॥
ঝঞ্ঝারূপ ঝড় বেগে ঝাঁক গো ঝটিত।
ঝর ঝর মুণ্ডমালে ঝর্ঝরে শোণিত ॥২৫॥
ঞকার ঘর্ঘরধ্বনি গায়ন ঞকার।
ঞকার করিয়া এস ঞকারে আমার ॥২৬॥
টঙ্কিনী টমক টাঙ্গি টানিয়া টঙ্কার।
টিকি ধরি টানে গো টুটাহ টিটিকার ॥২৭॥
ঠাকুরাণী ঠেকাইলা এ কি ঠকঠকে।
ঠেঁটায় করিয়া ঠেঁটা ঠক কৈলা ঠকে ॥২৮॥
ডাকিনী ডমরু ডম্ফে ডাকিয়া ডাগর।
ডামর বিদিত ডঙ্কা দূর কর ডর ॥২৯॥
ঢঙ্গনাশা ঢাক ঢোল ঢেমসা-বাদিনী।
ঢেসা দিয়া ঢেকা মারে ঢাক গো ঢক্কিণী ॥৩০॥
ণত্ব লয়ে জ্ঞান ণত্ব ণত্ব ণকার নির্ণয়।
ণ-স্বরূপা রক্ষা কর ণ হইল ক্ষয় ॥ ৩১ ॥
ত্রিপুরা ত্রিগুণা ত্রিলোচনী ত্রিশূলিনী।
তাপিত তনয়ে তব তারহ তারিণী ॥ ৩২ ॥
থকারে পাথর তুমি থকারের মেয়ে।
থির কর থর থর কাঁপি ভয় পেয়ে ॥ ৩৩ ॥
দাক্ষায়ণী দয়াময়ী দানব-দমনী।
দুঃখ দূর কর দুর্গা দুর্গতিদলনী ॥ ৩৪ ॥
ধরিত্রী ধাতার দাত্রী ধূর্জ্জটির ধন।
ধন ধান্য ধরা তার ধ্যানের কারণ ॥ ৩৫ ॥
নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী।
নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী ॥ ৩৬ ॥
পরমেশী পার কর পড়িয়াছি পাপে।
পতিত পবিত্র পদ প্রসঙ্গ প্রতাপে ॥ ৩৭ ॥
ফলরূপা ফলফুলপ্রিয়া ফণিপ্রিয়া।
ফাঁপর করিলা ফেরে ফাঁদেতে ফেলিয়া ॥ ৩৮ ॥
বিশালাক্ষী বিশ্বনাথ-বনিতা বিশেষে।
বিদ্যা দিয়া বিড়ম্বিয়া বধিলা বিদেশে ॥ ৩৯ ॥
ভীমা ভীমপ্রিয়া ভীমভীষণভাষিণী।
ভয় ভাঙ্গ ভবানী গো ভবের ভাবিনী ॥ ৪০ ॥
মহামায়া মহেশ্বরী মহেশ-মহিলা।
মোহিয়া মদন-মদে মিছা মজাইলা ॥ ৪১ ॥
যশোদা যমুনা যজ্ঞরূপা যদুসুতা।
যমালয়ে যাই প্রায় এস যদুসুতা ॥ ৪২ ॥
রক্তবীজ-রক্তরসে রসিতরসনা।
রাখ গো রঙ্গিণি রণে রৌররবটনা ॥ ৪৩ ॥
লহ লহ লক লক লোলে লোল জিহ্বী।
লট পট লম্বিত ললিতলটলিহী ॥ ৪৪ ॥
বরাহী বৈষ্ণবী ব্রহ্মী বামা বালা বলা।
বদ্ধ হইনু বর্দ্ধমানে বাচাও বিমলা ॥ ৪৫ ॥



শক্তি শিবা শাকম্ভীর শশিশিরোমণি।
শুভ কর শুভঙ্করী শমনশমনী ।। ৪৬ ।।
ষড়ানন মাতা ষড় রাগবিহারিণী।
ষট্‌পদবরণী ষড়ঋতুবিলাসিনী ॥ ৪৭ ॥
সারদা সকলসারা সর্ব্বত্র সঞ্চার।
সকলে সমান সদা সতের সুসার ॥ ৪৮ ॥

হৈমবতী হেরম্ব জননী হরপ্রিয়া।
হায় হায় হত হই রাখ গো হেরিয়া ॥ ৪৯
ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর ক্ষণেক চাহিয়া।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া ॥ ৫০
সুন্দর করিয়া স্তুতি পঞ্চাশ অক্ষরে।
ভারত কহিলা কালী জানিলা অন্তরে ॥

## দেবীর সুন্দরে অভয়দান

বরপুত্র চোর হৈল কোটাল মশানে লৈল
কালীর অন্তরে হৈল রোষ।
সাজ বলি কৈলা রব ধাইল যোগিনী সব
অট্টহাস ঘর্ঘর নির্ঘোষ ॥
ডাকিনী হাকিনী ভূত শাখিনী পেতিনী দূত
ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল।
পিশাচ ভৈরব চলে যক্ষ রক্ষ আগুদলে
ঘণ্টাকর্ণ নন্দী মহাকাল ॥
লোল জটা কেশপাশ অট্ট অট্ট অট্ট হাস
চক্রসম রাঙ্গা ত্রিনয়ন।
লোল জিহ্বী লক লক ভালে অগ্নি ধক ধক
কড়কড় বিকট দর্শন ॥
মুখ অতি সুবিস্তার সৃক্কেতে রক্তের ধার
শব-শিশু শ্রবণে কুণ্ডল।

খড়্গ মুণ্ড বরাভয় চারি হস্ত মোহময়
গলে মুণ্ডমালা দলমল ॥
দৈত্য-নাড়ী গাঁথা থরে কিঙ্কিণী দৈত্যের করে
অস্থিময় নানা অলঙ্কার।
রুধির-মাংসের লোভে চারিদিকে শিবা শোভে
কে করে ভুবন চমৎকার ॥
পদভরে টলমল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল
অকাল-প্রলয় নিবারণে।
শিব শবরূপ হয়ে হৃদয়ে সে পদ লয়ে
ধ্যানে শুয়ে মুদিতলোচনে ॥
এইরূপে বর্দ্ধমানে রহিলা আকাশ-যানে
সুন্দরেরে করিয়া অভয়।
মা ভৈষীঃ মা ভৈষীঃ বেটা তোরে বা বধিবে কেটা
তবে আজি করিব প্রলয় ॥




তোরে রাজা বধে যদি রুধিরে বহাব নদী
বীরসিংহে সবংশে বধিয়া।
তোরে পুনঃ বাঁচাইয়া বিদ্যা দিব রাজ্য দিয়া
ভয় কি রে বিদ্যা-বিনোদিয়া॥
দেবীর আকাশ-বাণী শুনিলা সুন্দর জ্ঞানী
আর কেহ শুনিতে না পায়।
উর্দ্ধমুখে কবি চায় দেবীরে দেখিতে পায়
পুলকে পূরিল সব কায়॥

কালিকার অনুগ্রহে সুন্দর আনন্দে রহে
দূর হৈল যতেক বন্ধন।
কোটাল সৈন্যের সনে বান্ধিলেক জনে জনে
ডাকিনী যোগিনী ভূতগণ॥
এরূপে সুন্দর আছে ওথায় রাজার কাছে
গঙ্গা ভাট হৈল উপনীত।
ভারত সরস ভণে শুন সবে একমনে
ভাট ভূপে কথা সুললিত।

## ভাটের প্রতি রাজার উক্তি

গঙ্গা কহে গুণসিন্ধু মহীপতি নন্দন সুন্দর
কোঁ নাহি আয়া।
যো সব ভেদ বুঝায় কথা কি ধেঁা নাহি তঁহা
সমঝায় শুনায়া॥
কাম লিয়ে তুঝে ভেজ দিয়া সুধি ভুল গয়া
অরু মোহি ভুলায়া।
ভট্ট হো অব ভণ্ড ভায়া কবিতাই ভটাই মে
দাগ চঢ়ায়া॥

য়্যায় কহা বহু পার্য্য কিবা গজবাজি দিয়া
শির তাজ ধরায়া।
ঢাল দিয়া তলবার দিয়া জরপোয় কিয়া
সব কাব্য পঢ়ায়া॥
গামই ধাম মহাকবি নাম দিয়া মণিদাম
বড়াই বঢ়ায়া।
কাম গয়া বরবাদ সবে অরু ভারতীকে
নহি ভেদ জানায়া॥






## ভাটের উত্তর

ভূপ মৈ তিহারি ভট্ট কাঞ্চীপুর জায়কে।
ভূপকো সমাঝ বাঝ রাজপুত্র পায়কে॥
হাত জোরি পত্র দীহ শীঘ্র ভূমিয়াকে।
রাজপুত্রিকী কথা বিশেষ মৈ শুনায়কে॥
রাজপুত্র পত্র বাঁচি পুছি ভেদ ভায়কে।
এক মে হাজার লাখ মৈ কহা বনায়কে॥
বুঝকে সুপাত্র রাজপুত্র চিত্ত লায়কে।
আয়নে ভয়া মহাবিয়োগিচিত্ত ধায়কে॥
য়্যাহি হে কহা ভায়া কাঁহা গয়া ভুলায়কে।
বাপ মা মহাবিয়োগী দেখনে না পায়কে॥
শোচি শোচি পাঁচ মাহ মৈ তঁহা গমায়কে।
অগুহী কাহাহুঁ বাত বর্দ্ধমান আয়কে॥
য়্যাদ নাহি হৈ মহীপ মৈ গায়া জনায়কে।
পূছহু দিবানজীসো বখসিকো মঙ্গায়কে॥
বুঝকে কহে মহীপ ভট্টকো মনায়কে।
চোর কোন হৈতু চিহ্ন দেখ দেখ যায়কে।
ভূপকে নিদেশ পায় গঙ্গা যায় ধায়কে।
চোরকো বিলোকি চিহ্ন শীষভূমি নায়কে॥
ভাগ মানি আপ যার লয়েছ মনায়কে॥
ভট্টকো কহে মহীপ চিত্তমোয় লায়কে।
লায়নে চলে মশান ভারতী বনায়কে॥

## সুন্দর-প্রসাদন

শুনিয়া ভাটের মুখে  বীরসিংহ মহাসুখে
ভাটেরে শিরোপা দিল হাতী।
কুঠার বান্ধিয়া গলে  আপনি মশানে চলে
পাত্র মিত্রগণ সব সাথী॥
মশানেতে গিয়া রায়  সুন্দরে দেখিতে পায়
উর্দ্ধমুখে দেবতা ধেয়ায়।
কোটাল সৈন্যের সনে  বান্ধা আছে জনে জনে
কে বান্ধিল দেখিতে না পায়॥
শূন্যেতে হুঙ্কার দিয়া  ভূত নাচে ধিয়া ধিয়া
ডাকিনী যোগিনী হুহুঙ্কার।
ভৈরবের ভীম রব  নৃত্য-গীত মহোৎসব
মশানে শ্মশান-অবতার॥
দেব অনুভব জানি  রাজা মানে অনুমানি
সুন্দরে বিস্তর কৈলা স্তব।
না জানি করিনু দোষ  দূর কর অভিরোষ
জানিনু তোমার অনুভব॥




বিনয়েতে কবিরায় শ্বশুর জ্জেয়ানে তায়
কহিলেন প্রসন্নবদনে।
আপনি হইনু চোর দুখ নহে সুখ মোর
তুমি মাত্র দয়া রেখো মনে॥
নৃপ বীরসিংহ কয় শুন বাবা মহাশয়
কোটালের কি হবে উপায়।
কিসে হবে বন্ধ মুক্তি বলহ তাহার যুক্তি
সুন্দর কহেন শুন রায়॥
বিশেষিয়া শুন কই কালিকা আকাশে অই
অই অনুভবে এ সকল।
পূজা কর কালিকার রক্ষা হবে সবাকার
ইহ পরলোকের মঙ্গল॥
বীরসিংহ এত শুনি মহাপুণ্য মনে গণি
গুরু পুরোহিত আদি লয়ে।
আনি নানা উপহার পূজা কৈল অন্নদার
স্তুতি কৈল সাবধান হয়ে॥
বীরসিংহ পুনঃ কয় শুন বাপ মহাশয়
অই যে কহিলা কালী কই।
ছপি দেখিতে পাই তবে ত প্রত্যয় যাই
তোমার কৃপায় ধন্য হই॥

হাসিয়া সুন্দর রায় আঙ্গুলে ছুঁইলা তায়
বীরসিংহ পায় দিব্য-জ্ঞান।
দেখি কালী-রাঙ্গাপায় আনন্দে অবশ-কায়
ভবানী করিলা অন্তর্দ্ধান॥
ডাকিনী যোগিনীগণ সঙ্গে গেল সর্ব্বজন
কোটালের বন্ধন ছাড়িয়া।
রাজা দিব্য-জ্ঞান পায় সুন্দরে লইয়া যায়
নিজপুরে উত্তরিলা গিয়া॥
সিংহাসনে বসাইয়া বসন-ভূষণ দিয়া
বিদ্যা আনি কৈলা সমর্পণ।
করিল বিস্তর স্তব নানামত মহোৎসব
হুলাহুলি দেয় রামাগণ॥
সুন্দর বিদ্যারে লয়ে চোর ছিলা সাধু হয়ে
কত দিন বিহারে রহিলা।
পূর্ণ হৈল দশ মাস শুভদিন পরকাশ
বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিলা॥
ষষ্ঠীপূজা সমাপিলা ছয় মাসে অন্ন দিলা
বৎসরের হইল তনয়।
সুন্দর বিদ্যারে কন যাব আমি নিকেতন
ভারত কহিছে যুক্তি হয়॥






## সুন্দরের স্বদেশ-গমন-প্রার্থনা

ওহে পরাণবঁধু যাই গীত গায়ো না।
তনু মোর হৈল যন্ত্র যত শিব তত তন্ত্র
আলাপে মাতিল মন মাতালে নাচায়ো না॥
তুমি বল যাই যাই মোর প্রাণ বলে তাই
বারে বারে কয়ে কয়ে মূরখে শিখায়ো না॥
অপরূপ মেঘ তুমি দেখি আলো হয় ভূমি
না দেখিলে অন্ধকার আন্ধার দেখায়ো না॥
ভারতীর পতি হও ভারতের ভার লও
না ঠেলিয়ো ও ভারতী ভারতে ছাড়ায়ো না॥

সুন্দর বলেন রামা যাব নিকেতন।
তুষ্ট হয়ে কহ মোরে যেবা লয় মন॥
তোমার বাপেরে কয়ে বিদায় করহ।
যদি মোরে ভালবাস সংহতি চলহ॥
বিদ্যা বলে হৌক প্রভু পারিব তাহারে।
বিধিকৃত স্ত্রী-পুরুষ কে ছাড়ে কাহারে॥
কৃপা করি করিয়াছ যদি অনুগ্রহ।
এই দেশে প্রভু আর দিন কত রহ॥
শুনিয়াছি সে দেশের কাইমাই কথা।
হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা॥
গঙ্গাহীন সে কি দেশ এ দেশ গঙ্গাতীর।
সে দেশের সুধা সম এ দেশের নীর॥
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরট করট।
ন পুন গঙ্গার দূরে ভূপতি প্রকট॥
সুন্দর কহেন ভাল কহিলা প্রেয়সি।
জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী॥
বিদ্যা বলে এত দিন ছিলা চোর হয়ে
সাধু হয়ে দিন কত থাক আমা লয়ে॥
সুন্দর কহেন রামা না বুঝ এখন।
চোর নাম আমার না ঘুচিবে কদাচন॥
কালিকা তোমার চোর করিলা আমারে।
তুমি কি আমারে পার সাধু করিবারে॥
তোমার বাপের কাছে তোমার লাগিয়া।
করিয়াছি যাতায়াত সন্ন্যাসী হইয়া॥
তুমিহ না জান তাহা না জানে মালিনী।
এমতি তোমার আমি শুন লো কামিনী॥
বিদ্যা বলে এমন সন্ন্যাসী তুমি যেই।
সন্ন্যাসিনী করিতে চাহিয়াছিলে তেঁই॥
পুরুষ হইয়া ঠাট তোমার এমন।
নারী হৈলে না জানি [illegible] করিতে [illegible]
কেমনে হইয়াছিলা কেমন সন্ন্যাসী।
দেখিতে বাসনা হয় শুনি পায় হাসি॥
রায় বলে সন্ন্যাসী হইতে কিবা দায়।
তার মত সন্ন্যাসিনী পাইব কোথায়॥



কোথায় পাইব আর সে সকল সাজ।
চোরের দায়ে লুঠিয়া লইল মহারাজ ॥
শুনি বিদ্যা ত্রিলোচনা সখীরে পাঠায়।
সারী শুক খুঙ্গী পুথি তখনি আনায় ॥
খুঙ্গী হইতে বাহির করিয়া সেই সাজ।
পূর্ব্বমত সন্ন্যাসী হইলা যুবরাজ ॥
ভারত কহিছে শুন ভারতী গোঁসাই।
পেয়েছ মনের মত ভিক্ষা ছেড়ো নাই ॥

## বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসীবেশ

সব নাগরী নাগর মোহনিয়া।
রতি কাম নটী নট সোহনীয়া ॥
কত ভাব ধরে কত হাব করে।
রস-সিন্ধু তরে তব তারণীয়া।
নূপুর রণ-রণ কিঙ্কিণী কন-কন !
রঞ্জন ঝনঝন কঙ্কণিয়া ॥
লপট লটপট ঝপট ঝটপট।
রচিত কচজট কমনিয়া ॥
কুটিল কটুতর নিমিষ বিষভর।
বিষমশর শর দমনিয়া ॥
সখী সকল মিলিত মধুমঙ্গল গায়ত।
ততকার তরঙ্গত সঙ্গত নাচত ॥
ঘন বিবিধ মধুররব বাজাবত।
তাল মৃদঙ্গ বনী বনিয়া ॥
ধিধি ত্বিক্কট ধিক্কট ধিধিকট ধিধি ধেই
ঝিঝি তক ঝিম তকঝিমি ঝমক ঝমক ঝেই ॥
তত তত্তত তা তা থুং থুং থেই থেই
ভারত মানসমানসিয়া ॥ ধ্রু ॥
সন্ন্যাসীর শোভা দেখি মোহিলা কুমারী।
সন্ন্যাসিনী হইতে বাসনা হৈল ভারি ॥
পূর্ব্ব-কথা মনে করি হৈল চমৎকার।
নমো নারায়ণ বলি কৈলা নমস্কার ॥
রায় বলে নারায়ণি কিবা ভিক্ষা দিবা।
বিদ্যা বলে গোঁসাই অদেয় আছে কিবা।
ভিক্ষাচ্ছলে একবার হৈল কামযাগ।
পুনশ্চ কহিছে কবি বাড়াইয়া রাগ ॥
তোমার বাপের কাছে সভায় বসিয়া।
শুনিয়াছ কহিয়াছি প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥
সভায় তোমার ঠাঁই হারিলে বিচারে।
মুড়াইব জটাভার সেবিব তোমারে ॥
জিনিলে তোমারে তীর্থব্রতে লয়ে যাব।
বাঘছাল পরাইব বিভূতি মাখাইব ॥



সকলে জানিল আমি জিনিনু এখন।
সন্ন্যাসিনী হও যদি তবে জানি পণ ॥
বিদ্যা বলে উপযুক্ত যুক্তি বটে এই।
সন্ন্যাসী যাহার পতি সন্ন্যাসিনী সেই ॥
হাসিয়া ধরিল বিদ্যা সন্ন্যাসিনী-বেশ।
জটাজুট বানাইলা বিনাইয়া কেশ ॥
মুখচন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্র সিন্দূর উপর।
শাড়ী মেঘডম্বরে করিলা বাঘাম্বর ॥
ছি বলিয়া ছাই হেন চন্দন ফেলিয়া।
সোনা অঙ্গে ছাই মাখে হাসিয়া হাসিয়া
হীরা নীলা পলা মুক্তা ছিল যে গলায়।
দেখিয়া রুদ্রাক্ষ-মালা ভয়েতে পলায় ॥
বসিলেন সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসীর বামে।
দেখিয়া সে সাজ লাজ হয় রতি-কামে ॥
হর-গৌরী বলি ভ্রম হয় পঞ্চবাণে।
ফুল ধনু টান দিয়া ফুলবান হানে ॥
মাতিল মদনে মহাযোগী মহাভাগ।
কব কত যত মত হৈল কামযাগ ॥
পূরণ-আহুতি দিয়া কহে কবিরায়
দক্ষিণে আমার দেহ দক্ষিণে বিদায়
এ কথা শুনিয়া বিদ্যা লাগিলা ভাবিতে
এত করিলাম তবু নারিনু রাখিতে ॥
একান্ত যদ্যপি কান্ত যাবে নিজ বাস।
মোর উপরোধেথাক আর বার মাস ॥
বার মাসে মাসে মাসে যে সেবা পতির
যে নারী না করে তার বিফল শরীর ॥
বার মাসের সুখ রামা শুনায় বিস্তর।
ভারত কহিছে তাহে ভুলে কি সুন্দর ॥

## বারমাস বর্ণন

কি লাগিয়া যাই যাই কহ হে প্রাণনাথ।
এইখানে বারমাস রহ হে ॥
বার মাসে ঋতু ছয় লোকে তিন কাল কয়
কাল হয় এ কালে বিরহ হে।
কোকিলের কলধ্বনি ভ্রমরের গণগণি
প্রলয় মলয়-গন্ধবহ হে ॥
বিজুলী জলের ছাট মত্ত ময়ূরের নাট
ভারতের এ বড় নিগ্রহ হে ॥
বৈশাখে এ দেশে বড় সুখের সময়।
নানা ফুলগন্ধে মত্ত গন্ধবহ বয় ॥
বসাইয়া রাখিব হৃদয় সরোবরে।
কোকিলের ডাকে কামে নিদাঘে কি করে॥১॥



জৈষ্ঠ্য মাসে পাকা আম্র এ দেশে বিস্তর।
সুধা ছাড়ি খেতে আশ করে পুরন্দর ॥
মল্লিকা-ফুলের পাখা অগুরু মাখিয়া।
নিদাঘে বাতাস দিব কামে জাগাইয়া ॥২॥
আষাঢ়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জ্জন।
বিয়োগীর যম সংযোগীর প্রাণধন ॥
ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পিঠ দিয়া থাকে।
জড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে ॥৩॥
শ্রাবণে রজনী দিনে এক উপক্রম।
কমল কুমুদগন্ধে কেবল নিয়ম ॥
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুৎ চকমকি।
দেখিবে শিখীর নাদ ভেক মকমকি ॥৪॥
ভাদ্র মাসে দেখিবে জলের পরিপাটী।
কোশা চড়ি বেরবে উজান আর ভাটী ॥
ঝরঝরি জলের বায়ুর খরখরি।
শুনিব দুজনে শুয়ে গলা গলি করি ॥৫॥
আশ্বিনে এ দেশে দুর্গা প্রতিমা-প্রচার।
কে জানে তোমার দেশে উহার সঞ্চার ॥
নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব ॥৬॥
কার্ত্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা।
দেখিবে আত্মার মূর্ত্তি অনন্ত মহিমা ॥
ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ।
সে দেশে কি রাস আছে এ দেশেতে রাস ॥৭॥
অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার।
শীতের বিহিত হিত করিবে বিহার ॥
নূতন সুরস অন্ন দেবের দুর্ল্লভ।
সদ্যোঘৃত সদ্যোদধি রসের বল্লভ ॥৮॥
পৌষমাসে তিন লোক ভোগে থাকে দড়।
দিনমান অতি অল্প রাত্রিমান বড় ॥
সে দেশে যে সব ভোগ জানহ বিশেষে।
এবার করহ ভোগ যে সুখ এ দেশে ॥৯॥
বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।
ঘরের বাহির নহে সেই যুবজানি ॥
শিশিরে কমলবনে বধয়ে পরাণে।
মূলাফুলে ফুলবাণ কামী জন হানে ॥১০॥
বারমাস মধ্যে মাস বিষম ফাল্গুন।
মলয়-পবনে জ্বালে মদন-আগুন ॥
কোকিল-হুঙ্কার আর ভ্রমর-ঝঙ্কার।
শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে কত কব আর ॥১১॥
মধুর সময় বড় চৈত্র মধুমাস।
জানাইব নানামত মদন-বিলাস ॥১২॥
আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর।
ভাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ বিস্তর ॥
অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর।
ক্ষীরোদে থাকিলা হরি হিমালয়ে হর ॥
হাসিয়া সুন্দর কহে এ যুক্তি সুন্দর।
তেঁই পাকে বলি চল শ্বশুরের ঘর ॥





অবাক্ হইলা বিদ্যা মহাকবি রায়।
শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে মাগিলা বিদায় ॥
বিস্তর নিষেধ-বাক্য করে রাজা রাণী।
বিদায় করিল শেষে করি যোড়পাণি ॥
বিস্তর সামগ্রী দিলা কহিতে বিস্তর।
দাস দাসী দিল সঙ্গে সৈন্য বহুতর ॥
মালিনী মাসীরে মনে পড়িল তখন।
রাজারে কহিয়া তারে দিলা নানা ধন ॥
ভারত কহিছে সুখে চলিলা দুজনা।
কহিব কতেক আর মেয়ের কাঁদনা ॥

## বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশ-যাত্রা

সুন্দর বিদ্যারে লয়ে ঘরে গেল হৃষ্ট হয়ে
বাপ-মায়ে প্রণাম করিলা।
রাজা রাণী তুষ্ট হয়ে পুত্রবধূ পৌত্র লয়ে
মহোৎসবে মগন হইলা ॥
সুন্দরের পূজা লয়ে কালী মূর্ত্তিময়ী হয়ে
দম্পতীরে কহিতে লাগিলা।
তোরা মোর দাস-দাসী শাপেতে ভূতলে আসি
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা ॥
ব্রত হইল পরকাশ এবে চল স্বর্গবাস
নানামতে আমারে তুষিলা।
এত বলি জ্ঞান দিয়া মায়াজাল ঘুচাইয়া
অষ্টমঙ্গলায় বুঝাইলা ॥
দেবী দিলা দিব্য জ্ঞান দুয়ে হৈল জ্ঞানবান
পূর্ব্ব সর্ব্ব দেখিতে পাইলা।
দেবীর চরণ ধরি বিস্তর বিনয় করি
দুই জনে অনেক কান্দিলা ॥
বাপ-মায়ে বুঝাইয়া পুত্রে রাজ্যভার দিয়া
দুই জনে সত্বর চলিলা।
আনন্দে দেবীর সঙ্গে স্বর্গেতে চলিলা রঙ্গে
রাজা রাণী শোকেতে মোহিলা ॥
বিদ্যাসুন্দরেরে লয়ে কালিকা কৌতুক-হয়ে
কৈলাস-শিখরে উত্তরিলা।
ইতিহাস হৈল সায় ভারত ব্রাহ্মণ গায়
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা ॥

বিদ্যাসুন্দরের কথা সমাপ্ত




## বিদ্যাসুন্দরের প্রবচন

১। বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়।

২। গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল।

৩। যাহার লাগিয়া চুরি করি গিয়া
সেইজন কহে চোর।

৪। মুখে এক মনে আর।

৫। জীবন যৌবন গেলে কি ফিরে।

৬। পুরুষের ভার যাহা নারী নাকি পারে তাহা।

৭। হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।

৮। ছায়ে ভাঁড়াইল মায়।

৯। ভেকে ভুলাইয়া পদ্মে ভৃঙ্গ মধু খায়।

১০। যে জন আপন বুঝে পরদুঃখ তারে সুঝে।

১১। নষ্টের এ বড় গুণ পিঠেতে মাথায় চুণ।

১২। অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর।

১৩। দুঃখ বিনা নহে সুখ।

১৪। সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার।

১৫। বিধি চক্ষু দিল যারে সে যদি না দেখে তারে
তাহার লোচনে কিবা ফল।

১৬। খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট।

১৭। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।

১৮। যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন।

১৯। নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।

২০। জলেতে নিবায় জ্বালা সর্ব্বলোকে কয়
এ জল দেখিয়া জ্বালা দশগুণ হয়।

২১। এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।

২২। কড়ি ফটকা চিড়া-দই বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।

২৩। বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা।

২৪। গাঁথিনু বঁড়িশে মাছ আর কোথা যায়।

২৫। ভবিষ্যতে ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে।

২৬। বড়র পিরীতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।

২৭। উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে
কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে।

২৮। পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।

২৯। সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।

৩০। যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্যলোকে লাঠি বাজে।

৩১। লোভের সম্মুখে যদি ফাঁদ পাতা যায়
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়॥

৩২। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

৩৩। মিছা কথা সিচা জল কতক্ষণ রয়।

৩৪। দানি ভাঁড়া যায়
সঙ্গী ভাঁড়া যায় কবে।

৩৫। বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।

# সংক্ষিপ্ত টীকা

## কথারম্ভ

কাঞ্চীপুর—দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীভরম নগর বলিয়া অনুমিত।

বাণী যদি শেস হয়—ইহার দুইটি অর্থ :—

(১) যদি কথা শেষ হয়; (২) শেষ= বাসুকী=(সহস্রমুখ) সরস্বতী যদি সহস্রমুখ হন।

বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ—বিদ্যালাপের মধ্যেও বিদ্যার প্রসঙ্গ।

## বর্দ্ধমান যাত্রা

বিদ্যালাভ তপ—বিদ্যাকে লাভার্থে তপস্যা।

কি বিদ্যা...যাব—কোন বিদ্যার বলে বিদ্যার সমীপে উপস্থিত হইব।

মহাবিদ্যা আরাধিলা—কালিকার আরাধনা করিলেন।

জরকাশী চীরা—জরীর পাগ।

হাতে পাইল আকাশ—হাতে যেন স্বর্গ পাইল।

সোয়ারীর অশ্ব—চড়িবার ঘোড়া।

ঘোড়ার হানায়—ঘোড়ার গলায়।

অশ্বের শিক্ষায় নল—নল অশ্বশিক্ষায় নিপুণ ছিলেন।

বিপক্ষে অনল—বিপক্ষে অগ্নির ন্যায় তেজ-সম্পন্ন।

কুমার অটল—কার্ত্তিকেয়।

সোসর—অবলম্বন।

অশ্ব মনোরথ—কামনার ন্যায় দ্রুতগামী অশ্ব।

গজঘণ্টা—হস্তীর গলঘণ্টা।

## গড়বর্ণনা

যুগ্ম বস্ত্র—সম্ভবতঃ বসন ও উত্তরীয়।

মুরুচা—বরুদখানা।

বুরুজ—তোপখানা।

এলেমান—সম্ভবতঃ জার্ম্মান।

সফরিয়া—ভ্রমণকারী বণিক।

মালে—মালায়।

বোঁদেলার থানা—বুন্দেল-খণ্ড বাসীর আস্তানা।

পেশ্‌কশ্—ক্ষুদ্র গুপ্ত অস্ত্র।

## পুরবর্ণনা

আগরী—আগুরী; উগ্রক্ষত্রিয়।

ছন্দ—পুঞ্জ বা স্তবক।

## নারীগণের খেদ

কড়সী—কটির বসন।

## মালিনী সাক্ষাৎ

পাকিমালা—কাষ্ঠমালা।

কড়ে রাঁড়ী—বাল-বিধবা।

চেঙ্গড়া—অপরিপক্কবুদ্ধি।

সুসার—সুবিধা।

## মালিনীর বাটীতে প্রবেশ

আজবোজ—বুদ্ধিহীন।

মেলে—সহিত।

## বেসাতীর হিসাব

সাটে—সর্ব্বসমেত।

জুয়ায়—জুয়াখেলায়।




ভাঙ্গী—ভাঙ্গখোর।

নাহি যায় ফল—অপ্রয়োজনীয় যাহা।

উত্তর উত্তর—ক্রমে ক্রমে—

**মালিনীর সহিত কথোপকথন**

যুবজানি—যুবক বলিয়া জানি।

দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজে কয়—

যদি বিদ্যার রূপ সহস্র লোচনে দর্শন ও সহস্রমুখে বর্ণনা করা যায় তথাপি সম্পূর্ণ হয় না।

সুবলনি—সরলতা।

**মাল্য রচনা**

বিবিধ বন্ধন—নানা প্রকার গাঁথনি।

উচুর—উচ্চ।

**মালিনীকে তিরস্কার**

ভ্রম—সম্ভ্রম (?)

বাড়িবারে—বৃদ্ধির জন্য।

**সুন্দরের সন্ন্যাসীবেশ**

দণ্ডধারী—দণ্ডধারণকারী, দণ্ডী।

কুঁজি—কুলুপ।

আসন—অবস্থান।

**সন্ধিখনন**

সুররিপু—অসুর।

করলিতাসি—হস্তদ্বারা কৃত।

হতদনুজাহুতি নিহত দৈত্যের আহুতি।

আকর—মাটি।

**বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি**

আবেশ রস—ভাবাধিক্যে।

**সুন্দরের পরিচয়**

সূত্রপাঠ—যাত্রাগানের প্রথম যাহা গীত হয় এখানে প্রথম কথা।

তপাসিতে—তল্লাস করিতে।

অশন—ভোজন।

**বিদ্যাসহ সুন্দরের রহস্য**

পরিহার—পরাজয়।

গুমান—অভিমান।

ব্যাজ—দেরী।

**গর্ভসংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার**

আতিবিতি—দ্রুত।

কর দণ্ড—শাস্তি দণ্ড।

প্রমাদে—বিপদে।

**চোর ধরা**

পাঁচিয়া—বেষ্টিয়া।

কিয়া—প্রতিফল।

ঘাগী পাকা।

**পতিনিন্দা**

উদাসে বাসি—ঔদাস্যে মনে ভাবি।

রদন—দাঁত।

মাটি মাটি—প্রায় মাট।

**মশানে কালিকার আরাধনা**

সৃক্কেতে ওষ্ঠপ্রান্তে।

লিয়ে—জন্য।

প্রকট—খ্যাতনামা।

